সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। উপক্রমণিকা—	১
২। মেণ্ডকের পূর্বজন্ম—	২
৩। দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মফল—	১০
৪। বিশাখার জন্ম—	১৩
৫। পুণ্য-ঋদ্ধির চাক্ষুষ প্রমাণ—	১৭
৬। প্রথম বুদ্ধ দর্শন—	২০
৭। কোশলে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী—	২৩
৮। সাকেত নগরের উৎপত্তি—	২৭
৯। গৃহ-যাত্রা—	২৮
১০। স্রোতাপন্না বিশাখার স্বরূপ—	৩১
১১। পঞ্চ-কল্যাণবতী—	৩২
১২। পঞ্চকল্যাণবতী মেয়ের অন্বেষণ—	৩৪
১৩। বিবাহের উদ্যোগ—	৪২
১৪। মহালতা প্রসাধন লাভ—	৪৮
১৫। কোন্ পুণ্যে মহালতা প্রসাধন লাভ হয়—	৫৪
১৬। পিতার উপদেশ—	৫৭
১৭। শ্বশুরালয়ে যাত্রা—	৫৮
১৮। শ্বশুরালয়ে	৬৬
১৯। মিগার শ্রেষ্ঠীর ভুল সংশোধন—	৬৮
২০। মিগার শ্রেষ্ঠীর জ্ঞান লাভ—	৭৯
২১। মিগার মাতা—	৮৩

বিষয় — পৃষ্ঠা
২২। প্রথম দর্শনে— ৮৪
২৩। তারপর— ৮৬
২৪। বিশাখার শারীরিক শক্তি— ৮৬
২৫। অষ্টবর লাভ— ৮৯
২৬। সুখিনী বিশাখা— ৯৭
২৭। মহালতা প্রসাধন দান— ৯৮
২৮। পূর্বারাম নির্মাণ— ১০৩
২৯। সখীর গালিচা দান— ১০৭
৩০। প্রীতি-গাথা— ১০৯
৩১। পূর্বজন্ম— ১১১
৩২। পুণ্যদান— ১১৪
৩৩। পুণ্যানুমোদনের ফল— ১১৬
৩৪। উপোসথ তিন প্রকার— ১২০
৩৫। আর্য্যোপোসথের অচিন্তনীয় ফল— ১২৯
৩৬। উপোসথিকের ভুল প্রার্থনা— ১৩২
৩৭। বিশাখা ও সহায়িকাগণ— ১৩৪
৩৮। পৌত্রীর মৃত্যু— ১৪০
৩৯। লোক বিজয়— ১৪৪
৪০। পরিবারের জনসংখ্যা— ১৪৭
৪১। অন্তিম জীবন— ১৪৯
৪২। দেবলোকে— ১৫১

বিশাখা

উপক্রমণিকা

মগধরাজ্য ঐশ্বর্য্যের লীলা-নিকেতন। প্রভূত বিত্তশালী বহু পুণ্যবান ব্যক্তি পরিশোভিত করেছিলেন মগধের উন্নত বক্ষ। ক্ষত্রিয়কুল-তিলক বিম্বিসার তখন মগধ রাজ্যের অধীশ্বর। মেণ্ডক, জ্যোতিয়, জটিল, পূর্ণ ও কাকবলিয় এ পাঁচজন ছিলেন তখন মগধের অফুরন্ত ভোগৈশ্বর্য্যশালী ধনকুবের। মগধের গৌরব-মুকুট মহারাজ বিম্বিসার আপন রাজ্যে ঈদৃশ সৌভাগ্যবান পঞ্চ ব্যক্তিকে পেয়ে গৌরবান্বিত মনে কর্‌তেন নিজকে। মহাধনশালী মেণ্ডক ও তদীয় পুত্র-পৌত্রীর কাহিনীই কেবল এ পুস্তিকার প্রতিপাদ্য বিষয়।

পুণ্যশ্লোক মেণ্ডকের পুণ্য-প্রভাব অতি বিস্ময়কর ও পুণ্যঋদ্ধিময়। যে দিন তিনি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন, সে সঙ্গেই তাঁদের পশ্চাৎ-গৃহের ভূমিতল ভেদ ক'রে উত্থিত হয়েছিলো পুণ্য-দ্যোতক বহু স্বর্ণময় মেণ্ডক (ভেড়া) মূর্তি। এক একটি মেণ্ডক ছিলো হস্তী, অশ্ব ও বৃষ প্রমাণ। সহজাত মেণ্ডকের আবির্ভাব হেতু, এ শিশুর নামকরণ করা হলো—'মেণ্ডক'।

সেই মেণ্ডকসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, একটির সঙ্গে অপরটি সংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলো। এ সব মেণ্ডক নির্জীব হলেও, কিন্তু অপূর্ব ঋদ্ধি সম্পন্ন। ইহাদের অফুরন্ত দান অভূতপূর্ব ও আশ্চর্য্যজনক। তণ্ডুল, বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, তৈল, মধু ও ঘৃতাদি যে কোনো বস্তুই হোক্ না কেন, যে যা' চায়, যথেচ্ছিত বস্তুই নির্গত হয় মেণ্ডকের মুখ থেকে। কী চমৎকার! পুণ্যের পুরস্কার এম্‌নিই অদৃশ্য-শক্তি সম্পন্ন। যেমন ঋদ্ধিমানের অচিন্তনীয় ঋদ্ধি-শক্তি!

মেণ্ডকের পূর্বজন্ম

এক

ধনকুবের মেণ্ডক এরূপ সৌভাগ্যবান হবার মূলে রয়েছে, একমাত্র তাঁর পূর্বজন্মের কুশলকর্ম। তিনি ছিলেন কৃত-পুণ্যবান। তাঁর সেই পুণ্য-নিধি হয়েছে সর্ব নিধির আকর। অতীতের সঞ্চিত সেই মহান্ পুণ্যরাশি আজ তাঁকে দান করেছে যে সম্পদ, সে সম্পদের অন্ত নেই, সীমা-রেখা নেই, যা' অগাধ, অপরিমেয়, অতুলনীয়। নিম্নে বিন্যস্ত করা হলো তাঁর অতীত জন্মের সেই চমৎকার কাহিনী।

তখন ভগবান বিপস্‌সী বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন ধরাধামে। বর্তমানের মেণ্ডকও তখন জন্ম নিয়েছিলেন কোনও এক ধনাঢ্য পরিবারে। তাঁর নাম—'অবরোজ'। একদা তাঁর মাতুল একখানা বিহার নির্মাণ করাচ্ছিলেন, উদ্দেশ্য সশিষ্য বুদ্ধ অবস্থান কর্‌বেন। অবরোজের একান্ত ইচ্ছা হলো, এ মহান্ পুণ্যকর্মের কিছু অংশ গ্রহণ করেন। মাতুল কিন্তু, এতে সম্মত হলেন না। এ পুণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে নিতান্ত দুঃখিত হলেন অবরোজ।

খরস্রোতা নদী যেমন বাধা প্রাপ্ত হলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, অবরোজের অবস্থাও হলো তাই। তাঁর সঙ্কল্প হলো দৃঢ়তর, উৎসাহ জাগ্‌লো অদম্য। প্রতিজ্ঞা করলেন মনে মনে—'নিশ্চয়ই কিছু কর্‌বো আমি। সে অবদানই হয় যেন সমুজ্জ্বল, অবিস্মরণীয়; জীবনকে ক'রে দেয় যেন অগ্রগতি; জন্মান্তর হয় যেন সুখ-সমৃদ্ধ; লব্ধ হয় যেন অচ্যুত-অনুত্তর-পদ।'

কি কর্‌বেন, চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন তিনি। 'মাতুলনির্মিত বিহারের সম্মুখে একখানা ধর্মশালার একান্তই প্রয়োজন। যেখানে হবে নিত্য সম্মেলন—বুদ্ধ, ভিক্ষুসংঘ ও ধর্মপ্রাণ নর-নারীর। দেশনা হবে নৈর্বাণিক ধর্মের, আলোচনা ও গবেষণা হবে সদ্ধর্মের জটিল-তত্ত্বের। সুতরাং একখানা ধর্মশালাই করবো।' এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন অবরোজ।

যেই চিন্তা, সেই কাজ। আরম্ভ হলো ধর্মশালা প্রস্তুতির সাড়ম্বর কার্য্য। যথাসময়ে নির্মিত হলো বিচিত্র চারুশিল্প শোভিত, রত্ন-খচিত ধর্মশালা। স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত করা হলো—'কুঞ্জরশালা'। কুঞ্জরশালার ঠিক মধ্যস্থলে নির্মিত হলো, রত্নময় লতা, পত্র, ফল ও পুষ্প-সমলঙ্কৃত এক অপরূপ 'ধর্ম-

মণ্ডপ'। মণ্ডপ মধ্যে প্রস্তুত হলো মহার্ঘ রত্ন-খচিত চমৎকার একখানা 'ধর্মাসন'। ধর্মাসন স্থাপন করা হলো রত্নময় চারটি মেণ্ডক-পৃষ্ঠে। আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের পদারবিন্দ সুরক্ষার্থে নির্মিত হলো অনুরূপ একখানা পাদপীঠ। পাদপীঠখানা রাখা হলো স্বর্ণময় দু'টি মেণ্ডক-মূর্তির উপর। পরিশেষে প্রস্তুত হলো মণ্ডপে উঠ্‌বার স্বর্ণময় সোপান।

এবার সমাপ্ত হলো কুঞ্জর শালার নিখুঁত নির্মাণ কার্য্য। এর পর সম্পাদন করতে হবে দানোৎসর্গ। নিমন্ত্রণ কর্‌লেন সশিষ্য বুদ্ধকে। দান কর্‌লেন প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য, বস্ত্র, আরও কতো উত্তম বস্তু-সম্ভার। অতঃপর বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে দান কর্‌লেন ধর্মশালা। বস্তুদান আর ধর্মশালাদান, উভয় দানের বিচিত্র দেশনা কর্‌লেন সুগত। তথাগতের অমৃত-মধুর বাণী অবরোজের অন্তরে জাগায়ে তুল্‌লো পুলক-শিহরণ, প্রীতি-রসে পূর্ণ হলো হৃদয়-কন্দর।

এবম্বিধ অপ্রমেয় পুণ্য-প্রভাবেই তাঁর জন্মান্তর হয়েছিলো সুখ-সমৃদ্ধ। ঈদৃশ মহান্ কুশল কর্মই তাঁকে উত্তরোত্তর আগুয়ান করিয়ে দিয়েছে শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতমে। রত্নময় মেণ্ডক-পৃষ্ঠে ধর্মাসন ও পাদপীঠ সুরক্ষা করেছিলেন ব'লে এ জন্মে তাঁর সহজাতরূপে আবির্ভূত হয়েছিলো জগত-দুর্লভ বহু স্বর্ণময় মেণ্ডক।

দুই

অপর একটা বিদ্যমান ছিলো তাঁর উল্লেখ যোগ্য বিশিষ্ট কুশলকর্মের প্রভাব। অন্যতর কোনও একজন্মে তিনি হয়েছিলেন প্রভূত বিত্তশালী ভাগ্যবান পুরুষ। একদা শুন্‌তে পেলেন তিনি কোনও এক নক্ষত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের নিকট এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী—'এ দেশে তিন বৎসর পরে মহাদুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হবে।' ইহা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন ধনপতি। 'এখন উপায় কি ? কিরূপে রক্ষা হবে দেশবাসীর প্রাণ ?' এ ভেবে করুণায় বিগলিত হলো তাঁর অন্তর। ঝর্‌তে লাগলো অশ্রুবিন্দু। বহু চিন্তার পর নির্ধারণ কর্‌লেন এক উপায়—'ব্যাপকভাবে করাতে হবে কৃষি কার্য্য, ফসল উৎপাদন কর্‌তে হবে প্রচুর এবং ততোধিক পরিমাণ কর্‌তে হবে ধান্য সংগ্রহ।' কার্য্যেও পরিণত হলো তাঁর চিন্তিত বিষয়। ধান্য ক্রয় করা হলো অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ। অচিরে ধান্যে পূর্ণ হলো তিন হাজার আট শ' সুবৃহৎ ধান্যাগার।

যথাসময়ে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষ। দেশে উঠ্‌লো হাহাকার। নক্ষত্র-বিদের ভবিষ্যদ্বাণী হলো সাফল্যমণ্ডিত। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের কাতর-প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে লাগ্‌লেন ধনপতি। ধান্য, চাউল, বস্ত্র, অর্থ, যে যা' চায়, তা' দান কর্‌তে লাগ্‌লেন অকাতরে। আস্‌তে লাগ্‌লো দেশ-বিদেশের অগণিত লোক। প্রতিদিন দিতে লাগ্‌লেন অজস্র দান।

এরূপে অতীত হলো বহু দিন। আর কতো পারা যায়? ধনপতির ভাণ্ডার তো আর অফুরন্ত নয়। সব নিঃশেষ হয়ে গেলো। ধান্য, চউল, অর্থ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ধনাগার-ধান্যাগার শূন্যাগারে হলো পরিণত। বেড়ে গেলো এবার চোর-ডাকাতের উপদ্রব। সর্বত্র কেবল হাহাকার ধ্বনি—'হা অন্ন, হা অন্ন।'

এ উদারচেতাঃ মহাত্মা সর্বস্ব দান দিয়ে আজ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তবুও তাঁর দেওয়ার সাধ মিটে নি। দানে তাঁর প্রবল আগ্রহ, অপার আনন্দ। এ মহাদানের কথা চিন্তা কর্‌লে, উৎফুল্ল হয়ে উঠে তাঁর অন্তর। আজ তিনি নিঃস্ব হলেও, দীনতার ছাপ পড়েনি তাঁর অন্তরে; উদারতারও হয় নি পরিহানি। বুভুক্ষুর দল এখনও উপস্থিত হয় তাঁর দ্বারে। তাদের অভাব মোচন করতে না পেরে, তাঁর দুঃখের অবধি থাকে না। গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

এই ধন-ধান্যহারা ধীমান্ আজ বড়ো ক্ষুধার্ত হয়েছেন। অভাবে হয়ে থাকে ক্ষুধার বৃদ্ধি। অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি ক্ষুধার তাড়নায়। দরিদ্রের জঠরাগ্নি হয় তীব্রতর। এই সুখী-সজ্জন জীবনে এ'ই প্রথম উপলব্ধি কর্‌লেন, তীব্র-ক্ষুধার যন্ত্রণা কেমন। চিন্তা কর্‌লেন ধীর-চিত্তে—'অহোঃ, দীন-দুঃখীরা নিত্য বহন কর্‌ছে এ যন্ত্রণা। ধনীরা কিন্তু, তা' বুঝেন না; বুঝ্‌তেও চান্ না। লোভ-তৃষ্ণায় তাঁরা জর্জরিত। ভিখারী

তাঁদের দ্বারস্থ হলে 'নেই নেই' ব'লে তাড়ায়ে দেন। এতো করুণাহীন তাঁরা, এতো নির্মম তাঁদের অন্তর।'

তিনি তীব্র ক্ষুধা নিয়ে ছুটে এলেন পত্নীর নিকট। শুধালেন—'ভদ্রে, বড়ো ক্ষুধা পেয়েছে আমার, থাক্‌লে কিছু খাবার দাও, আর সহ্য হচ্ছে না।'

গৃহিণী কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লেন—'স্বামিন্, আছে মাত্র এক পোয়া চাল, তাও মাটিতে পুতে রেখেছি, ডাকাতের ভয়ে। আম্‌রা আছি পাঁচ জন। চিন্তায় পড়েছি, এতে কি করা যায়।' এ কথা বল্‌তে গৃহিণীর চক্ষু সজল হয়ে উঠ্‌লো। বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বল্‌লেন—'হাঃ, অদৃষ্টে কি এও ছিলো!'

স্বামী সান্ত্বনা বাক্যে বল্‌লেন—'প্রিয়ে, মনে দুঃখ এনো না। এ'ই যথেষ্ট। পাঁচ জনে তা' ভাগ ক'রে খাবো। সত্বর রেঁধে নাও, ক্ষুধায় বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

তাড়াতাড়ি গৃহিণী রন্ধন কর্‌লেন। অন্ন পাঁচ ভাগ ক'রে এক অংশ প্রথম স্বামীকে দিলেন। তিনি তখনই খেতে বস্‌লেন। ঠিক এম্‌নি সময়েই ভিক্ষার্থী এক 'পচ্চেক বুদ্ধ' এলেন গৃহদ্বারে। তিনি সপ্তাহ কাল 'নিরোধ সমাপত্তি' ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সাত দিন যাবৎ তিনি অনশন। ধ্যান ভঙ্গের পর অনুভব কর্‌লেন তীব্র ক্ষুধা। 'কোন্ সজ্জনের নিকট গমন মাত্র ভিক্ষা লাভ হবে' তা' তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন

কর্‌লেন। দেখ্‌তে পেলেন, এই ভাগ্যবান গৃহস্বামীকে। সেক্ষণেই তিনি গগন-পথে চলে এলেন তাঁর গৃহদ্বারে।

যাঁর অদৃষ্ট হয় সুপ্রসন্ন, তাঁর সম্মুখেই স্বয়ং উপস্থিত হন, এমন তৃষ্ণামুক্ত মহামানব। গৃহপতির আজ বড়োই শুভদিন। শুভক্ষণেই দর্শন পেলেন পচ্চেক বুদ্ধের। প্রশমগুণ-মণ্ডিত শুদ্ধাত্মা পুণ্য-পুরুষের প্রভাব অচিন্তনীয়। তাঁদের দর্শনও মহাপুণ্য, আশীর্বাদও অব্যর্থ। তাঁরাই দানের যোগ্য পাত্র। এমন পুণ্য-ক্ষেত্র জগতে বড়োই দুর্লভ।

জ্ঞানবান গৃহস্বামী সম্মুখে সাম্য-প্রসন্ন, জ্যোতির্ময় বুদ্ধকে দর্শনে আনন্দে হলেন আত্মহারা। ভুলে গেলেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা। উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—'আজ আমার কী শুভদিন! আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন পুণ্য-পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হলো। এ পুণ্য-ক্ষেত্রে দান কর্‌বো, আমার অংশের সমস্ত অন্ন। অনাহারে যদি মৃত্যু হয়, তাও শ্রেয়ঃ। এ মৃত্যু এনে দেবে অফুরন্ত সুখ, অনাবিল শান্তি। এর তুলনায় এ মৃত্যু অতি তুচ্ছ।'

তখন প্রীতি-তরঙ্গে তাঁকে নাচায়ে তুল্‌লো। প্রসন্ন-হাস্যে অন্ন-থালা হাতে নিয়ে উপনীত হলেন তিনি শান্তির দূত পচ্চেক বুদ্ধের সম্মুখে। সগৌরবে সমস্ত অন্ন ঢেলে দিলেন তাঁর ভিক্ষা-পাত্রে। বন্দনান্তে যুক্তকরে প্রার্থনা কর্‌লেন—'প্রভো, এ দান-পুণ্যের প্রভাবে ভবিষ্যৎ জন্মে এরূপ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন যেন না হই এবং ক্ষুধাতুর হয়েও যেন কষ্ট না পাই। আমি এমন সমর্থবান হই, যেন সমগ্র জম্বুদ্বীপবাসীকে ধান্য ও অন্ন বিতরণ কর্‌তে পারি। ন্যূনকল্পে আমার সাড়ে তেরশত ধান্যাগার যেন ধান্যে পূর্ণ থাকে। আমি মস্তক ধৌত ক'রে ধান্যাগারের সম্মুখে দাঁড়ায়ে আকাশের দিকে যখন নিরীক্ষণ কর্‌বো, তখনই যেন অন্তরীক্ষ থেকে রক্তবর্ণ শালি ধান্যের ধারা প'ড়ে ধান্যাগার সমূহ পরিপূর্ণ হয়। বর্তমানের এই পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দাস যেন জন্মান্তরেও লাভ করি।' এ ব'লে তিনি লৌকিকসম্পদ প্রার্থনা করার পর লোকোত্তর সম্পদ কামনা কর্‌লেন—

'চিরশান্তি লভি যেন এই আকিঞ্চন,
ছিন্ন করি যেন প্রভো, ভবের বন্ধন।'

ক্ষুধাতুর গৃহকর্তার এবম্বিধ কার্য্য-কলাপ দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন তাঁর স্ত্রী ও পরিজনবর্গ। তাঁর উদারতা, পুণ্য-চেতনা ও আনন্দোৎফুল্ল ভাব দেখে তাঁদের অন্তরেও জেগে উঠ্‌লো বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা। ভুলে গেলেন ক্ষুধার কথা। তাঁদেরও দান-চেতনা উৎপন্ন হলো প্রবলতর। সকলেই সঙ্কল্প-বদ্ধ হলেন—বুদ্ধকে দান কর্‌বেন।

পুণ্যাত্মা গৃহপতির পুণ্যচেতাঃ পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ, ও দাস এ চারজনও তাঁদের স্বীয় স্বীয় অংশের সমস্ত অন্ন এনে বুদ্ধের পাত্রে ঢেলে দিলেন এবং প্রত্যেকেই প্রার্থনা কর্‌লেন স্বকীয় চিত্তানুরূপ—

গৃহপতির স্ত্রী প্রার্থনা কর্‌লেন—‘প্রভো, এ দান-পুণ্যের প্রভাবে জন্ম-জন্মান্তরে যেন দেখ্‌তে না হয় এরূপ ছুর্ভিক্ষ। আমি যেন জগদ্বাসীকে অন্ন দান কর্‌তে পারি। অন্ন-পাত্র থেকে অন্ন যতোই দান করি না কেন, অন্নের ঊনতা যেন পরিদৃষ্ট না হয়। পাত্র যেন সর্বদা পরিপূর্ণ ই থাকে।’

পুত্র—প্রভো, এ দান-পুণ্যের প্রভাবে জন্মান্তরে যেন এরূপ ছুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে না হয়। আমি যেন প্রভূত ধনের অধিকারী হই। সহস্র মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া থেকে নিরন্তর দান কর্‌লেও মুদ্রা যেন হ্রাস না হয়, পরিপূর্ণ ই থাকে।

পুত্রবধূ—প্রভো, আমি যেন সমগ্র পৃথিবীবাসীকে দান কর্‌তে পারি ধান্য আর চাউল। ধান্য বা চাউলপূর্ণ টুক্‌রী থেকে যতোই দান করি না কেন, কম্‌তি না হয় যেন। ভবিষ্যৎ জন্মেও যেন এই শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীকেই লাভ করি।

দাস—আমি হল্ কর্ষণের সময় এক ভাঁউরী কর্ষণ করলে যেন সাত ভাঁউরীতে পরিণত হয়।

পচ্চেক বুদ্ধ আশীর্বাদ করলেন—

‘পূর্ণ শশধর আর মণি-রশ্মি সম,
সবার প্রার্থনা পূর্ণ হোক্ অনুপম।’

দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মফল

দানবীর-পত্নী আনন্দময় দানের আনন্দোপভোগ কর্‌তে কর্‌তে ফিরে এলেন রন্ধন-শালায়। এসে যা’ দেখ্‌লেন, অভিভূত হয়ে পড়লেন অসীম-বিস্ময়ে ও আনন্দে। আনন্দাতিশয্যে স্বামীকে ডেকে বল্‌লেন—‘ওগো! দেখে যাও, দেখে যাও, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার!’

গৃহপতি দ্রুত এসে পড়্‌লেন তথায়। পত্নী দেখালেন অন্ন-পাত্র। প্রসন্ন-হাস্যে বল্‌লেন—‘দেখো, দেখো, পাতিল দেখো অন্নে ভরে রয়েছে; জীবনে তো কখনও দেখিনি এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার!’

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ গৃহস্বামী বুঝ্‌লেন এর গূঢ়তত্ত্ব। বল্‌লেন তিনি সহাস্যে—‘প্রিয়ে, আশ্চর্য্য বৈ কি! বুদ্ধের বিষয় সবই আশ্চর্য্যজনক, সবই চিন্তার অতীত! এ হলো ভদ্রে, আমাদের দান-পুণ্যের অচিন্তনীয় পুরস্কার। দেখো, আজ আম্‌রা কতো বড়ো পুণ্য-জনক কাজ করেছি। সাথে সাথেই ফল্‌লো তার ফল! একেই বলা হয়—‘দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম ফল’। কর্ম-শক্তি অভাবনীয় ঋদ্ধি-শক্তির মতো। মনে হয়, ইনি নিরোধ-সমাপত্তি ধ্যান থেকেই উঠে এসেছেন, তাই দানের ফল ফল্‌লো তৎক্ষণাৎ। সে প্রভাবেই উৎপন্ন হয়েছে এমন দুর্লভ অন্ন! ভদ্রে, এসব কথা পরেও শুন্‌তে পাবে; এখন কিন্তু, ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। ক্ষুধার উপশম করাই আশু কর্তব্য। আমাকেও দাও, একসাথে তোম্‌রাও খেয়ে নাও।’

গৃহিণী সোল্লাসে থালায় অন্ন পরিবেষণে তৎপর হলেন। যতো লয় অন্ন—ততো হয়। ‘এ আবার কি, অন্নের কম্‌তি তো

মোটেই দেখা যাচ্ছে না!' আশ্চর্য্য হয়ে চিন্তা করলেন গৃহিণী। বিস্ময় কণ্ঠে ডেকে বল্‌লেন স্বামীকে—'ওগো! দেখে যাও, এ আবার কি চমৎকার ব্যাপার! অফুরন্তের ভাণ্ড যে ফুরাতে চায় না!'

স্বামী এসে প্রসন্ন-হাস্যে বল্‌লেন—'অলো! এ যে পুণ্যের ভাণ্ড! এ অফুরন্তের ভাণ্ড আমাদের সারা জীবনেও ফুরোবে না। সারা সংসারের লোককে বিতরণ কর্‌লেও ফুরোবে না এ অন্ন! সবে মিলে দান করেছি মাত্র একপোয়া চালের অন্ন, কিন্তু তার ফল ফল্‌ছে অপরিসীম! কেবল এ জন্মে নয় প্রিয়ে! অনন্ত জন্মেও পারবো না তা' শেষ কর্‌তে! দান করো লক্ষ্মি, মনানন্দে ক্ষুধাতুর জনগণকে। দুর্ভিক্ষের করাল-গ্রাস থেকে উদ্ধার করো দেশমাতৃকার সন্তানদের। স্নেহময়ীর স্নেহ-হস্তে মুছে দাও ক্ষুধিতের গ্লানি। নিনাদিত করো অভয়-দুন্দুভি, দূর হোক্ ত্রাসিতের সন্ত্রাস, নিরাশায় হোক্ আশার সঞ্চার।'

* * * *

পুণ্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিতা করুণাময়ী নারী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অন্ন বিতরণ কর্‌ছেন সানন্দে। তবুও ঊনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না পাত্রপূর্ণ অন্নের। চিরোষ্ণ সে অন্ন, সদ্য পাককরা অন্নের মতো। মুক্ত-পুরুষের সংস্পর্শে মানুষ ধন্য হয়। অলৌকিক শক্তিও হয়ে থাকে তাঁদের ইচ্ছায়ত্ত।

দীর্ঘদিন পরে করালী প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ কর্‌লো। জ্বালাময় মন্বন্তরের হলো যবনিকাপাত। বাদল-ধারায় স্নাত-প্লাবিত হলো ধরা-বক্ষ। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা হলো বসুন্ধরা। অচল হলো সচল। দুর্দিনের হলো অবসান। আবার পূর্ণ হলো ধনপতির ধন-ভাণ্ডার। এই পুণ্যবান সুজনই কালে মহাশ্রেষ্ঠী মেণ্ডকরূপে জন্ম নিয়েছিলেন।

১। দান হয় প্রাণীদের শান্তির নিদান,
দান হয় স্বরগের প্রশস্ত সোপান।
২। দানে ধর্ম, দানে সুখ, দানে মোক্ষ সব,
নিধিকুম্ভ কল্পতরু আশ্চর্য্য বিভব।
৩। অফুরন্ত ধনভাণ্ড লভে চমৎকার,
অতীব আশ্চর্য্য যাহা সংসার মাঝার।
৪। মেণ্ডকের চমৎকারী সুখের নিদান,
অবাক করিল তাঁর পুণ্য-অবদান।

(ধর্মপদার্থকথায় মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী)

বিশাখার জন্ম

পুণ্যবান যাঁরা তাঁদের জন্যই সৃষ্টি হয় জগতের সকল প্রকার সুখ ও শান্তি। পুণ্যই সুখের উৎস। মেণ্ডকের অফুরন্ত সুখৈশ্বর্য্যের মূলেও রয়েছে অজেয় পুণ্যশক্তি। মগধ রাজ্যের ভদ্রিয় নগরে মেণ্ডকের জন্ম হয়। অপার দৌলৎ সঙ্গে নিয়েই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। অতীত জন্মের কর্ম-নিবন্ধন প্রার্থনা-

স্বরূপই লাভ করেছিলেন তিনি সেই পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দাস। যাঁরা এক সঙ্গেই পচ্চেক বুদ্ধকে দান দিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন।

সৌভাগ্যবান মেণ্ডকের সৌভাগ্যবতী পত্নীর নাম—'চন্দ্রপদ্মা'। এই চন্দ্রপদ্মা নাম লাভের পেছনে রয়েছে, মহান্ পুণ্যের প্রতিভা। উক্ত আছে—এই পুণ্যময়ী নারী অতীত জন্মে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘকে প্রবল শ্রদ্ধা ও পুণ্য-চেতনায় উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দান দিয়েছিলেন। ভক্তি-বিনম্র বাম হস্তে গ্রহণ করেছিলেন খাদ্য-ভোজ্যের পাত্র এবং দক্ষিণ হস্তে চামচ্ নিয়ে পরিবেষণ করেছিলেন প্রচুর দানীয় সামগ্রী। এতেই তাঁর উভয় হস্ত হয়েছিলো পুণ্যময়। তাই তাঁর পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপ, পুণ্য-বিজড়িত বাম হস্ততল সুন্দর ও সমুজ্জ্বল স্বয়ংজাত পদ্ম-লক্ষণ এবং দক্ষিণ হস্ততল অপূর্ব চন্দ্র-লক্ষণ বিমণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিলো।

তাঁর আর একটা পুণ্যকর্ম হলো—স্বহস্তে পানীয় জল ছেঁকে জল-পাত্র হস্তে নিয়ে ভদ্র, নম্র ও কোমল পদবিক্ষেপে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘ প্রত্যেকের নিকট যেয়ে সশ্রদ্ধ অন্তরে জল দান করেছিলেন। এ মহান্ পুণ্যের প্রভাবেই সমগ্র দক্ষিণ পদতল চন্দ্র-লক্ষণ ও বাম পদতল পদ্ম-লক্ষণে সুশোভিত হয়েছিলো। চন্দ্র ও পদ্ম লক্ষণে বিমণ্ডিত দেখেই মাতা-পিতা তাঁর নামকরণ করেছিলেন—'চন্দ্রপদ্মা'। *

---

* ধর্ম পদার্থকথায় মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর কাহিনী।

ধনকুবের মেণ্ডকের পুত্রের নাম—ধনঞ্জয় এবং পুত্রবধূর নাম—সুমনা দেবী। সুমনা দেবীর পুণ্যময় গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন সর্ব সুলক্ষণা পুণ্যশ্লোকা বিশাখা। এই পুণ্যময়ী নারী রূপে যেমন অতুলনীয়া, গুণেও তেমন অদ্বিতীয়া। এ অপরূপ মেয়েটি দেবলোকের দেবৈশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে নেমে এলেন মহামানব-বাঞ্ছিত মর্তে। মর্ত্যলোকই মুক্তি-কামীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র।

এই পুণ্য-বিভূতি বিমণ্ডিত দেবকন্যা যখন সুমনা দেবীর পুণ্যগর্ভে জন্ম নিলেন, তাঁর সহচরী পঞ্চশত দেববালাও জন্ম নিলেন তাঁর আশে-পাশে একক্ষণেই। যথাসময়ে মহাশ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ সুপ্রসব করলেন এক জ্যোতির্ময়ী কন্যারত্ন। সে দিনই সেই পঞ্চশত মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলো মগধের পাঁচশত ঘর আলোকিত ক'রে।

পুণ্য-লক্ষণ লাঞ্ছিত সদ্যোজাত অপরূপ পৌত্রীকে সন্দর্শন ক'রে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর কী যে আনন্দ, তা' অনির্বচনীয়। হর্ষোৎফুল্ল হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে পৌত্রীকে হাতে নিয়ে তিনি নাচ্‌তে লাগ্‌লেন এবং দেখাতে লাগ্‌লেন সকলকে। আনন্দোচ্ছ্বাসে পৌত্রীর যুথিকা-শুভ্র গণ্ডপ্রদেশে পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত করতে লাগ্‌লেন স্নেহ-চুম্বন। আনন্দাতিশয্যে অনুচরগণকে আদেশ কর্‌লেন—'ওহে তোম্‌রা গিয়ে দেখো, মগধ রাজ্যে আজ যত-গুলি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সবগুলিই নিয়ে এসো আমার ঘরে; তারাও পালিত হবে আমার পৌত্রীর মতো। বড় হলে তারা পরিবেষ্টন ক'রে থাক্‌বে আমার পৌত্রীকে। সকলের সঙ্গে

ক্রীড়া-কৌতুকে মনানন্দে থাক্‌বে আমার প্রীতি দায়িনী পৌত্রী।’

কর্তার আদেশ পেয়েই দিকে দিকে ছুট্‌লো বহু লোক। অন্বেষণ ক’রে প্রাপ্ত হলো সদ্যোজাত সেই পঞ্চশত কন্যা। তারা সমস্তই নিয়ে এলো মহাশ্রেষ্ঠীর ভবনে। শ্রেষ্ঠীপ্রবরের তত্ত্বাবধানে পরম যত্নে পালিত ও সংবর্দ্ধিত হতে লাগ্‌লো সে সব মেয়ে। পৌত্রীর নামকরণ দিবসে মহাশ্রেষ্ঠী সানন্দে দান কর্‌লেন প্রচুর অন্ন, বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্য। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীও সহস্র মুদ্রাপূর্ণ চারুশিল্প চিত্রিত থলিয়া হাতে নিয়ে দীন-দরিদ্রকে দান কর্‌লেন অজস্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, এতো দান করা সত্ত্বেও থলিয়ার মুদ্রা হ্রাস হলো না। ইহা পুণ্যপ্রভাবে স্বয়ং-জাত ঋদ্ধিশক্তি। পুণ্যের পুরস্কার এরূপই! অব্যর্থ হলো পচ্চেক বুদ্ধের আশীর্বাদ। দানকার্য্যের অবসানে সর্বসম্মতিক্রমে সাড়ম্বরে মহাশ্রেষ্ঠী পৌত্রীর নামকরণ কর্‌লেন—‘বিশাখা’।

সহচরীদের নিয়ে বিশাখার দিন সুখেই অতিবাহিত হচ্ছে। সখীরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও মমতা-বন্ধনে আবদ্ধ হতে লাগ্‌লো। বিশাখাও তাদেরকে দেখ্‌তেন প্রীতি-নেত্রে এবং বিমুগ্ধ ক’রে রাখ্‌তেন ভালোবাসার অজেয় মোহিনী শক্তিতে। তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির নিকট সকলেই হার মান্‌তো। ক্রীড়াকৌতুকেও পরাজয় কর্‌তেন সকলকে। দিনের পর দিন বিশাখার প্রতিভা বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌লো। তাঁর বিচক্ষণতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কার্য্য-কলাপ দর্শনে সখীরা বিস্ময়ে হয়ে যেতো হতবাক্।

ধনীর দুলালী পুণ্যময়ী বিশাখা পরম সুখের মধ্য দিয়ে এখন উপনীত হয়েছেন সপ্তম বর্ষে। তাঁর কোমল ও বিনীত স্বভাব, বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর, কর্ণসুখকর সুমধুর বাণী, পুণ্য-লক্ষণ মণ্ডিত সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়ন-মোহন রূপমাধুরী দর্শকের প্রাণে অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি কর্‌তো। পঞ্চশত সখীসহ বিশাখা নিশ্চিন্ত বাল্য-জীবন মনের সুখে হেসে-খেলে অতিবাহিত কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পুণ্য-ঋদ্ধির চাক্ষুষ প্রমাণ

মগধরাজ বিম্বিসারের শ্রুতি গোচর হলো, মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী প্রমুখ পরিজনবর্গের স্বয়ংজাত ঋদ্ধি-শক্তির অপূর্ব কথা। শুনে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হলেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে হলেন সংশয়াপন্ন। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত, এতে পূর্ণ-বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে তাঁর অন্তরে কেমন বাধে। তাই তিনি প্রধান সচিবকে আদেশ করলেন—‘অমাত্যপ্রবর, মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী ও তাঁর পরিজনবর্গের যা’ ঋদ্ধিশক্তির কথা শুন্‌ছি, তা’ কদ্দূর সত্য, আপ্‌নি গিয়ে একবার দেখে আসুন। আপ্‌নি স্বচক্ষে যা’ দেখ্‌বেন, আমি তা’ নিজ চোখে দেখার মতো নিঃসন্দেহ হবো।’

নৃপতি কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে প্রধান মন্ত্রী চতুরঙ্গিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে ভদ্রিয় নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন। অনুক্রমে তিনি মহাশ্রেষ্ঠীর বাসভবনে উপনীত হয়ে তাঁকে বল্‌লেন—‘শ্রেষ্ঠীপ্রবর, মগধরাজ শুনেছেন, আপ্‌নি ও আপ্‌নার পরিবারস্থ

সকলেই ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন। তা' আমি স্বচক্ষে দেখে যাবার জন্যই রাজা আদেশ করেছেন। সুতরাং আপ্‌নাদের ঋদ্ধি-প্রভাব আম্‌রা দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।'

প্রধান সচিবের মুখে রাজার মনোভাব জ্ঞাত হয়ে শ্রেষ্ঠী সন্তুষ্ট হলেন। তিনি ধান্যাগার পরিষ্কার করালেন এবং স্বীয় মস্তক ধৌত ক'রে ধান্যাগারের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে আকাশের দিকে অবলোকন করা মাত্রই অন্তরীক্ষ থেকে রক্তিমবর্ণ শালি ধান্যের ধারা পতিত হয়ে ধান্যাগার পূর্ণ হলো। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হলেন অমাত্যপ্রমুখ দর্শকবৃন্দ।

তৎপর মন্ত্রী বল্‌লেন—'মহাশ্রেষ্ঠিন্, আপ্‌নার গুণমহিমা দর্শনে সুখী হলাম। এখন আপ্‌নার স্ত্রীর ঋদ্ধিপ্রভাব দেখ্‌তে চাই।'

শ্রেষ্ঠি পত্নীকে আদেশ করলেন -'ভদ্রে, তা'হলে তুমি অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেষণ করো চতুরঙ্গিণী সৈন্যকে।'

শ্রেষ্ঠীপত্নী এক পাত্র (পাতিল) অন্ন ও একমাত্র ব্যঞ্জন-ভাজন নিয়ে বস্‌লেন। অতঃপর চন্দ্রপদ্মা দেবী পুণ্যময় হস্তে সৈন্যগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেষণ করতে লাগ্‌লেন। সমস্ত সৈন্যকে পরিবেষণ করা হলো, কিন্তু পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জনের উনতা পরিদৃষ্ট হলো না। যতক্ষণ তিনি আসন থেকে উঠ্‌লেন না, ততক্ষণই পাত্র পূর্ণ র'লো।

'এখন আপ্‌নার পুত্রের ঋদ্ধিশক্তি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি' মন্ত্রী বল্‌লেন।

মহাশ্রেষ্ঠী পুত্রকে আদেশ করলেন—'তুমি সৈন্যগণকে ছ' মাসের বেতন দাও।'

তখন শ্রেষ্ঠীতনয় ধনঞ্জয় সহস্র মুদ্রা-পূর্ণ এক স্থবিকা হস্তে নিয়ে সৈন্যদের ছ' মাসের বেতন দিলেন। তবুও স্থবিকা রইলো মুদ্রা-পূর্ণ।

তৎপর শ্রেষ্ঠীর আদেশে পুত্রবধূ সুমনা দেবী চাউল পূর্ণ এক ভাণ্ড নিয়ে বস্‌লেন। সৈন্যদের ছ' মাসের পরিমিত চাউল প্রদত্ত হলেও, তবুও ভাণ্ড রইলো চাউল পূর্ণ।

পরিশেষে অমাত্য দেখ্‌তে ইচ্ছা করলেন দাসের ঋদ্ধি প্রভাব। শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন—'তা' হলে, ক্ষেত্রে যেতে হবে।' অনেক গৌণ হবে মনে ক'রে 'নিষ্প্রয়োজন' ব'লে মন্ত্রী সসৈন্যে রাজগৃহেই চলে গেলেন। রাজা বিম্বিসারকে তিনি দৃষ্ট-বিষয়ের যথাযথ বিবৃতি দিলেন। শুনে, রাজা ও পরিষদবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। *

(বিনয় মহাবর্গে ভৈষজ্য স্কন্ধ)

---

* 'এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পুঞ্ঞ্‌ঞ সম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কত পুঞ্ঞঞতং।'

দান, শীল, সংযম ও চিত্তদমনাদি পুণ্য-সম্পদ মহাঋদ্ধি সম্পন্ন। জগতে যা' একান্ত দুর্লভ, মহিমামণ্ডিত পুণ্য-প্রভাবে, তাও হয় সুলভ। পূর্ব জন্মের কৃতপুণ্যবান ব্যক্তিই ঈদৃশ পুণ্য-ঋদ্ধির অধিকারী হন্। ঋদ্ধিমানের ঋদ্ধিশক্তির মতো বিস্ময়কর অলৌকিকত্বের সৃজনীশক্তি বিদ্যমান রয়েছে এই পুণ্য-ঋদ্ধিতে। তাই মহাজ্ঞানী বুদ্ধগণও কৃতপুণ্যবানকে প্রশংসা ক'রে থাকেন। (নিধিকণ্ড সূত্র)

প্রথম বুদ্ধ দর্শন

এম্‌নি সময়ে ভগবান শাক্যমুনি সশিষ্যে পদার্পণ কর্‌লেন মগধরাজ্যে। মগধে তাঁর এই প্রথম আগমন। সম্বুদ্ধের অলোকসামান্য প্রভাব দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন মগধবাসী। মহামানব তাঁর পীযূষবর্ষিণী-বাণী প্রচার করতে লাগ্‌লেন গ্রামে-নগরে সর্বত্র। অমৃত-ধর্মের প্রাণারাম শীতল-স্পর্শে সন্তপ্তের অন্তর হলো শান্ত-তৃপ্ত। অনুক্রমে তথাগত ভদ্রিয় নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন। এ শুভ সংবাদ শুনে আনন্দে অধীর হলেন পুণ্য-সংস্কার বিমণ্ডিত মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী। তিনি গৌরব অন্তরে চিন্তা করলেন—'অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ জগতে বড়োই দুর্লভ। এমন বিশুদ্ধাত্মা মহামানবকে সসম্মানে আগু বাড়ায়ে আনতে হবে।' এ মনে ক'রে তিনি এক মহতী শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন। বিশাখাও সানন্দে সখীদের নিয়ে শোভাযাত্রার শোভা বর্ধন করলেন। বিশাখা তখন সপ্তম বর্ষীয়া, সখীরাও তাই। অপরূপ তাদের বেশভূষণ। প্রত্যেকের মস্তকে এক একটা মঙ্গলঘট। সর্বাগ্রে বিশাখা, তারপর সখীগণ; এরপর বয়স্কেরা ধ্বজা-পতাকা হস্তে সুশৃঙ্খলায় অগ্রসর হচ্ছে।

এম্‌নি সময়ে বুদ্ধমত-বিরোধী সন্ন্যাসীরা এসে মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীকে পরিবেষ্টন ক'রে স্থিত হলো। তারা বিমর্ষমুখে বল্‌লো—'শ্রেষ্ঠিপ্রবর, আপ্‌নি ক্রিয়াবাদী, অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের নিকট যাবেন না।' এরূপ বাক্যে তারা পুনঃ পুনঃ বারণ করতে লাগ্‌লো। কিন্তু, তিনি তাদের কথা না শুনেই চলে গেলেন।

শোভাযাত্রা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তথাগতের সম্মুখীন হলো। জ্যোতির্ময় পুণ্যপুরুষ সম্বুদ্ধের দর্শন পেয়ে মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীপ্রমুখ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। সকলেই ভক্তি-নতশিরে সুগতের পুণ্য-লাঞ্ছিত পদারবিন্দে বন্দনা করলেন।

সপ্তবর্ষীয়া ছোট বালিকা বিশাখার তখন কি অবস্থা ? তিনি তখন অনিমেষ বিস্ময়-নেত্রে আশ্চর্য্য পুরুষ বুদ্ধের আপাদ-মস্তক পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করতে লাগ্‌লেন। বত্রিশ মহাপুরুষ-লক্ষণ, অশীতি অনুব্যঞ্জন, অপরূপ ষড়রশ্মি, অচিন্তনীয় স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল প্রভাবশ্রী যতোই দর্শন করেন, ততোই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর হৃদ্-সমুদ্রে উছলিয়ে উঠ্‌লো অনির্বচনীয় প্রীতি-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। মনে হলো যেন লব্ধ হয়েছে তাঁর সু-চিরকালের বাঞ্ছিত-রত্ন। ফল-পুষ্পে যেন সুশোভিত হয়েছে আশাতরু। এবার সাধনা সিদ্ধ হবে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে কামনা-বাসনা। যেন সেই মোহনসুরই বেজে উঠেছে মনোমন্দিরে। চিত্ত হলো ভাবাকুলিত, তিনি যেন ইহ জগতে নেই, কোথাও যেন উধাও হয়ে গেছে তাঁর মন-প্রাণ!

* * *

সশিষ্য বুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে জনসংঘ বিহারে উপস্থিত হলেন। সজ্জিত আসনে ভগবান উপবিষ্ট হলে, বন্দনার পর সকলেই একান্তে উপবেশন করলেন। মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীপ্রমুখ সকলের

[illegible]

বুদ্ধ বল্‌লেন—'মহাশ্রেষ্ঠিন্‌, মানুষ সহজেই পরের দোষ দেখ্‌তে পায় এবং অন্যের দোষ অন্বেষণ করতেও বড়ো আনন্দ পায়। তাই অপরের সামান্য দোষ দেখ্‌লেও, তাও সর্বত্র প্রচার ক'রে বেড়ায়। কিন্তু, নিজের দোষ সকল সময় গোপন করেই রাখে। ধূর্ত ব্যাধ যেমন নিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ হলে, সে কথা গোপন রাখে, শঠ্‌ লোকেরাও তেমন নিজের দোষ গোপন রেখে পরের দোষই কেবল প্রচার করে।'

তথাগতের এ দেশনা জনসংঘের সার্থকে পরিণত হলো। মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীর একান্ত অনুরোধে ভগবান সেদিন থেকে আট মাস ভদ্রিয় নগরে অবস্থান করেছিলেন।

(ধর্মপদার্থ কথায় মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী)

কোশলে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী

কোশলাধিপতি প্রসেনজিত ছিলেন তদানীন্তন পরাক্রান্ত রাজাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন অতি যশঃ-গৌরবে বিমণ্ডিত। তাঁর পরম সৌভাগ্য যে, ভগবান গৌতমবুদ্ধ পঞ্চবিংশতি বৎসর * অবস্থান করেছিলেন তাঁর রাজধানী শ্রাবস্তীতে। তাই তাঁর রাজ্য হয়েছে পুণ্যতীর্থে পরিণত। সুতরাং তিনিও বড়ো পুণ্যবান ও ভাগ্যবান। তা' সত্ত্বেও, তিনি এক বিষয়ে বড়ো অভাব অনুভব করতেন এবং অগৌরবও মনে

---

* জেতবন বিহারে ১৯ বৎসর ও পূর্বারামে ৬ বৎসর।
(ধর্মপদার্থ কথায় চক্ষুপাল স্থবির)

করতেন। তদ্ধেতু তাঁর পুণ্যপূত অন্তর বেদনা-ভারে সতত ভারাক্রান্ত হয়ে থাক্‌তো।

মগধরাজ বিম্বিসারের রাজ্যে অবস্থান করছেন পাঁচ জন মহাভাগ্যবান ধনকুবের। ইহা রাজ্যের গৌরবময় মহাসম্পদ। তজ্জন্য বিম্বিসার নিজকে সমধিক গৌরবান্বিত মনে করতেন। কোশলরাজ্যে কিন্তু, সেরূপ ধনবান একজনও নেই। ইহাই হলো প্রসেনজিতের বড়ো পরিতাপের বিষয়। তাই তিনি সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন, রাজা বিম্বিসারকে অনুরোধ ক'রে পাঁচ জনের যে কোনও এক জনকে নিশ্চয়ই তাঁর রাজ্যে আনবেন। বিম্বিসার ও প্রসেনজিত উভয়ই সম্পর্কে পরস্পর ভগ্নীপতি। তাই তাঁর একান্ত ধারণা, তাঁর অনুরোধ বিম্বিসার কিছুতেই এড়াতে পারবেন না।

একদিন কোশলরাজ সপরিষদ রাজা বিম্বিসারের নিকট উপনীত হলেন। কোশলরাজের আগমনে মগধরাজ আনন্দিত হয়ে মহাসমাদরে রাজোচিত অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তাঁদের পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদি সন্তোষজনক আলাপের পর কোশলরাজের এই শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি, মগধরাজ তা' জানতে চাইলেন।

রাজা প্রসেনজিত আপন মনোভাব ব্যক্ত করার সময় কণ্ঠে রণিত হলো একটু বেদনার সুর। বল্‌লেন তিনি—'মহারাজ, আপ্‌নি বড়ো ভাগ্যবান। আপ্‌নার পরম সৌভাগ্য যে, আপ্‌নার রাজ্যে পাঁচজন মহাপুণ্যবান ধনকুবের অবস্থান করছেন, যাঁদের ঐশ্বর্য্য অপরিসীম। সে সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত। আপ্‌নার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁদের যে কোনো একজনকে আমায় প্রদান করুন। আমার রাজ্যে তাঁকে সসম্মানে অবস্থানের সুযোগ ক'রে দেবো। আপ্‌নি এতে সম্মত হলে, অপার আনন্দ অনুভব করবো আমি। আজ কেবল এ উদ্দেশ্য নিয়েই আপ্‌নার নিকট আমার আগমন। আপ্‌নি কিন্তু, 'না' বল্‌তে পারবেন না। এ অনুগ্রহটা আমাকে করতেই হবে।'

মহারাজ বিম্বিসার চিন্তান্বিত হলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি বল্‌লেন—'মেণ্ডক, জ্যোতিয়, জটিল, পূর্ণ ও কাকবলিয় এ পঞ্চজন অতুল-বিভব ও মহাপরিষদসম্পন্ন। তাঁদের কা'কেও যে স্থানান্তরিত করবো, সে ক্ষমতা আমার নেই। তবে কিন্তু, মেণ্ডকশ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী যদি ইচ্ছা করেন, যেতেও পারেন। এতে আপ্‌নি সন্তুষ্ট হতে পারবেন কি ?'

কোশলরাজ অগত্যা তাতেও সম্মত হলেন। বল্‌লেন—'তাও উত্তম।'

'তা' হলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আপ্‌নাকে বল্‌বো।'

মগধরাজ ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীকে আহ্বান ক'রে কোশলরাজের অভিলাষের কথা ব্যক্ত করলেন এবং তাঁর অভিমত কি, তাও জিজ্ঞাসা করলেন।

ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—'মহারাজ, আপ্‌নি যদি পাঠান, তা'হলে যাবো।'

নৃপতি বল্‌লেন—'কোশলরাজ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আপনি যদি যান, আপনার কোনোও অসুবিধা হবে না। যা'তে আপ্‌নি সগৌরবে অবস্থান করতে পারেন, তার সুবন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। কোশলরাজের অনুরোধ রক্ষা করা প্রয়োজন।'

'আপ্‌নি যদি ভালো মনে করেন, আমার অমত নেই।'

মগধরাজ কোশলরাজকে এ শুভ সংবাদ জানালেন। তিনি আনন্দিত হয়ে অগৌণে ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়ে কোশলাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

দিনমণি অস্তাচলের পশ্চিম পার্শ্বে অন্তর্হিত হলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। কোশলরাজ ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী প্রমুখ সপরিষদ পথ অতিক্রম ক'রে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছেন। শ্রাবস্তী এখনও অনেক দূরে। পথশ্রমে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তখন জনবিরল এক প্রত্যন্ত প্রদেশে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন। রাত্রি-যাপন মানসে কোনও এক জলাশয়ের ধারে তাঁরা তাঁবু ফেল্‌লেন। নৈশ-ভোজনের পর ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী কোশলরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'মহারাজ, এ প্রদেশটি কার?'

রাজা বল্‌লেন—'আমার।'

'এ স্থান থেকে শ্রাবস্তী কদ্দূর ?

'প্রায় শত ক্রোশ।' *

---

* মতান্তরে শত যোজন।

'মহারাজ. নগরাভ্যন্তরে বড়ো ভিড়াভিড়ী। আমি মহাপরিবার সম্পন্ন। এ জনবিরল স্থানই আমার বাসস্থানের পক্ষে উপযুক্ত হবে; আপ্‌নি যদি সম্মত হন।'

কোশলরাজ এ প্রস্তাব উত্তম মনে ক'রে 'তথাস্তু' ব'লে প্রদেশটি ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে প্রদান করলেন।

সাকেত নগরের উৎপত্তি

কোশলরাজ প্রদত্ত স্থানটিকে ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী অচিরে আবাসযোগ্য ক'রে নিলেন। সমগ্র প্রদেশটিকে একটা সুরম্য মহানগরীতে করলেন পরিণত। এ প্রদেশের মধ্যস্থলে নির্মিত হলো শ্রেষ্ঠীর আবাসগৃহ। অতি প্রকাণ্ড চক্‌মিলান প্রাসাদ, চতুর্দিকে প্রশস্ত উঠান, অন্দর মহল্‌, বাহির মহল, পুরোভাগে আম্‌লাদিগের বিশাল বৈঠক-খানা, কর্মচারী ও দাস-দাসীদের আবাসগৃহ, চতুর্পার্শ্বে বহু ছোট-বড়ো প্রাসাদ, ধান্যের গুদাম, চাউলের গুদাম, কাপড়ের গুদাম, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তিশালা, অশ্বশালা, গোশালা, সম্মুখে প্রমোদ সরোবর, প্রমোদ উদ্যান, পশ্চাদ্ভাগে পুরমহিলাদের জন্য সুবৃহৎ পুষ্করিণী, এর চার পাশে বিস্তৃত ফুলের বাগান, বিশাখা সখীদের নিয়ে ক্রীড়া করার প্রকাণ্ড ক্রীড়া গৃহ, ক্রীড়ার মাঠ, গোশকট ও অশ্বশকট রাখার বড়ো বড়ো ঘর, এর বহির্ভাগে চতুর্দিকে বিস্তৃত ময়দান, তারপর সুউচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের বহির্ভাগে চারদিকে চারখানা অন্নসত্র,

বড়ো বড়ো অতিথিশালা, সান্ত্রীদের আবাসগৃহ, তৎপর বহিপ্রাচীর, এর বহির্দেশে আবার বিস্তৃত ময়দান, তারপর পরিচারক, দাস-দাসী, ভৃত্য ও অনুগত প্রজাদের ছোটো ছোটো গ্রাম, চারপাশে প্রশস্ত রাস্তা, স্থানে স্থানে বড়ো বড়ো বাজার, পান্থশালা, সরোবর, পুষ্করিণী, জলের কূপ, আম-জামাদি বিবিধ ফলের বাগান ও মনোরম ফুলের বাগান। একখানা প্রশস্ত সোজা রাস্তা রাজবাড়ীর অভিমুখে চলে গেছে।

এরূপে ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী সেই সুবিশাল প্রদেশ জোড়া নগরখানা এমন সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত করলেন যে, দেখ্‌লে মনে হয়—যেন বিশ্বকর্মা রচিত একখানা সুরম্য নন্দনকানন। ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠীর স্বকীয় পছন্দমতে নগরখানা নির্মিত হয়েছিলো ব'লে এর নাম হলো—'সাকেত নগর।'

গৃহ যাত্রা

নগর নির্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ সমাপ্ত হলে ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী পিতৃসদনে উপনীত হলেন। এক শুভ তিথিতে মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও মহারাজ বিম্বিসারের নিকট বিদায় নিয়ে তিনি সপরিবার স্বীয় জন্মভূমি অঙ্গরাজ্যের * ভদ্রিয় নগর ত্যাগ ক'রে সাকেত নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন। মেণ্ডকশ্রেষ্ঠী পুত্রের সঙ্গে দিলেন বহু সংখ্যক দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী, হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, গো-শকট, অশ্ব-শকট, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা ও মণি-মাণিক্যাদি অগাধ ধন-সম্পত্তি।

ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী মহা জাক্‌-জমকে সাকেত নগরের আপন বাস-ভবনে প্রবেশ করলেন। গৃহ-যাত্রা মাঙ্গলিক দিবস উপলক্ষে দান করলেন প্রচুর অন্ন, বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য। খুলে দিলেন অন্নসত্র। প্রার্থনা পূর্ণ হলো প্রার্থীদের। সকলেই আনন্দ মনে শ্রেষ্ঠীর কল্যাণ কামনা করতে লাগলো। সকল দিক জয়জয়কার হয়ে উঠ্‌লো মহাশ্রেষ্ঠীর পুণ্য-প্রভাবে। দৈনন্দিন তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো অসাধারণ। পুণ্যের চিহ্ন স্বরূপ শ্রেষ্ঠীপ্রবর অচিরে অফুরন্ত ধনের অধিকারী হলেন। তাঁর ঐশ্বর্য্যলীলা লোকনয়নে বিস্ময় ফুটে উঠ্‌লো। ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জয় ক'রে বজায় রাখ্‌লেন তিনি 'ধনঞ্জয়' নামের সার্থকতা।

এই অতুল ঐশ্বর্য্য কিন্তু, তাঁকে আত্মসাৎ করতে পারে নি। ধন-গরবে গরবী না হয়ে, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মহত্ত্বের গৌরবেই গরীয়ান্ হলেন তিনি। ধনের প্রয়োজনে তিনি নন্, তাঁর

---

* অঙ্গরাজ্য অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থোক্ত ষোড়শ মহাজন পদের অন্তর্গত। এর রাজধানী চম্পানগর। মহাকাব্যানুসারে ইহা বর্তমান ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলার অন্তর্গত এবং উত্তরে কোসী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগলপুরের নিকটবর্তী চম্পাপুর ও চম্পানগর নামক দু'টি গ্রামকে চম্পার বর্তমান অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অঙ্গরাজ্য মগধরাজ বিম্বিসারের অধিকারভুক্ত ও মগধের অন্তর্গত ব'লে এ' পুস্তিকায় এ কে মগধ আখ্যাই দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনেই ধন। তাই তিনি ধন-ত্যাগের মাধ্যমে নিজকে প্রতিষ্ঠাপিত করতে চান উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে। তিনি জানেন, ত্যাগের মহিমা অপূর্ব। ত্যাগের মহাশক্তির নিকট দুর্দান্ত লোভ ও মাৎসর্য্যের হয় শোচনীয় পরাজয়। ত্যাগেই বিদূরিত করে, চিত্তের সঙ্কোচতা, নীচতা, হীনতা ও দীনতা। ত্যাগই ভব-দুঃখ ত্রাণের প্রকৃষ্ট পন্থা। তাই ধনঞ্জয়শ্রেষ্ঠী অগাধ-ধনের অধিকারী হয়েও ঐশ্বর্য্য-মদে তিনি আত্মসম্বিৎ হারায়ে ফেলেন নি। অহঙ্কার তাঁর ঐশ্বর্য্যকে কলঙ্কিত করতে পারে নি। অপিচ বিনয়ে শোভিত হলো তাঁর অতুল বিভব। ত্যাগেই দয়া-দাক্ষিণ্য ও করুণার পুষ্টি সাধন করে। তাই দীন-দুঃখীর প্রতি তাঁর অপার দয়া। প্রত্যহ হাজার হাজার দীন-দরিদ্রকে তাঁর অন্নসত্র থেকে অন্ন, ধন-ভাণ্ডার থেকে ধন ও বস্ত্র ভাণ্ডার থেকে বস্ত্র বিতরণ করতেন।

মহাশ্রেষ্ঠী তাঁর প্রাণ-প্রতিম কন্যা বিশাখার দ্বারাই দান করায়ে আনন্দ পেতেন, তৃপ্ত হতেন। মেয়ের নিপুণতার পরিচয় পেয়ে অন্নসত্র পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার তাঁর হস্তেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। করুণাময়ী বিশাখা দরিদ্রের দারিদ্র্য ও পীড়িতের দুঃখ মোচন করতে লাগ্‌লেন সযত্নে। তাঁর স্নেহময় হস্তের সেবা, মধুর স্নেহ-সম্ভাষণ ও প্রিয়ালাপ সকলকেই মুগ্ধ করলো। দুঃখিতের সন্তপ্ত অন্তর হলো তৃপ্ত-সন্তুষ্ট।

স্রোতাপন্না বিশাখার স্বরূপ

পুণ্যশ্লোকা বিশাখা সপ্তম বৎসর বয়সে স্রোতাপন্না হয়েছেন। সত্য-সুন্দর নির্বাণ অভিমুখী হয়েছে তাঁর সুতীব্র গতিবেগ। যাত্রী হয়েছেন লোকোত্তর পথের। নিশ্চিত, নিয়ত ও বশীকৃত হয়েছে তাঁর গতি। রুদ্ধ হয়েছে চার অপায় দ্বার। সমুচ্ছেদ হয়েছে সৎকায় দৃষ্টি (আমিত্ব ভাব), সংশয় ও মিথ্যা শীল-ব্রতের মিথ্যা-মোহ। স্রোতাপন্নের স্বভাব-সুলভ অসীম আনন্দ, অফুরন্ত প্রীতি ও অচলা শ্রদ্ধায় হয়েছে অন্তর পরিপূর্ণ। শীল হয়েছে পুণ্যতীর্থ ও অন্তর্জগতের দীপ্তোজ্জ্বল আলোকমালা। ত্রিরত্নের প্রতি অপরিসীম মমতা এবং প্রিয় হতেও প্রিয়তম তাঁর বুদ্ধদর্শন, ধর্মশ্রবণ ও ধর্মাচরণ।

মাতৃহৃদয়ের মতো হৃদয় হয়েছে তাঁর বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের প্রতি। প্রত্যহ পঞ্চশত ভিক্ষুকে স্বহস্তে আহার্য্য দান করেন তিনি মায়ের মতো। স্বভাবতঃই তাঁর চিত্ত ত্যাগপ্রবণ; ত্যাগের মাধ্যমেই উপভোগ করেন তিনি অনুপম আনন্দ। দিগ্‌-যন্ত্রের কাঁটার মতো যেই স্রোতাপন্নাবস্থার একমাত্র লক্ষ্যস্থল অনুত্তর-অচ্যুতপদ, তারই ছোঁয়াছে তাঁর চিত্তে স্বতঃই জেগে উঠে নিবৃত্তির উদগ্র কামনা।

বিশাখা সম্বুদ্ধকে যে চিত্তে গ্রহণ করেছেন, সে চিত্তের ভাব বড়ো গভীর, বড়ো উদার, বড়ো পবিত্র, অতি মহৎ, অতি শ্রেষ্ঠ, অতি সমুজ্জ্বল, অপূর্ব, অনুপম, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয়।

বিশাখা ছিলেন বুদ্ধের একাধারে কন্যা*, মাতৃরূপিণী, প্রধান দায়িকা, সেবিকা ও উপাসিকা। তাঁর প্রতি অগাধ স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপরায়ণা; অপ্রমেয় মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাময়ী; প্রীতিময়ী, আনন্দময়ী ও সুপ্রসন্না।

বুদ্ধ ছিলেন বিশাখার একাধারে পরম পিতা, পরম গুরু, অপ্রতিম কল্যাণমিত্র, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ, নিয়ামক, জীবনাধিক; শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা বিধায়ক; অমৃতদায়ক, লোকোত্তর ধর্মের অদ্বিতীয় শিক্ষক, অগতি-নিবারক, নির্বাণ-মার্গে পরিচালক, ফলদায়ক ও সর্বার্থসাধক।

পঞ্চ কল্যাণবতী

সে সময়ে শ্রাবস্তীতে ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ও বুদ্ধ-মতবিরোধী। উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের তিনি পরমভক্ত। তাঁর নাম—'মিগার শ্রেষ্ঠী'। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম—'কুমার পুণ্যবর্ধন'। পুণ্যবর্ধন রূপবান যুবক এবং বিলাসপ্রিয়। এখন উপযুক্ত সময় হয়েছে তাঁর বিবাহের। মাতাপিতা বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। ধনীর পুত্র পুণ্যবর্ধনের কিন্তু আবাল্য কালের সঙ্কল্প- তিনি যেমন তেমন মেয়েকে চির-সঙ্গিনীরূপে বরণ ক'রে নেবেন না। যে নারী রূপে-গুণে পৃথিবীর সেরা, অদ্বিতীয়া, তাকেই করবেন তিনি

অর্ধাঙ্গিনী। সুতরাং এ মর্মে তিনি বিবাহে স্বীকৃত হলেন যে—'পঞ্চ কল্যাণবতী (লক্ষণবতী) মেয়ে হলেই বিবাহ করবেন; না হয়, চিরকুমারই থাক্‌বেন।'

প্রিয় পুত্রের এরূপ অশ্রুতপূর্ব সঙ্কল্পের কথা শুনে মাতাপিতা বড়ো চিন্তান্বিত হলেন। তাঁরা বুঝ্‌তে পারলেন না, স্ত্রীলোকের পঞ্চকল্যাণ কিরূপ। জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, মেয়েদের পঞ্চকল্যাণ কেমন, তা'তো জানিনা, আমাদিগ্‌কে তা' বুঝায়ে বলো।'

পুণ্যবর্ধন বল্‌লেন—'স্ত্রীলোকের পঞ্চ কল্যাণ হলো—কেশকল্যাণ, মাংসকল্যাণ, অস্থিকল্যাণ, ছবিকল্যাণ ও বয়স কল্যাণ।'

(১) যে নারীর ময়ূর-পুচ্ছ সদৃশ মস্তকের ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ-কলাপ পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত নেমে অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী হয়ে বিরাজ করে, একেই বলা হয়—কেশ-কল্যাণবতী।

(২) যে নারীর দন্তাবরণ অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফলের বর্ণের মতো ও সুখস্পর্শ হয়, একেই বলা হয়—মাংস-কল্যাণবতী।

(৩) যে নারীর দন্তরাজী শ্বেতবর্ণ, সমান, ঘন, ছিদ্রহীন ও সুদক্ষ শিল্পীর সুকৌশলে রচিত বৈদূর্য্য পংক্তির মতো শোভাপ্রাপ্ত হয়, একেই বলা হয়—অস্থি-কল্যাণবতী।

(৪) যে নারীর দেহচর্ম স্নিগ্ধ, মসৃণ, অপরূপ রূপশ্রীমণ্ডিত, দর্শনীয় ও কর্ণিকার পুষ্পের মতো শ্বেতবর্ণ, একেই বলা হয়—ছবি-কল্যাণবতী।

---

* আর্য্যারূপে জন্মদাতা ব'লে বুদ্ধ বিশাখাকে কন্যা বল্‌তেন।

(৫) দশ অথবা বিশটি সন্তানের জননী হলেও যোড়শী যুবতীর মতো স্থির-যৌবনা যে নারী, তাকেই বলা হয়—বয়স-কল্যাণবতী।

পঞ্চ কল্যাণবতী মেয়ের অন্বেষণ

পুণ্যবর্ধনের মাতা-পিতা পুত্রের মুখে স্ত্রীলোকের এমন অপূর্ব পঞ্চ কল্যাণ সম্বন্ধে শুনে চিন্তা করলেন - 'এরূপ আশ্চর্য্য মেয়ে জগতে আছে কি ? যদি থাকে, তা'হলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাই জান্‌বেন। তাঁদেরকেই জিজ্ঞাসা করবো।' এ চিন্তা ক'রে ১০৮ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করলেন। উত্তম খাদ্য-ভোজ্যে তাঁদিগ্‌কে তৃপ্ত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—'দ্বিজবর, আপ্‌নাদিগ্‌কে জিজ্ঞাসা করছি, জগতে পঞ্চ কল্যাণবতী নারী আছে কি ?'

উত্তর হলো—'হাঁ আছে, কিন্তু অতি বিরল।'

ইহা শুনে মিগার শ্রেষ্ঠী অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—'তা'হলে, আপ্‌নাদের থেকে অভিজ্ঞ আটজন পণ্ডিত গিয়ে আমার পুত্রের জন্য একটা পঞ্চ-কল্যাণবতী মেয়ে অন্বেষণ করুন। তাদৃশ মেয়ের দর্শন পেলে, ওর কণ্ঠে এই স্বর্ণহারখানা পরিয়ে দিয়ে বরণ ক'রে নেবেন।' এ বলে শ্রেষ্ঠী লক্ষ মুদ্রা মূল্যের হীরা-মুক্তা খচিত একখানা স্বর্ণহার প্রদান করলেন। পাথেয় স্বরূপ দিলেন বহুধন এবং ইহাও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কার্য্য সিদ্ধির পর যথোচিত পুরস্কৃত করবেন।

ব্রাহ্মণগণ তাঁদের থেকে নির্বাচন করলেন আটজন, যাঁরা সুনিপুণ ও বিশেষজ্ঞ। তাঁদেরকেই এ ঘটক কার্য্যে নিয়োজিত করা হলো। তাঁরাও ইষ্ট দেবের নাম স্মরণ ক'রে পাত্রী অন্বেষণে যাত্রা করলেন।

ঘটকেরা প্রথমতঃ ভারতের প্রসিদ্ধ নগর ও জনপদে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। তথায় বহুদিন অতীত হলো, কিন্তু সফলকাম হলেন না। তৎপর অপ্রসিদ্ধ নগর-গ্রাম আর কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না। তবুও পেলেন না বাঞ্ছিত-রত্নের সন্ধান। অবশেষে নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন সময়ে তাঁদের সম্মুখে পড়লো 'সাকেত' নগর। তখন তাঁদের মধ্যে একজন বল্‌লেন—'এ নগরখানা অভিনব। অল্পদিন হলো মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ইহা প্রস্তুত করেছেন। আমাদের অভীপ্সিত মেয়ে এখানে থাকা কি সম্ভব ?'

অপর একজন বল্‌লেন—'একবার পরীক্ষা করলে মন্দ কি। নগরখানা কিন্তু, অতি চমৎকার! আসুন, আম্‌রা নদীর তীরবর্তী অই পান্থশালায় একটু বিশ্রাম ক'রে নিই।' এ ব'লে ব্রাহ্মণগণ সেই পান্থশালায় গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগ্‌লেন।

সেদিন সাকেত নগরে ছিলো এক নক্ষত্র উৎসব। এ উৎসবের নিয়ম হলো - কুমারীগণ অলঙ্কৃতা হয়ে অপ্রতিচ্ছন্ন অবস্থায় পদব্রজে নগরের পার্শ্ববর্তী নদীতে গিয়ে স্নান করতে হবে। তখন কুমারগণ মাল্য হস্তে সে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়ে অপেক্ষা করতে হয়। সমজাতি মনোমত কুমারীর যদি দেখা

পায়, তবে তাকে বরমাল্যে বরণ ক'রে নেয়। কুমারীরও মনোনয়ন হলে, এক শুভদিন নির্ধারণ ক'রে উভয়ের বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

বিশাখা সেদিন পাঁচশত সখীসহ নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। স্নানের পর প্রত্যাবর্তনের সময় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সখীরা বৃষ্টিতে সিক্ত হবার ভয়ে দৌড়ে গিয়ে নিকটবর্তী পান্থশালায় প্রবেশ করলো। তথায় তখন ঘটক ব্রাহ্মণগণ বিশ্রাম করছিলেন। এ পাঁচশত কুমারীদের মধ্যে পঞ্চ কল্যাণবতী কা'কেও না দেখে, তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণ পরে বিশাখা সিক্ত বসনে ধীর-পদক্ষেপে যুবতী-সুলভ লীলায়িত গতিতে প্রবেশ করলেন পান্থশালায়।

বিশাখার রূপ পূর্ণিমা-রাতের জ্যোৎস্নার মতো মনোহর। সে' রূপকে কতক্‌টা চাপা দিয়ে সিক্ত রূপালী শাড়ীখানা তাঁর তনু-লতায় মিশে গেছে। তবুও তাঁর মধ্য দিয়ে বিকাশ পাচ্ছে নারীর নব-যৌবনের প্রস্ফুটিত কুসুম-শোভা। সুগন্ধে ভরা আগুল্‌ফ-লম্বিত-ঊর্ধ্বমুখী ভ্রমর-কৃষ্ণ একরাশ ভিজা-চুল তাঁর সিক্ত শুভ্র-পৃষ্ঠদেশ বেয়ে নেমে পড়েছে।

বিশাখার রূপ দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেন ব্রাহ্মণগণ। পঞ্চ লক্ষণের মধ্যে বিশাখার নিকট প্রথম দেখ্‌তে পেলেন চারটা লক্ষণ। যথা—কেশ-কল্যাণ, মাংস-কল্যাণ, ছবি-কল্যাণ ও বয়ঃ-কল্যাণ। বাঞ্ছিত-রত্ন পেয়েছেন মনে ক'রে আনন্দে নেচে উঠ্‌ল তাঁদের অন্তর। পরক্ষণেই আবার সন্দিহান হয়ে চিন্তা

করলেন—'না জানি, এ মেয়ে অস্থি-কল্যাণবতী কিনা। কথা না বল্‌লে দন্ত কিরূপে দেখ্‌তে পাবো, কথা বলার উপায় করতে হবে।' এ মমে করে বিশাখা শুন্‌তে পায় মতো একজন অপরকে বল্‌লেন—'দেখুন, এ মেয়েটি বড় অলস প্রকৃতির। এ হেতু, এর স্বামী জীবনে কখনও সুখী হতে পারবে না।'

শ্রেষ্ঠীকন্যা ইহা শুনে মধুর স্মিত-হাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, আপ্‌নারা কি বল্‌ছেন ?'

বিশাখার স্মিত-মধুর-হাসি যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। তাঁর বীণাবিনিন্দিত কোমল-মধুর কণ্ঠস্বর যেন ব্রাহ্মণদের কর্ণে সুধা বর্ষণ করলো। তখন পুলক-শিহরণ জেঁগে উঠল তাঁদের অন্তরে। তাঁরা আকুল হয়ে পড়লেন, আবার তাঁরা দেখ্‌তে চান, বিজলী চমকের মতো সেই মধুর হাসি ; শুন্‌তে চান, সুধা-ঝরা কথা।

ব্রাহ্মণগণ কপট-বিমর্ষে বল্‌লেন—'বল্‌ছি মা, তুমি বড়ো কুঁড়ে স্বভাবের মেয়ে, এ কারণেই তোমার স্বামী জীবনে কখনও সুখ পাবে না।'

বিশাখা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, আপ্‌নারা কোন্ কারণ দর্শন ক'রে এরূপ বল্‌ছেন ?'

ব্রাহ্মণগণ তখন আশ্চর্য্যান্বিত হলেন যে, বিশাখার এই বিস্ময়-দৃষ্টির মধ্যেও ফুটে উঠেছে কেমম এক মহীয়সী ভাব, আর কেমন এক অজেয় আকর্ষণী শক্তি ! সেই কণ্ঠস্বরেও যেন বিরাজ করছে অপূর্ব মধুরতা ও মদিরতা এবং সেই ভাব-ভঙ্গীর তরঙ্গেও খেল্‌ছে যেন মোহনীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য !

ব্রাহ্মণগণ মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বল্‌লেন—'মা, তোমার সখীরা সিক্ত হবার ভয়ে দ্রুত এসে পান্থশালায় প্রবেশ করেছে, আর তুমি ধীর-মন্থরে আসাতে তোমার দেহ ও বস্ত্রালঙ্কার সিক্ত ক'রে ফেলেছো। এরূপ করা কি তোমার উচিত হয়েছে? এ কারণেই আম্‌রা বলছি।'

'আপ্‌নারা তা' বল্‌তে পারেন। কিন্তু জান্‌বেন, আমি তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালিনী। আমি ইচ্ছা করলে তাদের পূর্বেই এখানে পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু, তবুও আমি সেরূপ দ্রুত আসিনি। এ না আসার অনেক কারণ আছে।'

'মা দ্রুত না আসার কারণ কি, তা' বুঝায়ে বলো।'

'চার জনের দ্রুত গমন শোভা পায় না। এ ছাড়া অন্য কারণও আছে।'

'মা, সে চারজন কা'রা এবং অন্য কারণও বা কি, তা' প্রকাশ ক'রে বলো।'

'তবে শুনোন্‌—

(১) অভিষিক্ত রাজা যদি রাজাভরণে বিভূষিত হয়ে কোমর বেঁধে দ্রুত গমন করেন, তা' হলে, তাঁকে শোভা পায় না। লোকেরা নিন্দা করবে—'সাধারণ লোকের মতো রাজা দৌড়ছেন।' সুতরাং মন্থর গমনেই রাজাকে শোভা পায়।

(২) রাজার অলঙ্কৃত মঙ্গল-হস্তীর দ্রুত গমন অশোভনীয়। গজলীলায় গমনেই শোভা পায়।

(৩) প্রব্রজিতের দ্রুত গমন শোভা পায় না। লোকেরা নিন্দা করবে—'এ শ্রমণটি গৃহীর মতো দৌড়ছেন।' সুতরাং প্রব্রজিতের পরিমিত গমনেই শোভা পায়।

(৪) স্ত্রীলোকের দ্রুত গমন অশোভনীয়। লোকেরা নিন্দা করবে—'এ রমণীটি পুরুষের মতো দৌড়ছে কেন?

দ্বিতীয় কারণ হলো—মেয়েরা দ্রুত গমন কালে হয়তো পদস্খলনও হতে পারে, প'ড়ে হাত-পাও হয়তো ভাংগ্‌তে পারে। মাতা-পিতা কতো যত্নে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাড়িয়ে তোলেন; অসাবধানে পা পিছ্‌লিয়ে প'ড়ে যদি হাত-পা ভেঙ্গে যায়, তা' হলে তাকে সারা জীবন পিতৃকুলের বোঝা হয়ে অতি দুঃখেই কালাতিপাত করতে হয়। কুমারীগণ পণ্য-দ্রব্য সদৃশ। লোকেরা কোনো দ্রব্য ক্রয় করার সময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই দেখে নেয়। তদ্রূপ শ্বশুরকুলের লোকেরাও মেয়েকে ভালোরূপে দেখে-শুনেই গ্রহণ করেন। বস্ত্রালঙ্কার সিক্ত হলে, শুকাতে দেরী লাগে না; কিন্তু, হাত-পা ভাংগ্‌লে, নারী-জীবনের যা' একান্ত দুর্ভোগ, আজীবন তা' ভোগ করতে হয়। এ কারণেই আমি দৌড়ে আসি নি।'

দ্বিজগণ বিশাখার যুক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণে চমৎকৃত হলেন। তাঁরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করলেন, ওঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিদ্যাবত্তা। তৎসঙ্গে দেখে নিলেন তাঁর অপূর্ব-শোভন দন্তরাজী। তাঁরা মেনে নিলেন, ইনি অস্থি-কল্যাণবতী।

ইহাও বুঝতে পারলেন—বিশাখা সাধারণ মেয়ে নন্, বড়ো পুণ্যবতী।

ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন-হাস্যে বল্লেন—'মা, তুমিই একমাত্র উপযুক্ত।' এ ব'লে তাঁরা সেই স্বর্ণহারখানা পরিয়ে দিয়ে বিশাখাকে বরণ করলেন। তিনি ইহা বুঝ্তে পেরে অধিকতর সংযত ও বিনীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'আপ্নারা কোথা থেকে এসেছেন?'

'শ্রাবস্তী থেকে।'

'কাঁদের নিকট থেকে?'

'মিগার শ্রেষ্ঠীর নিকট থেকে।'

'আর্য্যপুত্রের নাম কি?'

'কুমার পুণ্যবর্ধন।'

শ্বশুরকুল সমজাতি দেখে বিশাখা স্বর্ণহার গ্রহণ করলেন। তিনি পিতৃসদনে পাঠালেন এ সংবাদ এবং অশ্বরথ প্রেরণের জন্যও ব'লে দিলেন। তখনকার দিনে ভাবী শ্বশুর কুলের এরূপ মাল্য গ্রহণের পর পদব্রজে পিতৃ-ভবনে গমন করা নিয়ম ছিল না। সামর্থ্যবানেরা যায় রথে আরোহণ ক'রে, অসমর্থেরা মস্তকোপরি ধারণ করে ছত্র বা তালব্যজনী, তদভাবে শাড়ীর আঁচল হলেও মস্তকে দিয়ে যেতে হয়।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী সংবাদ পেয়ে যথাশীঘ্র অশ্বরথ প্রেরণ করলেন। সকলেই রথারোহণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিজগণও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। মহাশ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণদের স্বাগতম্ অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম কুশল প্রশ্নাদি সন্তোষজনক আলাপের পর শ্রেষ্ঠী দ্বিজশ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করলেন—

'আপ্নারা কোথা থেকে আস্ছেন?'

'শ্রাবস্তী থেকে।'

'কাঁদের বাড়ী থেকে?'

'মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়ী থেকে।'

'তাঁর পুত্রের নাম কি?'

'কুমার পুণ্যবর্ধন।'

'তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কতো?'

'চল্লিশ কোটি।'

ইহা শুনে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী একটু বিষণ্ন হলেন। অপ্রসন্ন কণ্ঠে ব'লে উঠ্লেন—'যৎসামান্য।' অল্পক্ষণ নীরব থেকে উৎসাহহীন ভগ্ন-স্বরে বল্লেন—'শ্বশুর কুল বেছে আর কি হবে, মেয়ের ভাগ্যে যা আছে, তা'ই ঘট্বে। জগতে সবাই কি আমার মতো হবে? আমার মেয়ে পুণ্যবতী। নিশ্চয়ই সে সুখী হবে।' এ ব'লে শ্রেষ্ঠী কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন। ঘটক ব্রাহ্মণদের দু'দিন খুব সমাদর দেখিয়ে বিদায় দিলেন।

বিবাহের উদ্যোগ

এক

ঘটক ব্রাহ্মণগণ মিগার শ্রেষ্ঠীর নিকট উপনীত হয়ে বিশাখার অত্যধিক প্রশংসা করলেন। তাঁরা অতি উৎসাহের সহিত বল্‌লেন—'শ্রেষ্ঠী প্রবর, বড়ো শুভক্ষণেই আম্‌রা যাত্রা করেছিলাম। যেই কন্যারত্নকে বরণ ক'রে এসেছি, জগতের সেরা মেয়ে সে। এমন সুন্দরী ও সুলক্ষণা আমাদের চোখে আর পড়ে নি। পঞ্চ কল্যাণের কথা কি বল্‌ছেন শ্রেষ্ঠী প্রবর, এর চেয়েও অধিক কল্যাণ রয়েছে ওর নিকট বিদ্যমান। সে যেন সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ওর কোমল-মধুর কণ্ঠস্বর যেন বীণা-ধ্বনিকেও হার মানায়। মেয়েটি যেমন লাবণ্যবতী, তেম্‌নিই বুদ্ধিমতী ও বিদুষী। ওর কথা কতো চমৎকার; শুনে আম্‌রা অবাক্ হয়ে গেছি। আশ্চর্য্য মেয়ে! এমন মেয়ে যে, বরণ করতে পেরেছি, তাও সৌভাগ্যের বিষয়।'

মিগার শ্রেষ্ঠী অনন্যমনে শুন্‌লেন ব্রাহ্মণদের কথা। তারপর সমুৎসুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কার মেয়ে? দেশের নামই বা কি?'

'সাকেত নগরের ধনকুবের ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী। তাঁরই পুণ্যবতী মেয়ে, নাম—বিশাখা। ধনীর ঘরের দুলালী। ওর পিতার অফুরন্ত ধন। মনে হয়, কোশলরাজেরও এতো নেই। অবিলম্বে মেয়েটি নিয়ে আসুন। বড়লোকের মতি-গতির কথা বলা যায় না।'

মিগার শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণদের মুখে বিশাখা ও ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর সমস্ত কথা শুনে যতদূর বিস্মিত হলেন, ততোধিক হলেন আনন্দিত। তিনি মনে করেছিলেন, পঞ্চ কল্যাণবতী মেয়ে লাভ করা সম্ভব হবে না। এখন যখন পাওয়া গেছে, যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পুত্র-বধূ ক'রে ঘরে নিয়ে আসাই উত্তম হবে। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা লাভ করা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে ক'রে মিগার শ্রেষ্ঠী অতি সহসা বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হলেন।

সেদিনই তিনি কোশলরাজের নিকট গিয়ে আপন পুত্রের সহিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার পরিণয় সম্বন্ধে পরামর্শ করলেন। রাজা সন্তোষ বাক্যে অনুমোদন ক'রে বল্‌লেন—'অতি উত্তম কথা শ্রেষ্ঠীপ্রবর, এই মহা ঐশ্বর্য্যশালী পরিবারকে আমিই মগধরাজ থেকে যাচ্ঞা ক'রে এনেছি। তাঁর সম্মান করা আমার কর্তব্য। আমিও বরযাত্রী হয়ে আপ্‌নাদের সঙ্গে যাবো।'

মিগার শ্রেষ্ঠী রাজার অভিমত শুনে সানন্দে বল্‌লেন—'মহারাজ, তা' আমার পক্ষে পরম সুখের ও গৌরবের বিষয়। আপ্‌নি যে আমাদের সঙ্গে যাবেন, তা' চিন্তাও করতে পারিনি। সে দুঃসাহসও আমার নেই। আপ্‌নার এ অনুগ্রহে আমি অত্যধিক আনন্দিত হলাম।'

মিগার শ্রেষ্ঠী কোশলরাজের সহিত পরামর্শ ক'রে বিবাহের শুভলগ্ন নির্ধারণ করলেন। অতঃপর ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিকট

এ মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে—'আমি কোশলরাজের সহিত পরামর্শ ক'রে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আগামী আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ-তিথিতে আম্‌রা আপ্‌নার ভবনে উপস্থিত হবো। আমাদের সঙ্গে বরযাত্রীরূপে সপরিষদ কোশলরাজও আসবেন। আপ্‌নি এত লোকের যথাকর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হবেন কি?'

প্রত্যুত্তরে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী এরূপ সংবাদ পাঠালেন—'আপ্‌নাদের নিরূপিত দিবসে আপ্‌নারা আসবেন শুনে সুখী হলাম। আর কোশলরাজের কথা, বরযাত্রী হয়ে তিনি যদি আসেন, তা' আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য ও শ্লাঘার বিষয়। পুণ্যবান মহান্ জনের সমাগমে আমার ভবন হবে পুণ্য-পূত। এতো লোকের যথাকর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হবো কিনা, আপ্‌নি জান্‌তে চেয়েছেন। তাই আমি বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—'কোশলরাজের মতো দশজন রাজাও যদি আস্‌তে ইচ্ছা করেন, আস্‌তে পারেন। তজ্জন্য আপ্‌নার চিন্তার কোনও কারণ নেই। নিঃসঙ্কোচেই আসুন।'

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর এ সংবাদে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন মিগার শ্রেষ্ঠী। এতে তিনি অপমানও মনে করলেন। চিন্তা করলেন—'নিশ্চয়ই ইহা ধনের গৌরব। না হয়, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী এরূপ গর্বপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করার কারণ কি? আমায় অবজ্ঞা করলো নয় কি? ওর দর্প যদি আমি চূর্ণ করতে পারি।'

মিগার শ্রেষ্ঠী বরযাত্রীর লোক সংগ্রহে তৎপর হয়ে পড়লেন। তিনি এত লোক সংগ্রহ করবেন যে, যা'তে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, ইহাই তাঁর মনোভাব।

নিরূপিত দিবসে শ্রাবস্তীর প্রত্যেক ঘরে এক একজন মাত্র রক্ষক রেখে, মিগার শ্রেষ্ঠী সমস্ত লোককেই সঙ্গে নিলেন। কোশলরাজও হাজার হাজার গজারোহী, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যে সজ্জিত হয়ে সপরিষদ বরযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করলেন। এই অগণিত পরিষদ শ্রাবস্তীর ধূলিকণা উড়ায়ে এবং প্রাণমাতানো বিবিধ বাদ্য-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে সাকেত নগরাভিমুখে অগ্রসর হলেন।

বরযাত্রীরা গিয়ে উপস্থিত হলেন সাকেত নগর থেকে চার মাইল ব্যবধানে। সেখান থেকে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীকে জানালেন তাঁদের আগমন বার্তা। মহাশ্রেষ্ঠী বরযাত্রীদের আগুবাড়ায়ে আনার জন্য মঙ্গলঘট ও মঙ্গলবাদ্য সহ বহুলোককে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর কন্যা বিশাখাকে বল্‌লেন—'মা, বরযাত্রীরা আস্‌ছেন। এ সঙ্গে কোশলরাজও আস্‌ছেন সপরিষদ। যাঁর যেমন মর্য্যাদা, সেরূপই ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার শ্বশুর, রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রত্যেকের জন্য এক একটা ঘর সাজাতে হবে এবং সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি অন্যান্য পরিষদের জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।'

বিশাখার বজ্রাগ্রতুল্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। পিতাকে আর অধিক বল্‌তে না দিয়ে মৃদু হেসে বল্‌লেন—'বাবা, আপ্‌নি নিশ্চিন্ত থাকুন, এর যথাযথ ব্যবস্থা আমিই ক'রে নেবো।' এ বলে বিশাখা পাঁচশত সখী, পাঁচশত দাসী ও বহু কর্মচারী সঙ্গে

নিয়ে কাজে লেগে গেলেন। শ্রেষ্ঠীদুহিতা এমন বিচক্ষণতার সহিত কর্ম পরিচালনা করলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বকার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে গেলো। রাজা হতে হস্তিরক্ষক পর্য্যন্ত সকলের জন্যই সুবন্দোবস্ত করা হলো। এর যথোপযুক্ত সাজ-সজ্জারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

বিশাখার বিচার-বুদ্ধি অতি চমৎকার। তিনি চিন্তা করলেন—'রাজা হোক্ বা হস্তিরক্ষকই হোক্, এ মহাপরিষদের সকলেই আমাদের এখানে আজ বরযাত্রী। সুতরাং আজ সবাই আমাদের সম্মানাস্পদ বিশিষ্ট অতিথি। এ বিবাহ উপলক্ষে এখানে যা' উৎসব বা আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠিত হয়, তা' যেন হস্তী এবং অশ্ব রক্ষকেরাও পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে পারে। তারা যেন এ ব'লে মনঃক্ষুণ্ন না হয় যে—'আম্রা বিশাখার বিবাহ-মঙ্গলে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু কোনও আমোদ উপভোগ করতে পারিনি। কেবল হস্তী-অশ্ব রক্ষা কাজেই ছিলাম ব্যাপৃত।' এরূপ বিবেচনা ক'রেই শ্রেষ্ঠীতনয়া সকলের জন্যই সুবন্দোবস্ত ক'রে দিলেন এবং কে কার পরিচর্য্যা করবে, হস্তী এবং অশ্ব কে রক্ষা করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েরই নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

দুই

সেদিন আষাঢ়ী পূর্ণিমা। প্রকৃতি আজ শান্ত ভাব ধারণ করেছে। বায়ু খেল্‌ছে মৃদু-মন্দ। আকাশ নির্মল। কোথাও

দু'এক খানা মেঘ-মালা গগন-গাত্রে শোভা পাচ্ছে। তাতেও আবার প্রভাকরের ষড়রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। শ্যামল মাঠে দিনমণির কনকাভা লুঠায়ে পড়ে যেন হাস্‌ছে। অপূর্ব বেশ ধারণ করেছে পত্র-কিশলয়। সাকেত নগরের প্রমোদ-উদ্যানে সুষমা-মণ্ডিত বিচিত্র কুসুম নিচয় মৃদু-মন্দ বায়ু হিল্লোলে নৃত্য করছে। সমতালে তাল মিলিয়ে মধুপকুল মধুর গুঞ্জন-ধ্বনিতে মুখর ক'রে নৃত্য পরায়ণ ফুলের হরণ করছে অন্তর্নিহিত মধু এবং গায়ে মাখ্‌ছে পরাগ। কুঞ্জে কুঞ্জে নানা রং এর মনোরম ফুলের সমাবেশ। সুন্দর ছোটো ছোটো পাখী উড়ে উড়ে বস্‌ছে, আর মনের সুখে গান করছে। সরোবরে পদ্ম নিচয় সুবাস বিতরণ করছে। রাজহংস সাঁতার কাট্‌ছে মনানন্দে। প্রকৃতি রাণীর এমন আনন্দ-মুখর অবস্থা দেখ্‌লে মনে হয়, সখী বিশাখার বিবাহ উৎসবে সেও যেন আপন হারা হয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভলগ্নে বরযাত্রীরা মহা জাক্-জমকে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। মাঙ্গলিক বাদ্যের সুতান লহরী, বামা কণ্ঠের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বরযাত্রীকে সাদর স্বাগতম্ বাক্যে করলেন অভ্যর্থনা। অগণিত বরযাত্রী। তবুও এমন সুশৃঙ্খলায় সর্বকার্য্য সুসম্পন্ন হতে লাগ্‌লো যে, রাজা হতে হস্তিরক্ষক পর্য্যন্ত সকলেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। নীরবে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কার্য্য সুষ্ঠু ও সুন্দররূপে সম্পাদন করে যাচ্ছে, কলের পুতুলের মতো।

যথোপযুক্ত সম্মান ও সকল বিষয়েরই প্রাচুর্য্য দর্শনে অভ্যাগতেরা মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগ্‌লেন, যেন প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিগার শ্রেষ্ঠী মনে মনে হার মান্‌লেন এবং অপমানও মনে করলেন।

মহালতা প্রসাধন লাভ

এক

এদিকে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী চিন্তা করতে লাগ্‌লেন, কিরূপ অলঙ্কার হলে, তাঁর প্রাণসমা তনয়াকে শোভা পাবে। তন্ময় হয়ে কেবল তা'ই চিন্তা করছেন তিনি। বহুবিধ অলঙ্কারের পরিকল্পনা করলেন বটে, কিন্তু কোনোটাই তাঁর মনঃপূত হয় না। অতঃপর পুণ্যবতী বিশাখার মহাপুণ্য-প্রভাবে এমন এক বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্কারের পরিকল্পনা করলেন যে, জগতে যা অদ্বিতীয়, অভূতপূর্ব, মনোহর ও আশ্চর্য্য-দর্শনীয়। তখনই তিনি পঞ্চশত সুদক্ষ স্বর্ণকারকে আহ্বান ক'রে 'মহালতা প্রসাধন' নামক এক চমৎকার অলঙ্কার নির্মাণের আদেশ করলেন। যা' বিশাখার আপাদ-মস্তক পরিবেষ্টিত; ফল-পুষ্প, পত্র-পল্লব ও লতা বিভূষিত, বিচিত্র চারু-শিল্প সমলঙ্কৃত এবং মস্তকোপরি ময়ূর পরিশোভিত। প্রসাধন তৈয়ারের যথাযোগ্য উপকরণ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তা, মণি ও প্রবালাদি সকল প্রকার মহার্ঘ-রত্ন প্রদান করলেন।

স্বর্ণকারেরা বল্‌লো—'শ্রেষ্ঠী প্রবর, এ প্রসাধন সম্পন্ন করতে আমাদের চার মাসের প্রয়োজন। অবশ্য, অলঙ্কার যাতে সুন্দর হয়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আপ্‌নার পছন্দ মতেই পারিশ্রমিক দেবেন।'

'তা'তো দেবোই। আমি কিন্তু, উত্তম প্রসাধনই চাই। কাজ ভালো হলে, যথেষ্ট পুরস্কার পাবে। তোমাদিগ্‌কে চার মাসের সময় দেওয়া গেলো।'

'তজ্জন্য আম্‌রা সচেষ্ট থাকবো' এ ব'লে স্বর্ণকারগণ প্রসাধনোপকরণ নিয়ে চলে গেলেন।

দুই

বরযাত্রীদের সপ্তাহ অতীত হয়ে গেলো। তাঁরা সুখস্বচ্ছন্দেই আছেন। এ যাবৎ কন্যা সাজায়ে দেবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর নিশ্চেষ্ট ভাব লক্ষ্য ক'রে কোশলরাজ চিন্তান্বিত হলেন। যেহেতু, তিনি শ্রেষ্ঠীর পরম হিতৈষী। চিন্তা করলেন তিনি—'ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ধনগৌরবে আমিও গৌরবান্বিত। এই অগণিত পরিষদের জন্য প্রতিদিন তাঁর অজস্র অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কন্যা সাজায়ে দিতে এতো বিলম্ব করছেন কেন? এরূপ অপরিমিত ব্যয়ে রাজভাণ্ডারও তো শেষ হয়ে যাবে। ইনিও যে এরূপে দরিদ্র হয়ে যাবেন, তার আর বিচিত্র কি। এখানে থাকা আমাদের আর যুক্তি-সংগত হবে না।' এ মনে ক'রে শ্রেষ্ঠীকে আহ্বান জানালেন।

মহারাজ প্রসেনজিত জানেন না যে, ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ধনের পরিমাণ কতো। একেতঃ যিনি মহাপুণ্যবান ও পচ্চেক বুদ্ধের

আশীর্বাদ প্রাপ্ত, দ্বিতীয়তঃ যিনি বিশাখার মতো পুণ্যবতীর জনক, তৃতীয়তঃ মহাভাগ্যবান মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী যাঁর পিতা, সে বংশের কুলতিলক পুণ্য-বিভূতিমণ্ডিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর ধনের অভাব হবে মনে করা অহেতুক মাত্র।

কোশলরাজের আহ্বান পেয়ে মহাশ্রেষ্ঠী যথাশীঘ্র তাঁর নিকট উপনীত হলেন। যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের পর জিজ্ঞাসা করলেন—'মহারাজ, আপ্‌নি আমায় ডেকেছেন?'

'হাঁ শ্রেষ্ঠীপ্রবর, এবার আপ্‌নার মেয়েকে সাজায়ে দিন, আম্‌রা চলে যাই। এ অগণিত লোকের ব্যয়-ভার তো কম নয়। অযথা এ খর্‌চান্তের প্রয়োজন কি?'

শ্রেষ্ঠী সহাস্যে বল্‌লেন—'মহারাজ, আপ্‌নি উদ্বিগ্ন হবেন না। নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন। আপ্‌নার অথবা আপ্‌নার পরিষদের যদি কোনও প্রকার অভাব বা অসুবিধা হয়ে থাকে, তবে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানাবেন। এখন বর্ষাকাল, বৃষ্টিপাত হচ্ছে অবিশ্রান্ত, পথ-ঘাট কর্দমাক্ত, গমনাগমনের বড়ো অসুবিধা। বর্ষা চারমাস অতিক্রান্ত হোক্, হেমন্তের আবির্ভাবে ধরা হোক্ হাস্যময়ী, শুষ্ক হোক্ পথ-ঘাট, তারপরই যাবেন। বর্ষার এই দুর্য্যোগময় দুর্দিনে আপ্‌নাদিগ্‌কে কিছুতেই বিদায় দিতে পারি না।'

কোশলরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। বল্‌লেন বিস্ময় কণ্ঠে—'কি বল্‌ছেন মহাশ্রেষ্ঠিন্, স্বেচ্ছায় কি আপ্‌নি দারিদ্র্য বরণ করতে চান? অসম্ভব, এতে আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি না।'

শ্রেষ্ঠী রাজার প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বল্‌লেন—'মহারাজ, আমার প্রতি আপ্‌নার যথেষ্ঠ করুণা; তাই এরূপ বল্‌ছেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে আমি দরিদ্র হয়ে যাবো, এ'মনে ক'রে আপ্‌নি ক্ষুণ্ণ হবেন না। রাজন্, দারিদ্র্য বরণের কারো সাধ নেই। আমার ক্ষমতার বিরুদ্ধে আপ্‌নাকে অন্যায় অনুরোধ কর্‌ছি, এরূপ মনে করবেন না। আপ্‌নাদের মতো মহান্ জনের সেবা করতে পেরে নিজকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করছি। আপ্‌নি উৎকণ্ঠিত হবেন না, বর্ষান্তেই যাবেন। এবার বিদায় হই মহারাজ, অন্য সময় দেখা করবো।' এ বলে তিনি রাজাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ক'রে কার্য্যান্তরে চলে গেলেন।

তিন

আজ তিন মাস পূর্ণ হয়েছে। অতি দ্রুত গতিতেই যেন অতীত হয়ে গেলো এ দিনগুলি। এ কয়েক দিবস সাকেত নগর যেন দেব-নগরে পরিণত হয়েছে। সর্বদাই উৎসবামোদিত। ধ্বজা, পতাকা, তোরণ ও মঙ্গল ঘটে নিত্য সুসজ্জিত; সতত নৃত্য, গীত ও বাদ্যে মুখরিত; অত্যুত্তম রসাল খাদ্য-ভোজ্যের সমারোহ; সর্বক্ষণ অগুরু, কুম্‌কুম্, কস্তুরী ও ধূপাদিতে সৌরভামোদিত বায়ু; অলকা-তিলকা লিপ্ত বিলাসী যুবক-যুবতীদের বিলাসপূর্ণ মধুর হাসি; মহার্ঘ পরিচ্ছদে বিভূষিত ভাগ্যবান

নর-নারীদের আনাগোনা, আনন্দমুখর জনগণের আনন্দ-কল্লোল, হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, ঐশ্বর্য্যে যেন কুবেরপুরী এবং আনন্দে যেন অলকনন্দাকেও হার মানাচ্ছে এই সাকেত নগর।

তিন মাস অতীত হলো, এখনও মহালতা প্রসাধনের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয় নি। বরযাত্রীরা পরম সুখেই কালাতিপাত করছেন। এম্‌নি সময়ে সৈন্য-বরযাত্রীদের কার্য্য-পরিচালক এসে বল্‌লো—‘শ্রেষ্ঠীপ্রবর, সমস্ত দ্রব্যই পরিপূর্ণ আছে, কেবল সৈন্যদের জ্বালানী কাষ্ঠ শেষ হয়ে গেছে।’

শ্রেষ্ঠী নিঃসঙ্কোচে বল্‌লেন—‘বর্ষার দিনে তো আর কাঠ সংগ্রহ করা যাবে না, সুতরাং সাকেতে যতো হস্তিশালা ও জীর্ণগৃহ আছে, সবই ভেঙ্গে এনে রন্ধন কাজে লাগাও।’

শ্রেষ্ঠীর আদেশ প্রতিপালিত হলো। পনর দিনে তাও নিঃশেষ হলো। পুনরায় কাঠের অভাব জানালে, শ্রেষ্ঠী আদেশ করলেন—‘বস্ত্র-ভাণ্ডার থেকে মোটা কাপড়ের মোরাম পাকায়ে, তা’ তৈল-সিক্ত ক’রে কাজ চালাও।’ এরূপে পনর দিন গত হলো। এবার চার মাসের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গেই সুসম্পন্ন হলো মহালতা প্রসাধনের নির্মাণ কার্য্য।

শ্রেষ্ঠী-ভবনে যখন মহালতা প্রসাধন নিয়ে এলো, তখন এক আনন্দের কল্লোলধ্বনি মুখর হয়ে উঠ্‌লো। হতে লাগ্‌লো মুহুর্মুহুঃ বাদ্যধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি। চতুর্দিক থেকে নর-নারী উৎসুক অন্তরে আস্‌তে লাগ্‌লো এ আশ্চর্য্য প্রসাধন দেখ্‌তে। জগতে ইহাই প্রথম অদ্বিতীয় ও অভিনব প্রসাধন। দেখে, সকলের অন্তরেই বিস্ময় জাগ্‌লো। বিমুগ্ধ হলো দর্শকবৃন্দ। সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগ্‌লো—‘বিশাখার অদৃষ্ট খুব ভালো, বড়ো পুণ্যবতী মেয়ে, দেখ্‌তেও দেবীর মতো!’

মহালতা প্রসাধন বল্‌লে, আপাদ-মস্তক সর্বাঙ্গ পরিবৃত বিচিত্র লতা-কর্ম পরিশোভিত বহুমূল্য রত্নখচিত চারুশিল্প বিমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক মহা অলঙ্কার বুঝায়। ইহা রৌপ্যময় সূত্রে গ্রথিত হয়ে এক একটা গ্রন্থী স্বর্ণ-মুদ্রা সংযোজনায় নিষ্পন্ন করা হয়েছে। প্রসাধন মস্তকে একটা, দু’কর্ণে দু’টা, গলা বেষ্টনীতে একটা, দু’ জানুতে দু’টা, দু’ কনুইতে দু’টা এবং দু’ কটি পার্শ্বে দু’টা স্বর্ণ মুদ্রা সংযোজন করা হয়েছে। প্রসাধন-মস্তকে একটি সুদৃশ্য ময়ূর। এর দক্ষিণ পক্ষে পঞ্চশত ও বাম পক্ষে পঞ্চশত স্বর্ণময় পালক। পালক সমূহ নীলমণি প্রভৃতি বহুমূল্য বিবিধ রত্নে সজ্জিত। চঞ্চু প্রবালময়, চক্ষু যুগল মণিময়, গ্রীবা ও জঙ্ঘা নানা বর্ণের রত্নময়। এটা বিশাখার মস্তকোপরি অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করতো, পর্বত-চূড়ায় নৃত্য পরায়ণ ময়ূরের মতো। বায়ু-কম্পিত সহস্র পালক থেকে দিব্যবাদ্য সম এক প্রকার মনোরম মধুর শব্দ নির্গত হতো। দূর থেকে দেখ্‌লে ওটা সজীব ময়ূর বলেই ভ্রম হতো। নয় কোটি স্বর্ণ মুদ্রার রত্নরাজী সমবায়ে নির্মিত হয়েছিলো এ মহাপ্রসাধন। স্বর্ণকারদের পারিশ্রমিক এক লক্ষ মুদ্রা।

কোন্ পুণ্যে মহালতা প্রসাধন লাভ হয়

বিশাখার জন্মান্তরে সঞ্চিত মহাপুণ্যের প্রভাবেই এ দুর্লভ প্রসাধন লব্ধ হয়েছে। সেই মহান্ পুণ্যসম্পদ বড়ো শক্তিশালী, ঋদ্ধিময়, অজেয় ও একান্ত ফলপ্রদ। উল্লেখ আছে—

কশ্যপ বুদ্ধের সময় বিশাখা কিকী রাজের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কশ্যপ বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধ। তখনকার দিনে মানুষের পরমায়ু ছিলো বিশ হাজার বৎসর। কশ্যপ বুদ্ধের পরমায়ুও সে পরিমাণ। সে সময়ে ক্ষত্রিয় কুলের গৌরব-মুকুট কিকী ছিলেন বারাণসীর রাজা। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী। রাজার সাতটি মেয়ে। সর্ব কনিষ্ঠার নাম—'সজ্ঘদাসী'। বিশাখাই ছিলেন তখন সজ্ঘদাসী। দাসী বা সেবিকারূপে তিনি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের সেবা ক'রে সংঘদাসী নামের সার্থকতা বজায় রাখেন। তিনি ছিলেন বড়ো শ্রদ্ধাবতী ও শীলবতী। দানে তাঁর পরমা প্রীতি। সংঘদাসীর পুণ্যময় জীবনের পুণ্যাবদানই বিশাখার জীবনকে করেছে সমুজ্জ্বল ও গরীয়ান্। বিশাখার মহালতা প্রসাধন লাভের হেতু-সম্পদ উৎপত্তির মূলে রয়েছে সজ্ঘদাসীর অতুল পুণ্যের প্রভাব।

একদা শ্রদ্ধাবতী সংঘদাসী ভগবান কশ্যপ বুদ্ধ মুখ বিংশতি সহস্র ভিক্ষুকে চীবর প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর মূল্যবান বস্ত্র, সূচি, সূত্র ও রং দান করেছিলেন। এ দান অদ্বিতীয় ও অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র সম্প্রাপ্ত হয়ে মহাপ্রভাবশালী কুশল কর্মে পর্য্যবসিত হয়েছে। তাই কর্মের ফলও হয়েছে অচিন্তনীয়। সেই অনুপম বিশুদ্ধ-পুণ্যের প্রভাবেই এ জন্মে তিনি লাভ করলেন মহালতা প্রসাধন।

এখন পাঠকগণ বিচার ক'রে দেখুন, বিশাখা আর সজ্ঘদাসী এ দু'জনের মধ্যে মহালতা প্রসাধনের দাবী কার? এ কৃতিত্বের জন্য কোন্ মহীয়সী নারী শ্রদ্ধার যোগ্য? বুদ্ধ মহামঙ্গল সূত্রে বলেছেন— **'পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা এতং মঙ্গলমুত্তমং'** পূর্ব জন্মে উপচিত পুণ্যই মহা কল্যাণজনক হয়। পূর্বকৃত পুণ্য না থাকলে সকল দিকে অমঙ্গল হয়। সংঘদাসীর কথা পাঠকগণ স্মরণ রাখ্‌বেন; এ গরীয়সী নারী পরেও আবার আপ্‌নাদের সম্মুখে উপস্থিত হবেন।

চীবর বা অষ্ট পরিষ্কার (প্রব্রজ্যা লাভের অষ্ট উপকরণ) সংঘ উদ্দেশ্যে দান করলে সে মহাপুণ্য-প্রভাবে স্ত্রী লোকেরা অন্তিম মানবজন্মে গৌরবজনক ও পুণ্যদ্যোতক মহালতা প্রসাধন লাভ ক'রে থাকেন এবং পুরুষেরা লাভ করেন ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা। এমন পুণ্য-ঋদ্ধি সম্পন্ন ভাগ্যবানেরাই সম্বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভের অধিকারী হন। অন্যথায় বুদ্ধ প্রব্রজ্যা না দিয়ে অন্য কোনও উপযুক্ত ভিক্ষুকে আদেশ করেন। জগতে নর-নারীর পক্ষে এবম্বিধ লাভই সম্মানজনক ও মহিমাব্যঞ্জক। পুণবতী বিশাখা আজ সেই সৌভাগ্যের হলেন অধিকারিণী।

দুই

মহালতা প্রসাধন যেদিন শ্রেষ্ঠীভবনে আনা হলো, সেদিন বিশাখার মাতা-পিতা পরামর্শ করলেন—'আগামী কল্য পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণিমার সুপ্রভাতে মেয়ে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করলে শুভ হবে। সুতরাং আগামী কল্য তাকে সাজায়ে দেওয়া হোক্।' ইহাও তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে—'মেয়ে যেন আজীবন শ্বশুরালয়ে কোনও অভাব অনুভব না করে এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকটও যেন কোনও দ্রব্যের জন্য হাত পাত্‌তে না হয়, সে পরিমাণ সমস্ত দ্রব্যই যেন পরিপূর্ণরূপে ওর সঙ্গে দেওয়া হয়।'

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর আদেশে তাঁর নির্দেশিত দ্রব্য সমূহ গাড়ী-ভর্তি হতে লাগ্‌লো। প্রত্যেক দ্রব্য পাঁচশত পাঁচশত গাড়ী পূর্ণ করা হলো। বিশাখার মাতা সুমনাদেবী দেখ্‌লেন, সমস্ত দ্রব্যই পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হয়েছে, কেবল পরিচারক দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তিনি অনুযোগের সুরে স্বামীকে বল্‌লেন—'তুমি মেয়ের জন্য সবই দিলে, কেবল দিলে না পরিচারক।'

শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন—'এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন? একটু ধৈর্য্য ধরে দেখো না কি করি। ওর বিদায় কালেই সব হবে।' এ ব'লে পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে কর্মচারীকে আদেশ করলেন—'ওহে, ভেরী শব্দে ঘোষণা করা হোক্ যে, আগামী কল্য প্রাতে বিশাখাকে সাজায়ে দেওয়া হবে, বরযাত্রীরা যেন প্রস্তুত থাকে।'

পিতার উপদেশ

রাত্রে মহাশ্রেষ্ঠী আপন শয়ন-প্রকোষ্ঠে বিশাখাকে আহ্বান করলেন। তিনি পিতৃসদনে উপনীত হয়ে বিনীত বাক্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাবা, আমায় ডেকেছেন?'

'হাঁ মা, আমার নিকটে এসে বসো। তোমায় কয়েকটা কথা বল্‌বো।'

শ্রেষ্ঠী-দুহিতা পিতার সন্নিকটে গিয়ে বস্‌লে তিনি বল্‌লেন—'মা, শ্বশুরালয়ে কুলবধূর কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। তা' তোমায় বল্‌ছি, মনোনিবেশ সহকারে শুনো—

১। শ্বশুরালয়ের আভ্যন্তরীণ অগ্নি কোনোদিন বাইরে নিও না,

২। বাইরের আগুন ভিতরে এনো না,

৩। যে দিয়ে থাকে, তা'কে দিও,

৪। যে দেয় না, তা'কে দিও না,

৫। যে দিয়ে থাকে, তা'কেও দিও; আর যে দেয় না, তা'কেও দিও।

৬। সুখে বসবে,

৭। সুখে আহার করবে,

৮। সুখে শয়ন করবে,

৯। অগ্নি পরিচর্য্যা করবে,

১০। আভ্যন্তরীণ দেবতাকে নমস্কার করবে।

পিতা মেয়েকে এ দশবিধ উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠ থেকে মিগার শ্রেষ্ঠী এসব উপদেশ শুন্‌লেন; কিন্তু, অর্থ বুঝে নিলেন বিপরীত। মেয়েকে অন্যায় উপদেশ দিলেন মনে ক'রে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর প্রতি তিনি বড়ো রুষ্ট হলেন।

শ্বশুরালয়ে যাত্রা

এক

শারদীয়া পূর্ণিমার প্রভাত। সুনীল আকাশ। দিনমণির আগমনী জানায়ে পূর্বদিগন্ত মনোরম সোনালী বর্ণে রঞ্জিত হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ হেলে পড়েছে অস্তাচলের পশ্চিম পার্শ্বে। তখনও উকি মারছে দু'একটা তারকা। শরতের সৌম্যভাব দর্শনে দুর্যোগময়ী বর্ষা যেন লজ্জা পেয়ে পালায়ে গেছে। ধরিত্রী আবার আনন্দময়ীর বেশে জেগে উঠেছে। মাঠে শ্যামল নব-দূর্বাদল, বাগানে বিচিত্র কুসুম, সরসীতে অর্ধ প্রস্ফুটিত নলিনী, ভ্রমরের গুঞ্জন, পাখীর কূজন, শারদীয়া পূর্ণিমার প্রভাত বড়ো সুন্দর, বড়ো মনোরম।

এই সুপ্রভাতের শুভক্ষণে শ্রেষ্ঠী-ভবন মুখর হয়ে উঠ্‌লো। বরযাত্রীর আনন্দ-কোলাহল, সাজ-সাজ কলরব, বাদ্যের সুতান লহরী, উলুধ্বনি ও শঙ্খনিনাদে সাকেতপুরী নিনাদিত। সখীরা প্রিয়সখীকে মনোমত ক'রে সাজালো। ধনীর দুলালী অল্পক্ষণ পরেই চলে যাবেন শ্বশুরালয়ে। স্নেহময়ী মাতা, বাৎসল্যময় পিতা, প্রাণের ভ্রাতা-ভগ্নী, নিজের পোষা আদরের হরিণ-শিশু, শশক, ময়ূর প্রীতিপ্রদ দেশবাসী, প্রিয় সাকেত নগর, সমস্তই ত্যাগ ক'রে তিনি চলে যাবেন। প্রিয়-বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র বাজ্‌লো তাঁর কোমল প্রাণে। সজল-নেত্রে একে একে সকলের নিকট বিদায় নিলেন তিনি। ছোট ভাই-বোনদের কোলে নিলেন এবং স্নেহ-চুম্বন দিলেন। মাথায় নিলেন পিতা-মাতার পদ-ধূলি। মাতাকে জড়িয়ে ধরে ফুকরিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেন। রোদনপরায়ণ মাতা তাঁর স্নেহাঞ্চলে স্নেহ-প্রতিমার চোখের জল মুছে নিলেন।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশলরাজ ও মিগার শ্রেষ্ঠী প্রমুখ বরযাত্রীদের সম্মুখে শ্রাবস্তীর খ্যাতনামা ও পরাক্রান্ত আটজন ধনাঢ্য প্রাজ্ঞ লোককে অনুরোধ করলেন যে—'আমার অবোধ মেয়েকে মনে করবেন আপ্‌নাদেরই মেয়ে। সে যদি শ্বশুরালয়ে কোনো সময়ে কোনও দোষ ক'রে থাকে, আপ্‌নারা তা' সংশোধন ক'রে দেবেন।' মহাশ্রেষ্ঠীর এ অনুরোধ যথাশক্তি রক্ষা করবেন ব'লে সেই আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সানন্দে সম্মতি দান করলেন।

দুই

পূর্ব গগনে স্বর্ণ-কিরণ বিকীর্ণ ক'রে দিনমণির আবির্ভাব হলো। বরযাত্রীরা প্রস্তুত হলেন। বিশাখা মহালতা প্রসাধন পরিধান ক'রে বধূবেশে সজ্জিত হলেন। মাতার আদরিণী কন্যা মায়ের বক্ষ নয়ন-জলে সিক্ত ক'রে অশ্বরথে আরোহণ করলেন। পিতা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে মেয়ের হাতে স্নানোপকরণের

মূল্য বাবৎ চুয়ান্ন কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে সাশ্রু-নয়নে বিদায় দিলেন। রথ চল্‌তে লাগ্‌লো।

স্বর্ণ-রৌপ্যের বিচিত্র চারুশিল্পে সুশোভিত রথখানা বাল-সূর্য্যের রশ্মি সম্পাতে ঝল্‌মল্ করতে লাগ্‌লো, বিজলীর মতো। রথে সংযোজিত সুবৃহৎ ও সুউচ্চ বলবান অশ্ব চতুষ্টয় স্বর্ণ-রৌপ্য ও হীরা-মুক্তার অলঙ্কারে পরিশোভিত। অশ্বের কণ্ঠাবদ্ধ কিঙ্কিণী-জাল থেকে সুমধুর রুণু-রুণু ধ্বনি উত্থিত হলো। রথের পুরোভাগে সসৈন্যে কোশলরাজ, পশ্চাতে শ্রাবস্তী বাসী, অগ্র-পশ্চাতে ও মধ্যভাগে বিবিধ বাদ্যকর, তারপর দ্রব্য-সম্ভার পরিপূর্ণ গো-শকট। স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণভাজন, রৌপ্য ভাজন, তাম্রভাজন, কাংশ্যভাজন, পট্টবস্ত্র, কৌশিকবস্ত্র, শালী তণ্ডুল ও ঘৃত প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্যপূর্ণ পঞ্চশত-পঞ্চশত শকট এবং কৃষিকর্মের যাবতীয় উপকরণ পূর্ণ পঞ্চশত শকট সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো। বহুশত দাসী ও পরি-চারিকা এবং সঙ্গে বিচরণের জন্য পঞ্চশত সহচরী দেওয়া গেলো। তাদের জন্যও অশ্বরথ নিয়োজিত হলো।

'বিশাখার পঞ্চ গোরসের প্রয়োজন' মনে ক'রে শ্রেষ্ঠী মেয়ের সঙ্গে দুগ্ধবতী গাভী দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখনই তিনি কর্মচারীকে আদেশ করলেন ছোট গোশালার দ্বার খুলে দেওয়ার জন্য। দ্বার খোলা হলো, শত শত দুগ্ধবতী গাভী বে'র হয়ে গেলো। মহাশ্রেষ্ঠী যখন দেখ্‌লেন, এতোগুলি গাভীতেই মেয়ের যথেষ্ট হবে, তখনই গো-শালার দ্বার বন্ধ করার আদেশ

দিলেন। দ্বার বন্ধ করা হলেও, বিশাখার পুণ্য প্রভাবে বহু বলবতী গাভী বাছুর সহ দরজার উপর দিয়ে লাফায়ে বের হয়ে গেলো। লোকেরা বাধা দিলে, শ্রেষ্ঠী মৃদু হেসে বল্‌লেন—'এ গুলিকেও যেতে দাও।' *

তিন

বিশাখা এতোগুলি গাভী লাভের মূলে রয়েছে তাঁর পূর্ব-জন্মার্জিত মহাপুণ্যের ফল। উল্লেখ আছে—তিনি বারাণসীরাজ কিকীর কনিষ্ঠা কন্যা সংঘদাসী (১) কশ্যপ বুদ্ধ প্রমুখ বিশ হাজার

---

* বিশাখাকে যা' গাভী প্রদত্ত হয়েছিলো, সে সব গাভীতে ৯ মাইল দীর্ঘ ও ১৪০ হাত প্রস্থ এই সুদীর্ঘ স্থান পূর্ণ হয়েছিলো। গোশালার দ্বার বন্ধ করার পরও ৬০ হাজার গাভী বাছুরসহ দরজা ডিঙ্গায়ে বের হয়ে গিয়েছিলো।

(ধর্মপদার্থকথায় বিশাখার কাহিনী)

(১) কশ্যপ বুদ্ধের সময় কাশীরাজ কিকীর ছিলো সাতটি মেয়ে ; যথা—পালি গাথায় উক্ত হয়েছে—

"সমণী সমণগুত্তা চ ভিক্‌খুনী ভিক্‌খুদায়িকা,
ধম্মা চেব সুধম্মা চ সংঘদাসী চ সত্তিমা'তি।"

শ্রমণী, শ্রমণগুপ্তা, ভিক্ষুণী, ভিক্ষু দায়িকা, ধর্মা, সুধর্মা ও সংঘদাসী এই সপ্ত মেয়ে।

তাঁরা গৌতম বুদ্ধের সময় যথাক্রমে—

"খেমা উপ্পলবণ্ণা চ পটাচারা চ গোতমী,
ধম্মদিন্না মহামায়া বিসাখা চেব সত্তমী'তি।"

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভিক্ষুকে বহুবার প্রচুর পরিমাণে পঞ্চ গোরস (২) ও তদ্দ্বারা প্রস্তুত নানা প্রকার সুখাদ্য দান করেছিলেন। তাঁর শ্রদ্ধা ও দানচিত্ত এতো প্রবল যে, ভিক্ষুগণ 'আর না, আর না' ব'লে বার বার বারণ করলেও, এমন কি হাত দিয়ে পাত্র ঢেকে রাখ্‌লেও, তবুও রাজকুমারী মায়ের মতো বাৎসল্যময় অন্তরে, মমতাপূর্ণ বাক্যে বলতেন—'ভন্তে, এটা খুব ভালো, এটা বড়ো মধুর, এটা অতি রসাল ও তৃপ্তিকর, একটু খেয়ে দেখুন, অল্প হলেও নিন্' ইত্যাদি কোমল-মধুর বাক্যে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করলে, ভিক্ষুগণ যৎসামান্য হলেও গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। এরূপ দানের মধ্যে ছিলো রাজকন্যার প্রগাঢ় ঐকান্তিকতা, উদগ্র পুণ্য-চেতনা এবং অনাবিল প্রীতি ও আনন্দ।

ভিক্ষুগণ বারণ করলেও তাঁর আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা হেতু চিত্ত কিছুতেই প্রবোধ মানতো না, দেওয়ার তৃপ্তিও মিট্‌তো না। তাই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ক'রে পঞ্চ গোরস গ্রহণ করায়েছিলেন। এই অচিন্তনীয় পুণ্যক্ষেত্রে প্রদত্ত দানের ফলও হয়েছে অচিন্তনীয়। সে পুণ্যের সাক্ষী স্বরূপ এ জন্মে বিশাখা লাভ করলেন অগণিত গাভী এবং লোকদের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও বহু গাভী দরজা ডিঙ্গায়ে বের হয়ে গেলো। কুশল কর্মের প্রভাব

ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, গৌতমী, ধর্মদিন্না, মহামায়া, ও বিশাখা রূপে এই সপ্তজন পুণ্যবতী নারী জন্ম নিয়েছিলেন। অতীতের সংঘদাসী বর্তমানের বিশাখা।

(মনোরথপূরণী)

(২) দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মাখন ও ছানা।

এতো বৈচিত্র্যপূর্ণ। কৃতপুণ্যবানের জীবন হয় কল্যাণময় ও সুখময়। পাঠকগণ পূর্বেই অবগত হয়েছেন যে, রাজকন্যা সংঘদাসীই এ জন্মের বিশাখা।

চার

সাকেত নগরের চার পাশে চৌদ্দটি গ্রাম। সে সব গ্রামবাসীরা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর অন্নেই পালিত। বিশাখা ছিলো তাদের মাতৃরূপিণী। তাঁকে তারা শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাস্‌তো প্রীতি, নেত্রে দর্শন করতো এবং ঐকান্তিক আগ্রহে মা ব'লে ডাক্‌তো। তারা সকলেই আন্তরিকতার সহিত এ বিবাহের সর্বকার্য্য সম্পাদন করেছিলো। মহাশ্রেষ্ঠী তাদের চিত্তভাব পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বল্‌লেন—'তোমাদের মধ্যে যারা আমার মেয়ের সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করো, যেতে পারো।'

শ্রেষ্ঠীর কথা শুনা মাত্রই চৌদ্দ গ্রামের নর-নারী সকলেই ব'লে উঠলো—'আমাদের মা-লক্ষ্মী যখন চলে যাচ্ছেন, তবে আম্‌রা আর এখানে কি করবো।' এ ব'লে সকলেই বিশাখার সঙ্গে যেতে লাগ্‌লো।

ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী বৈবাহিক মিগার শ্রেষ্ঠীকে কিছুদূর আগুবাড়ায়ে দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মিগার শ্রেষ্ঠী সকলের পশ্চাতেই শকটারোহণে যেতেছিলেন। চৌদ্দটি গ্রামের বহু সংখ্যক নর-নারী তাঁদের সঙ্গে যেতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'এরা কে?'

প্রত্যুত্তরে একজন বল্‌লো—'আপ্‌নার পুত্র-বধূর পরিচর্য্যাকারী।'

শ্রেষ্ঠী সবিস্ময়ে বল্‌লেন—'এতোগুলি লোক! এদের আহার যোগাবে কে? দণ্ডাঘাতে দূর করে দাও।'

বিশাখা এ সংবাদ পেয়ে বল্‌লেন—'তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে নিষেধ করো, তারাই স্বকীয় আহার যোগার ক'রে নেবে।'

মিগার শ্রেষ্ঠী কিন্তু, তা' মান্‌তে চান না, আবার দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন—'তাড়িয়ে দাও, ঢেলা মারো, লাঠি দিয়ে প্রহার করো।'

শ্রেষ্ঠীর আদেশে লোকগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু, বিশাখার প্রতি যারা সমধিক মমতাপরায়ণ, তারা মার খেয়েও ফির্‌লো না, বিশাখার সঙ্গেই গেলো।

পাঁচ

শ্রাবস্তীতে আজ কেমন এক ঔৎসুক্যের ভাব জেগে উঠেছে। সকলের মুখেই এক কথা 'আজ মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র-বধূ আসবে দশ ঘোড়ার রথে চড়ে। খুব ধনীর মেয়ে, ধনের বাহার দেখায়ে অতি জাঁক-জমকেই আসবে। শুন্‌লাম নাকি, মেয়েটির গায়ে কি রকম পাঁচটা লক্ষণ আছে; লোকেরা বলে, তা' পুণ্যের চিহ্ন। আরো শুন্‌লাম, সে রূপসীর সেরা, যেন স্বর্গের অপ্সরী! রাজপথ দিয়েই তারা যাবে। আমাদের রাজাও গিয়েছেন তাকে আন্‌তে। সে কি যেমন-তেমন ভাগ্যবতী! গিয়ে দেখি, ধনীর ধনের জলুস কেমন।

শ্রাবস্তীর নগর-দ্বারে উপস্থিত হয়ে বিশাখা দেখ্‌লেন—অগণিত লোকের ভিড় জমেছে রাস্তার উভয় পার্শ্বে। সকলের দৃষ্টিই ঔৎসুক্যপূর্ণ, অনিমেষ ও বিস্ময়াপন্ন। বিশাখা তখন চিন্তা করলেন—'শ্রাবস্তীবাসীরা আমার শ্বশুর-দেশের লোক। সুতরাং তাঁরা আমার আত্মীয়। তাঁরা আমাকে দেখ্‌তে এসেছেন। এ সময়ে প্রতিচ্ছন্ন রথে এ পথ অতিক্রম করা আমার উচিত হবে না। বিশেষতঃ পিতার গৌরব বর্দ্ধনের প্রতিও আমাকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে।' এ মনে ক'রে তিনি প্রতিচ্ছন্ন রথ থেকে অবতরণ ক'রে উন্মুক্ত রথে আরোহণ করলেন।

দর্শকবৃন্দ দেখ্‌লেন, সর্বাগ্রে সশস্ত্র দেহরক্ষী পরিবৃত গজপৃষ্ঠে কোশলরাজ। তখন সকলেই রাজাকে প্রণাম ক'রে উচ্চ কণ্ঠে নরনাথের জয়-ঘোষণায় আকাশ-বাতাস মুখর ক'রে তুললো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। গজারোহী, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্য যাচ্ছে সুশৃঙ্খলায়. দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন ক'রে। তারপর সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হাজার হাজার গো-শকট স্বর্ণ মুদ্রাদি বিবিধ মহার্ঘ-রত্নে পরিপূর্ণ। বিরাট মিছিল। একবিধ বস্তু-সম্ভারের পর অন্যবিধ বস্তু-সম্ভার, এক শকটের পর অন্য শকট, গো-শকট, অশ্ব-শকট, গজারোহী, অশ্বারোহী, মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত অগণিত নর-নারী, প্রাণ-মাতানো বাদ্যের সুতান লহরী, সখীদের উল্লাসময় প্রীতি-গীতিকা, চমৎকার দৃশ্যসমূহ একটার পর একটা ধীরে চলে যাচ্ছে দর্শকবৃন্দের

অন্তরে চমক্ লাগিয়ে। অন্ত নেই মিছিলের, শেষ কোথায় কে জানে! তারপর এলো বিশাখার রথ ঝিক্‌মিক্ ক'রে। অহোঃ, কী বাহার, কী অপূর্ব দৃশ্য মহালতা প্রসাধনের, বিশাখার রূপের সঙ্গে যেন মিলে গেছে, কী চমৎকার, যেন বিদ্যুৎ-প্রভার বিলাস-লহরী! বিস্ময়াবিষ্ট হলো দর্শকবৃন্দ। সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগ্‌লো—'সত্যই এই মেয়েটি মহাপুণ্যবতী, এ ঐশ্বর্য্যই এর সাক্ষ্য প্রদান করছে।' বাল-বৃদ্ধ সকলেরই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন ক'রে ঐশ্বর্য্য-লীলায় লীলায়িত শোভাযাত্রা নগরের রাজপথে মনোমোহন অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ ক'রে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে।

শ্বশুরালয়ে

বিশাখা পুণ্য-দীপ্তিতে সকল দিক উদ্ভাসিত ক'রে শ্বশুরালয়ে উপনীত হলেন। 'স্বাগতম্' সূচক মাঙ্গলিক বাদ্যের সুতান লহরী, হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি-মুখর শুভক্ষণে নব-বধূকে বরণ ক'রে নিলেন শাশুড়ী প্রমুখ কুলবধূগণ। নূতন বৌকে দেখার জন্য হুড়াহুড়ি পড়ে গেলো। কার আগে কে দেখ্‌বে, একটা কি হুলুস্থুল ব্যাপার। নব-বধূর মহীয়সী ভাব, পুণ্য-লক্ষণ ও অপরূপ রূপ-মাধুরী দে'খে সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলো। শ্রদ্ধা ও গৌরবেও হলো অন্তর পরিপূর্ণ।

বিশাখার পিতৃ-ভবনে বরযাত্রীরা আশাতীত বিপুল সংকার-সম্মান লাভ ক'রে নব-বধূর প্রতি তাঁরা সকলেই অত্যধিক প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তাঁরা সম্মান প্রদর্শন মানসে তাঁর নিকট উচ্চস্তরের উপঢৌকন পাঠালেন। বিশাখা কিন্তু, সে সমস্ত গ্রামবাসীকে বিতরণ ক'রে দিলেন। এরূপ মহদন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে গ্রামবাসীরা তাঁর প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হলেন। শ্বশুরকুলের প্রত্যেককেই কয়েক দিনের মধ্যে তিনি আপন ক'রে নিলেন। তাঁর প্রিয়ালাপ ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হলেন। গ্রামবাসীকে যথাযোগ্য বাবা, মা ও ভাই-বোনাদি মধুর প্রিয় সম্বোধনে অন্তরঙ্গ জ্ঞাতি সদৃশ ক'রে নিলেন। বিশাখার বাক্য ও কণ্ঠস্বরে এমন একটা মধুরতা ও মদিরতা মিশান ছিলো যে, তাঁর কথা একবার যে শুনেছে, আবার শুন্‌বার জন্য সে আকুল হয়ে উঠ্‌তো।

বিশাখা যেদিন শ্বশুরালয়ে এলেন, সেদিন গভীর রাত্রে শ্বশুরের এক ঘোটকী প্রসব বেদনায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছিলো। অশ্বীর যন্ত্রণা-সূচক শব্দ শুনে বুদ্ধিমতী নূতন-বৌ তা' বুঝ্‌তে পেরে তখনিই তিনি কয়েকজন দাসী সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ হস্তে অশ্বশালায় উপস্থিত হলেন। বিশাখার নিপুণ-হস্তের প্রক্রিয়ায় ঘোটকী সহসা সুখেই প্রসব করলো। সদ্যোজাত বাচ্চাকে উষ্ণ-জলে ধৌত ক'রে, তৈল মালিস ক'রে, তারপর যা' যা' করা প্রয়োজন, সবই সম্পাদন করার পর দাসীসহ প্রত্যাবর্তন করলেন।

মিগার শ্রেষ্ঠীর ভুল সংশোধন

পুণ্য-পুরুষ বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন বহুকাল যাবৎ। কিন্তু, মিগার শ্রেষ্ঠী কোনদিন তাঁর নিকট যাননি। তথাগতের অসাধারণ গুণরাশির খবরও তিনি রাখেন না। তিনি ছিলেন উলঙ্গ-সন্ন্যাসীদের ভক্ত। পুত্রের আবাহ-মঙ্গল উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেছিলেন পঞ্চশত উলঙ্গ-সন্ন্যাসীকে। যথাসময়ে তাঁরা শ্রেষ্ঠী-ভবনে উপনীত হলেন। শ্রেষ্ঠী তাঁদেরকে সসম্মানে বসালেন এবং নিরোদক ক্ষীর-পায়স পরিবেষণ করলেন। আহারকৃত্যের অবসানে পরিবারের সকলেই এসে সন্ন্যাসীদেরকে প্রণাম ক'রে গেলেন। পরিশেষে শ্রেষ্ঠী বিশাখার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে—'বধূমাতা এসে অরহন্ত দিগ্‌কে প্রণাম করুক।'

বিশাখা স্রোতাপন্না আর্য্যশ্রাবিকা। অর্হৎ তাঁর বড়ো প্রিয়। অর্হৎ শব্দটি শুন্‌তেও যেন সুধা বর্ষণ হয় তাঁর কর্ণে। আজ তিনি 'অরহন্ত' শব্দ শুনেই আনন্দে অধীর হলেন। হৃষ্টচিত্তে তথায় এসে যা' দেখ্‌লেন, তাতেই তিনি লজ্জায় অধোবদন হলেন। লজ্জাবনত-মুখে শ্বশুরকে বল্‌লেন—'ছিঃ বাবা, এমন লজ্জাহীনেরা কি অর্হৎ হতে পারে? কেন লজ্জা দিতে আমায় এখানে ডাক্‌লেন?' এ ব'লে বিশাখা অসন্তোষ ও ভগ্ন হৃদয়ে সেস্থান ত্যাগ করলেন। শ্রেষ্ঠী অপ্রতিভ হয়ে মাথা হেঁট করলেন।

নব-বধূর মুখে এমন নিন্দাবাক্য শুনে সন্ন্যাসীরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। এক সঙ্গেই সকলে শ্রেষ্ঠীকে ভর্ৎসনা করতে আরম্ভ করলেন—'কি হে গৃহপতি, তোমার জন্য আর কি কোনও মেয়ে জুট্‌লো না? গৌতমের পূজারিণী এমন এক অনাসৃষ্টি মেয়ে কেন ঘরে এনেছো? সহসা এই নাস্তিককে ঘর থেকে দূর্ ক'রে দাও।'

মিগার শ্রেষ্ঠী পুত্রবধূর এ আচরণে বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হলেন। তিনি নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে সন্ন্যাসীদের শান্ত করলেন এবং এ ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন—'গুরুদেব, অবোধ বালিকা না বুঝে এক কথা বলেছে, আপ্‌নারা তা' ক্ষমা করুন।'

শ্রেষ্ঠী সন্ন্যাসীদের বিদায় দিয়ে আহার করার মানসে ভোজনাসনে গিয়ে বস্‌লেন। তিনি স্বর্ণ-থালায় পায়স ভোজনে প্রবৃত্ত হলেন। বিশাখা তখন পাখার শীতল-বায়ু পরিবেষণ করছিলেন শ্বশুরকে। এম্‌নি সময়ে ভিক্ষার্থী এক ভিক্ষু পাত্রহস্তে এসে দাঁড়ালেন গৃহদ্বারে। বিশাখা ভিক্ষু দেখে 'শ্বশুরও দেখুক' এই মনে ক'রে শ্রেষ্ঠীর সম্মুখ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তিনি ভিক্ষুকে দেখেও, না দেখার মতো হয়ে নতমুখে ভোজনেই রত রইলেন। বিশাখা চিন্তা করলেন—'আমার শ্বশুরের দান করার ইচ্ছা নেই বোধ হয়। না হয়, তিনি ভিক্ষুকে দেখেও, না দেখার মতো হয়ে রয়েছেন কেন?' এ ভেবে তিনি ভিক্ষুকে ক্ষুণ্ণ-স্বরে বল্‌লেন—'ভন্তে, আপ্‌নি অন্যত্র গমন করুন, আমার শ্বশুর 'বাসি' খাচ্ছেন।'

বিশাখার কথা শুনে শ্রেষ্ঠী ক্রোধান্বিত হয়ে তখনই পায়স-ভাজন ফেলে রেখে উঠে পড়লেন এবং কর্মচারীদের আদেশ

করলেন—‘এই অবিবেচক মেয়েটিকে এ মুহূর্তেই আমার বাড়ী থেকে বের ক’রে দাও। আমার এমন মঙ্গল দিবসে বল্‌ছে, আমি অশুচি খাচ্ছি।’

শ্রেষ্ঠীর আদেশ কেহই প্রতিপালন করলো না। কারণ, তথায় যারা ছিলো, সবাই বিশাখার দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী। শ্বশুরের কথা শুনে বিশাখার হাসি পেলো। তিনি মৃদু কণ্ঠে বল্‌লেন—‘বাবা, এতেই আমায় কি ক’রে ঘর থেকে বের করে দেবেন? তা’ কি হতে পারে? আমাকে তো দাসীর মতো পথ থেকে ধরে আনেন্‌ নি। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর মেয়ে কি ক’রে এতো সহজে বের হতে পারে, বাবা! এসব ঘট্‌বে জেনেই তো আমার পিতা আটজন বিজ্ঞ লোকের উপরই আমার ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার দিয়েছিলেন। তাঁদেরকেই ডেকে এনে এর বিচার করা হোক্‌।’

‘তা’ই হোক্‌’ ব’লে শ্রেষ্ঠী সেই আটজন লোককে ডাক্‌লেন। তাঁরা উপস্থিত হলে, শ্রেষ্ঠী ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লেন—‘দেখুন আপ্‌নারা, এ বালিকাটি আমায় অপমানজনক কথা বলেছে। আমার এমন মঙ্গল দিবসে যখন আমি পায়স খাচ্ছি, তখন ও বল্‌ছে, আমি অশুচি খাচ্ছি। দেখুন, ওর কেমন স্পর্ধা! বড়ো দুর্বিনীতা, এর বিচার করুন আপ্‌নারা। আমার বাড়ী থেকে ওকে বের ক’রে দেবার ইচ্ছা করেছি। আপ্‌নারাই এর বিধান করুন।’

শ্রেষ্ঠীর কথা শুনে বিচারকগণ বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘মা, তুমি এরূপ বলেছো?’

বিশাখা মৃদুবাক্যে বল্‌লেন—‘বাবাগণ, আমার কথা সেরূপ নয়। যা’ বলেছি, আপ্‌নারা তা’ শুনোন্‌—একজন ভিক্ষার্থী ভিক্ষু আমাদের গৃহদ্বারে আস্‌লেন। তখন আমার শ্বশুর পায়স ভোজন করছিলেন। তিনি ভিক্ষু দেখেও, না দেখার মতো হয়েই ভোজন করতে লাগ্‌লেন। ভিক্ষুকে কিছু দেবার তেমন সদিচ্ছা দেখা গেলো না। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমার শ্বশুর এ জন্মে পুণ্যসঞ্চয়ে বিমুখ; পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যপ্রভাবে যা’ লাভ করেছেন, তা’ই এখন পরিভোগ করছেন। পুরাতনকে ‘বাসি’ বলেই আমি মনে করি। তাই আমি ভিক্ষুকে বল্‌তে আমার বিবেক বাধ্য করেছে—‘ভন্তে, আপ্‌নি অন্যত্র যান, আমার শ্বশুর বাসি খাচ্ছেন।’ এতে আমার কি দোষ হয়েছে, আপ্‌নারা বিচার ক’রে দেখুন।’

বিচারকেরা বিশাখার কথা হৃদয়ঙ্গম ক’রে শ্রেষ্ঠীকে বুঝায়ে বল্‌লেন—‘শ্রেষ্ঠী প্রবর, বধূর এ কথার কোনও দোষ দেওয়া যায় না। মা আমাদের ধর্মসঙ্গত ন্যায় কথাই বলেছে। দেখুন, কী চমৎকার হৃদয়গ্রাহী কথা! আপ্‌নি না বুঝেই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন।’

বধূ নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তবুও তিনি অন্য বিষয়ের অবতারণা করলেন। আজ তিনি সকল বিষয়ের চূড়ান্ত করতে চান। তিনি বল্‌লেন

—'আচ্ছা যাক্, এতে এর দোষ না হলেও, কিন্তু আরো অন্য বিষয় আছে, তাও আপ্‌নারা শুনোন্—যেদিন এ মেয়েটি আমাদের ঘরে এসেছে, সেদিন গভীর রাত্রে গোপনে কয়েকজন দাসী সহ ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং পেছনের এক ঘরে বহুক্ষণ কি পরামর্শ ক'রে ফিরে আসে। এরূপ গোপন পরামর্শ করার উদ্দেশ্য কি, আপ্‌নারা বিচার করুন।'

বিচারক– মা, ইহা কি সত্য ?

বিশাখা মৃদু হেসে বল্‌লেন - 'গিয়েছিলাম এ বাড়ীর মঙ্গলের জন্যই। তথায় তখন এক ঘোটকী প্রসববেদনায় বড়ো কষ্ট পাচ্ছিলো। সে সময়ে সমস্ত বাড়ী নিস্তব্ধ, কারও সাড়া-শব্দ নেই। অশ্বীর বেদনাতুর কাতর-ধ্বনি শুনে অগত্যা বাধ্য হয়েই আমাকে যেতে হয়েছে। আমার সঙ্গে ছিলো দাসী আর প্রদীপ। আমাদের যথাযথ প্রক্রিয়া-কৌশলে ঘোটকী নিরাপদে প্রসব কর্‌লো। বাচ্চাটিকে গরম জলে ধুয়ে, তৈল মেখে এবং আর যা' প্রয়োজনীয় কাজ, তাও সম্পন্ন ক'রে চলে আসি।'

বিচারকগণ সপ্রশংস বাক্যে বল্‌লেন –'বেশ করেছো মা, তোমার কাজ প্রশংসনীয়।'

বিচারক বল্‌লেন—'শ্রেষ্ঠী প্রবর, আমাদের মা লক্ষ্মী যা' করেছে, দাসীরাও তা' করবে না ; আপ্‌নার কল্যাণজনক কাজই করেছে, এতেও সে নির্দোষ।'

তৎপর শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন –'আচ্ছা, এটাও দোষ না হোক্, কিন্তু আরো অভিযোগ আছে –পিত্রালয় থেকে যাত্রার পূর্বরাত্রে এর পিতা গোপনে দশটি কথা এ কে বলেছে। সেকথার যথাযথ বিচার আপ্‌নাদের করতে হবে। বলেছে—'ঘরের আগুন বাইরে নিও না।' আপ্‌নারা চিন্তা ক'রে দেখুন, তাও কি সম্ভব ? আমার প্রতিবেশী লোককে আগুন না দিয়ে পারবো কি ?'

বিচারক—মা, এ কথা কি সত্য ?

বিশাখা—আমার শ্বশুর এর মর্মার্থ বুঝেননি। বাবা বলেছেন 'শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি শ্বশুরালয়ের পরিজনবর্গের যে কোনোও দোষের কথা আগুন সদৃশ। তাই শ্বশুর বাড়ীর কারও কোনো দোষাবহ কথা দাস-দাসীকে বা পরগৃহে যেয়ে অপরকে, এমন কি পিত্রালয়ে এসেও বলো না। এতে শ্বশুরকুলের গৌরব ও মর্য্যাদা নষ্ট হয়।' এটাই হলো এর মর্মার্থ।

বিচারকগণ বিশাখার কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠীকে বল্‌লেন—'দেখুন শ্রেষ্ঠী প্রবর, আপ্‌নার বৈবাহিক (বেয়াই) কেমন নীতিজ্ঞ, কতো সুন্দর সারগর্ভ কথা ! আপ্‌নার পুত্রবধূ বেশ বুদ্ধিমতী ; সংক্ষিপ্ত কথা, সে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেছে, কী চমৎকার বোধজ্ঞান !'

শ্রেষ্ঠী বল্‌লেন—'আচ্ছা, তাও বুঝলাম, কিন্তু আবার যে বলেছে –'বাইরের আগুন ভেতরে এনো না।' আমার ঘরে আগুন না থাক্‌লে, বাইর থেকে না এনে পারা যাবে কি ?'

বিচারক– মা, ইহা সত্য কি ?

বিশাখা—না, এর অর্থ তা' নয়। কথা হলো—প্রতিবেশীরা আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী অথবা পরিজনবর্গের মধ্যে যে কারও কোনোও দোষের কথা যদি ব'লে থাকে, আমি তা' শুনে এসে যেন তাঁদেরকে না বলি, এমন কি দাস-দাসীকে পর্য্যন্ত না। কারণ, দোষকীর্তনরূপ আগুন মহা অনর্থের সৃষ্টি করে।

বিচারকগণ সপ্রশংস বাক্যে বল্‌লেন—'বেশ, অতি উত্তম কথা। শ্রেষ্ঠী মহাশয়, আমাদের মা এ বিষয়েও নিরপরাধ।'

শ্রেষ্ঠী – আচ্ছা, এটাও অপরাধ না হোক্, কিন্তু এর পিতা আরো বলেছে—'যারা দিয়ে থাকে, তাদেরকেই দিও।'

বিশাখা – হাঁ বাবা, তা' বলেছেন। যারা কোনো দ্রব্য হাওলাত নিয়ে পুনরায় যদি ফেরৎ দেয়, তাদেরকেই হাওলাত দিতে বলেছেন।

শ্রেষ্ঠী—এর পিতা এ কথাও বলেছে—'যারা না দেয়, তাদেরকে দিও না।'

বিশাখা – হাঁ তাইতো, যারা ধার নিয়ে পরিশোধ করে না, তাদেরকে কিছুই না দেবার জন্য বলেছেন।

শ্রেষ্ঠী—আচ্ছা, এ কথাটা বলার তাৎপর্য্য কি—যারা দিয়ে থাকে, তাদেরকেও দিও, আর যারা দেয় না, তাদেরকেও দিও ?

বিশাখা – হাঁ বাবা, সে কথার তাৎপর্য্য আছে। কোনও দরিদ্র যদি কিছু চায়, সে যদি জ্ঞাতি হয়, ফেরৎ দিতে বা পরিশোধ করতে পারুক বা না পারুক, তাকে দিতেই হবে, এ কথাই বাবা বলেছেন।

শ্রেষ্ঠী—এর পিতা আরো বলে কি—'সুখে বস্‌বে'।

বিশাখা—হাঁ, তাও বলেছেন এ অর্থে—শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের দেখে উঠ্‌তে হয়, এমন আসনে না বসাই উচিত।

শ্রেষ্ঠী—ইহাও বলেছে—'সুখে ভোজন করবে'। এর অর্থ কি ?

বিশাখা—এর অর্থ হলো, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পূর্বে না খেয়ে, তাঁদেরকে খাওয়ায়ে এবং পরিবারের মধ্যে কে খেয়েছে অথবা খায়নি, এর তত্ত্ব নিয়ে সকলকে খাওয়ায়ে তারপরই আমাকে খেতে বলেছেন। আমি খেতে বস্‌লে যেন আর উঠ্‌তে না হয়।

শ্রেষ্ঠী—'সুখে শয়ন করবে' একথা বলার কারণ কি ?

বিশাখা—শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পূর্বে শয়ন না ক'রে তাঁদের যাবতীয় ব্রত সম্পাদনের পর সকলের শেষেই শয়ন করতে বলেছেন।

শ্রেষ্ঠী—'অগ্নি পরিচর্য্যা করবে' একথা বলার অর্থ কি ?

বিশাখা—শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী অগ্নিতুল্য। তাঁদের পরিচর্য্যা করার জন্যই বলেছেন।

শ্রেষ্ঠী—আরো বলেছে—'আভ্যন্তরীণ্ দেবতাকে নমস্কার করবে' একথার অর্থ কি ?

বিশাখা—এর অর্থ হলো, শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সম্মান, গৌরব ও নমস্কার করতে বলেছেন। এতে হয় নীতিধর্ম রক্ষা, অপিচ পুণ্যার্জনও। গুরুজনের আশীর্বাদ লাভে হয় চার বিষয়ের অভিবৃদ্ধি, যথা—আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল। *

বিশাখার সদুত্তর শুনে শ্বশুর এবার নীরব হলো। তাঁর আর বল্‌বার মতো কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজ তাঁর এতোদিনের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন হলো। এযাবৎ যেই উষ্মা অন্তরে ধূমায়িত হচ্ছিলো, আজ হলো তার নিরসন ও উপশম। এখন পরিচয় পেলেন তাঁর পুত্রবধূর গভীর জ্ঞানের। বধূর প্রতি হলেন অতি প্রসন্ন এবং হয়ে পড়লেন বড়ো লজ্জিত ও অপ্রতিভ।

বিচারকেরা জিজ্ঞাসা করলেন—'শ্রেষ্ঠী প্রবর, আমাদের মেয়ের আর কোনো প্রকার দোষ আছে কি?'

শ্রেষ্ঠী সলজ্জবদনে বল্‌লেন—'না, আর আমার বল্‌বার কিছুই নেই। বধূমায়ের দোষ তো কিছুই দেখ্‌ছিনা।'

'তা'হলে আপ্‌নি বুঝতে পেরেছেন যে, আপ্‌নার পুত্রবধূ নিরপরাধ। আপ্‌নার গৃহ থেকে যে, বের করে দেবার কথা বলেছিলেন, সে ইচ্ছাও এখন ত্যাগ করেছেন।

---

* 'অভিবাদন-সীলিস্স নিচ্চং বদ্ধাপচাযিনো,
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ু বণ্ণো সুখং বল'ন্তি।'

(ধর্ম্মপদার্থকথায় দীর্ঘায়ু কুমার)

তখন বিশাখা ব'লে উঠ্‌লেন—'বাবাগণ, শ্বশুরের কথায় অম্‌নি চলে যাওয়া আমি যুক্তি সঙ্গত মনে করি নি। যেহেতু, আমার দোষাদোষ সংশোধনের জন্য পিতা আপ্‌নাদের হাতেই আমাকে সমর্পণ করেছিলেন। আপ্‌নারাও এখন আমার নির্দোষতার প্রমাণ পেয়েছেন। সুতরাং এখন আমি পিত্রালয়ে চলে যেতে পারি। এ মুহূর্তেই আমি চলে যাবো।' এ ব'লে বিশাখা বিচারকগণকে প্রণাম ক'রে সেস্থান ত্যাগ করলেন এবং দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী ও সহচরী প্রভৃতি আপনজন সকলকেই আদেশ করলেন—'সহসা তোম্‌রা শকটাদি সজ্জিত করো এবং গমনের জন্য প্রস্তুত হও।'

তখন শ্রেষ্ঠী-ভবনে হৈ-চৈ পড়ে গেলো, সাজো সাজো কলরবে মুখর হয়ে উঠ্‌লো, বিশাখা আদেশ দিচ্ছেন কে কোন্‌টা গুছাবে। গো-শকট ও অশ্ব-শকট সজ্জিত হচ্ছে, দ্রব্যসম্ভার গুছানো হচ্ছে। শাশুড়ী এসে আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—'কি হচ্ছে বৌমা! ব্যাপার কি?'

বিশাখা গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—'মা, অপরে কেন আমায় বের ক'রে দেবে—আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।'

সজল নেত্রে শাশুড়ী বল্‌লেন—'কি বল্‌ছো বৌ! তা' কি হয়? আমার এমন লক্ষ্মী বৌ, কতো ভাগ্যের জোরে পেয়েছি! কে বের করবে করুক্ দেখি, আমি তোমায় যেতে দেবো না, তুমি কি ক'রে যাবে?'

এদিকে শ্রেষ্ঠী হলেন হতবাক্। তিনি প্রমাদ গণলেন। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বিচারকগণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন তিনি, তাঁরা যেন বৌকে বারণ করেন। তখন তাঁদেরকে তিনি সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বধূর নিকট উপস্থিত হয়ে কাতরস্বরে বলতে লাগ্লেন—'বৌমা, সবই আমার দোষ, আমারই ভুল হয়েছে। ভ্রম বশতঃ অন্যায় বলেছি, আমায় ক্ষমা করো।'

বিশাখা বিচারকগণকে বল্লেন—'বাবাগণ, আপ্নাদের নিকট ক্ষমা চাইলেই হবে। কিন্তু, একথাও ব'লে রাখ্ছি যে, এ সর্তেই আমি এখানে থাক্তে পারি—যদি আমার ইচ্ছানুরূপ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা ও ধর্মাচরণের সুযোগ পাই। বুদ্ধ-শাসনে অচলাশ্রদ্ধা সম্পন্ন বৌদ্ধকুলের কন্যা আমি, ধর্মাচরণ 'ব্যতীত এখানে আমি অবস্থান করতে পারবো না।'

অকুণ্ঠকণ্ঠে বল্লেন শ্রেষ্ঠী—'আচ্ছা মা, তাই হবে। যথেচ্ছা তুমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘের সেবা ও ধর্মাচরণ করো, এতে আমার কোনও আপত্তি নেই।'

বিশাখা এবার শান্ত হলেন। তাঁর অন্তর্নিহিত বেদনা রাশি নিমেষে মুছে গেলো। হৃদয় আনন্দে ভরে উঠ্লো। প্রশান্ত হাসি হেসে তিনি শ্বশুরের পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। বল্লেন—'তা'হলে বাবা, এখনিই বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আগামী কল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করতে পাঠাবো।'

শ্রেষ্ঠী—মা, তোমার যথাভিরুচি।

মিগার শ্রেষ্ঠীর জ্ঞান লাভ

বিশাখা শ্বশুরালয়ে আসাবধি বড়ো অস্বস্তি বোধ কর্ছিলেন। কারণ, শ্বশুরকুল মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ও ভ্রান্ত-পথের অনুবর্তী, বুদ্ধ-বিরোধী মতাবলম্বী ও সত্য-ধর্মে অশ্রদ্ধ। স্রোতাপন্নের পক্ষে এমন কুলে অবস্থান, মরু-কান্তারের মতো অসহনীয়। বিশাখা শ্বশুরের নিকট আজ সদ্ধর্ম-সেবার আদেশ পেয়ে অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর অন্তর পূর্ণ হলো। তাঁর এখন পূর্ণ বিশ্বাস জেগে উঠেছে, শ্বশুরকুলকে এবার আলোকোজ্জ্বল করতে পারবেন। প্রীতিফুল্ল অন্তরে তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করালেন। পর দিবস পুণ্যপুরুষ তথাগত ষড়রশ্মিতে দেদীপ্যমান হয়ে পঞ্চশত শিষ্যসহ মিগার শ্রেষ্ঠীর ভবনে উপনীত হলেন। সজ্জিত আসনে সমাসীন হলেন প্রশান্ত জ্যোতির্ময় তথাগত ও অর্হৎ শ্রাবকসংঘ।

এদিকে উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা কি করলেন, তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে যথাসত্বর শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ঘিরে বসে রইলেন। বিশাখা শ্বশুরের নিকট সংবাদ পাঠালেন—'আমার শ্বশুর এসে সশিষ্য বুদ্ধকে পরিবেষণ করুন।'

শ্রেষ্ঠী আস্তে ইচ্ছা করলেন বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা আস্তে দিলেন না। তাঁরা এ ব'লে বারণ করতে লাগ্লেন—'মহাশ্রেষ্ঠিন্, আপ্নি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাবেন না, মহাশ্রমণ বড়ো মায়াবী।' অগত্যা শ্রেষ্ঠী বধূর নিকট সংবাদ পাঠালেন—'আমার বধূমাতা নিজেই পরিবেষণ করুক।'

সশিষ্য বুদ্ধের আহার কৃত্যের অবসানে বিশাখা পুনরায় শ্বশুরের নিকট সংবাদ পাঠালেন—‘আমার শ্বশুর এসে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করুন।’

শ্রেষ্ঠী সন্ন্যাসীদিগ্‌কে অনুরোধ ক’রে বল্‌লেম—‘এবার না গেলে ভালো দেখাবে না। একবার যেয়ে দেখি, বুদ্ধ কি বলেন শুনি।’ এ ব’লে তিনি আসন ত্যাগ ক’রে উঠ্‌লেন। অগত্যা সন্ন্যাসীরা তাঁ’কে যেতে দিলেন, কিন্তু এ ব’লে সতর্ক ক’রে দিলেন যে—‘আপ্‌নি গেলেও, শ্রমণ গৌতমের মুখ দর্শন করবেন না। ধর্ম শুন্‌লেও, পর্দার অন্তরালে বসেই শুন্‌বেন।’

শ্রেষ্ঠীর আদেশে পর্দা খাটান হলো। পর্দার অন্তরালে বসে তিনি ধর্ম শুন্‌তে লাগ্‌লেন। অচিন্তনীয় বুদ্ধের মহাশক্তির প্রভাবে পর্দা যেন হয়ে গেলো স্বচ্ছ কাঁচের মতো। স্পষ্টরূপে শ্রেষ্ঠীর নয়ন-গোচর হলো পুণ্য-লক্ষণ বিমণ্ডিত সাম্য-জ্যোতির্ময় বুদ্ধ যেন তাঁর নিকটে বসে তাঁর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ ক’রে দেশনা করছেন পীযূষ-বর্ষিণী ধর্মবাণী। অমৃত-ধর্মের অমৃত-ধারায় ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠীর অন্তর হলো সিক্ত-প্লাবিত। সম্বুদ্ধের কম্বু-কণ্ঠে মোহন-সুরে মন্দ্রিত হচ্ছিলো—দান-শীলের প্রাণস্পর্শী অপূর্ব কথা, সুখময় স্বর্গের বিচিত্র বার্তা, পঞ্চকামের পরিণতি, দুঃখ-মুক্তির উপায় আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের চমৎকার বিশ্লেষণ। শ্রেষ্ঠী অভিনিবেশ সহকারে শুন্‌ছেন সুন্দর-প্রাঞ্জল ধর্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব। মনে হলো বড়ো মধুর, বড়ো প্রাণারাম, কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ হচ্ছে। তাঁর হৃদয়-মরু হলো স্নাত, সুশীতল হলো তাপিত প্রাণ, মোহঘন অন্তর হলো বিশুদ্ধ, জ্ঞানালোকে হলো উদ্ভাসিত। রবিকর-স্পর্শে বিকশিত পঙ্কজের মতো শ্রেষ্ঠীর চিত্ত-কোকনদ হলো প্রবুদ্ধ। মিগার শ্রেষ্ঠী হলেন স্রোতাপন্ন। অসন্দি হলেন ত্রিরত্নে, অচলা-শ্রদ্ধায় পূর্ণ হলো হৃদয়-কন্দর, প্রাণে জাগ্‌লো পুলক-শিহরণ। অফুরন্ত প্রীতির প্রবল হিল্লোল জেগে উঠ্‌লো। সেই বলবতী প্রীতিবেগ অন্তরে ধারণ কর্‌তে অসমর্থ হলেন তিনি। তখনিই তড়িৎ হস্তে পর্দা সরায়ে দ্রুত গিয়ে বিশাখার স্তন মুখে নিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ব’লে উঠ্‌লেন উদান-বাণী—‘মা, মা! আজ থেকে তুমি আমার মা হলে; মা, আজ দান করলে আমায় অমৃত, পরমামৃত; ভেঙ্গে দিলে মোহ-নিদ্রা, তিমিরঘন অন্তরে জ্বেলে দিলে ভাস্বর আলোক-মালা; মা, মা! আমার কল্যাণময়ী মা! আজ থেকে তুমিই হলে আমার প্রকৃত মা।’

এবার ধর্ম-মাতার স্তন ত্যাগ ক’রে লুঠায়ে পড়লেন সম্বুদ্ধের পদারবিন্দে। তথাগতের পুণ্যশ্রী লাঞ্ছিত পদদ্বয় চুম্বন করতে করতে আকুল-প্রাণের প্রীতি-উচ্ছ্বাসে বলতে লাগ্‌লেন—‘প্রভো, আমি মিগার; ভগবন্, আমি মিগার; সুগত, আমি মিগার।’ এরূপে তিনবার আবেগোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করার পর নতজানু হয়ে যুক্ত করে উৎফুল্লকণ্ঠে বল্‌লেন—‘প্রভো ভগবন্, এতোদিন আমার অজ্ঞাত ছিলো এই আলোকোজ্জ্বল সত্যধর্ম; জানিনি কিরূপ অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র; বুঝ্‌তে পারিনি সত্যদ্রষ্টা অদ্বিতীয় মহামানবকে! এখন কিন্তু, আলো জ্বলেছে, চোখ্

ফুটেছে, লোকোত্তর সম্যক্‌-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি আমার বধূমাতার কল্যাণে। চির-রুদ্ধ হয়েছে আমার অপায়-দ্বার, চিরমুক্ত হয়েছি দুঃখ থেকে। পুত্রবধূ মা-আমার সর্বমঙ্গলদায়িনী! আমার হিত-সুখের জন্যই মা-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছে। কল্যাণময়ীর আগমনেই কল্যাণময় হয়েছে আমার সকল দিক্‌! আমি সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শরণাপন্ন হচ্ছি, হচ্ছি ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন, আজীবন আমাকে শরণাগত উপাসকরূপেই ধারণা করুন।'

তথাগত বুদ্ধ নীরবে শুন্‌লেন মিগার শ্রেষ্ঠীর আবেগপূর্ণ কথা। তারপর বর্ণনা করলেন সুগত উদাত্ত-কণ্ঠে বিচিত্র-ভাষায় দেশনা-বিলাসের মাধ্যমে—বিশাখা কিরূপ পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী এবং পুণ্যের প্রভাব তাঁর কীদৃশ। তৎপর অনুক্রমে নির্বাণের পরা-শান্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখায়ে শ্রেষ্ঠীর অন্তরে অপ্রতিম আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেন। দেশনাবসানে তথাগত গমনের জন্য আসন ত্যাগ ক'রে উঠ্‌লেন। তখন বিশাখা সশিষ্য বুদ্ধকে আগামী দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ সম্মতি জানালেন মৌনভাবে। তদবধি বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের জন্য মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহদ্বার রইলো উন্মুক্ত।

মিগার মাতা

ধনপতি মিগার 'মা' সম্বোধন করাতে বিশাখা 'মিগারমাতা' এ আখ্যায় আখ্যাত হলেন। এ কারণে বিশাখা তাঁর প্রথম পুত্রের নামকরণ করলেন 'মিগার'। তাই বুদ্ধ বিশাখার নামের পেছনে 'মিগারমাতা' এ অভিধা সংযোগ করতেন। বুদ্ধের ভাষায় 'বিশাখা মিগারমাতা' এরূপই উল্লেখ দেখা যায়।

শ্রেষ্ঠী একদিন চিন্তা কর্‌লেন—'বধূমাতা আমার বড়ো উপকারিণী। আমার একান্ত কর্তব্য তাকে পুরস্কৃত করা। মহালতা প্রসাধন অতি ভারী। সকল সময় তা' ব্যবহার করা যায় না। নিত্য ব্যবহারের উপযোগী হাল্‌কা পরিমাণ অলঙ্কার তৈয়ার ক'রে তাকে দেবো।'

অচিরে তিনি লক্ষ মুদ্রা মূল্যের অলঙ্কার নির্মাণ করায়ে চিন্তা করলেন—'ভগবান বুদ্ধের সম্মুখেই এ অলঙ্কার নিজ হাতেই আমি বৌ-মাকে পরায়ে দেবো।' এই মনে ক'রে সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে তিনি শিষ্য-পরিবৃত হয়ে শ্রেষ্ঠী-ভবনে উপনীত হলেন। আহার-কৃত্যের অবসানে ষোল কলসী সুগন্ধ-জলে বিশাখাকে স্নান করায়ে বুদ্ধের সম্মুখে এনে বসালেন। তাঁর নিকট প্রকাশ করলেন মহা উপকারিণী বিশাখা সম্বন্ধে স্বীয় মনোভাব। তারপর শ্রেষ্ঠী নূতন অলঙ্কার নিজ হাতেই পরিয়ে দিলেন ধর্ম-মাতাকে। বিশাখা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে বন্দনা করলেন এবং শ্বশুরকেও করলেন প্রণাম। সুগত

আশীর্বাদ করলেন এবং সময়োপযোগী পরিবেষণ করলেন ধর্ম দেশনা।

প্রথম দর্শনে

পুণ্যবর্ধন যেদিন বিশাখাকে প্রথম দেখ্‌লেন, বিস্ময়ে হলেন স্তম্ভিত। দৃষ্টি যেন তাঁর থম্‌কে চম্‌কে গেলো। হৃদয়ে প্রবাহিত হলো তড়িৎ-ঝলক্। বিহ্বল হয়ে ভাব্‌লেন—'আমার মানসী তো পঞ্চ কল্যাণময়ী। কিন্তু এ কি, অজস্র কল্যাণের ফোয়ারা! এতো রূপ, এতো লাবণ্য, এতো মাধুর্য্য! এমন চোখ্ তো আর চোখে পড়েনি, তা'তে যেন কি আছে, যার আকর্ষণ অজেয়! কী চমৎকার অঙ্গ-সৌষ্ঠব!

লজ্জাবনতা যুথিকা-স্তবকের মতো শুচি-শুভ্র ষোড়শী যুবতী বিশাখা প্রশান্ত হাসি হেসে মুখখানা ধীরে তুল্‌লেন। তাঁর রহস্যময়ী দৃষ্টি বিন্যস্ত করলেন স্বামীর মুখে। বল্‌লেন সুধা-ঝরা কণ্ঠে—'প্রিয়তম, অমন বিস্ময় চোখে কি দেখ্‌ছেন! নারী দেখ্‌লে পুরুষেরা সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে কেন? দুর্বল-চিত্ত পুরুষেরা বুঝ্‌তে চায় না—রূপ অনিত্য, যৌবন অনিত্য। সারা পৃথিবীটাই এক অবাস্তব স্বপন-পুরীর মতো। এতে সার কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও চায় পুরুষেরা রূপ! নারীর গুণের প্রয়োজন তাদের নেই। তাই তো আপ্‌নি দেশ-বিদেশে খুঁজেছেন পঞ্চ কল্যাণবতী, সেরা রূপসী। নারীর রূপে যারা মুগ্ধ, মোহগ্রস্ত, রূপ-তৃষ্ণায় তৃষিত, সন্তপ্ত, কাম-দাহে দগ্ধ-বিদগ্ধ,

দিন-রাত কেবল সন্তরণ করে রূপ-সমুদ্রে, তারা কি শান্তি পেয়েছে? তৃপ্ত হয়েছে? লোণা জলের মতো তৃষ্ণা-সন্তাপ বেড়ে যায় মাত্র। তা'তে সুখের প্রত্যাশা করা বাতুলতা নয় কি? আমি এসেছি স্বামীদেবতাকে প্রণাম করতে। যেরূপ অভিভূত হয়ে পড়েছেন, আশীর্বাদ করতে যেন ভুল না হয়।' এ ব'লে বিশাখা স্বামীর পায়ে মস্তক রেখে প্রণাম করলেন। তারপর চলে গেলেন মন্থর গমনে।

পুণ্যবর্ধন তন্ময় দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে রইলেন। কিছু বলার শক্তি যেন তিনি হারায়ে ফেলেছেন। বিশাখা চলে যাওয়ার পরও তাঁর তন্ময়তা রয়ে গেলো। চিত্ত বড়ো চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো। প্রাণ আকুল হলো তাঁকে আর একটু দেখার জন্য, কথা শুনার জন্য। মনের অজ্ঞাত দেশে কি যেন একটা দুঃসহ ব্যাকুলতা, কাতরতা ও ক্ষণিকের বিরহ ব্যথার করুণ সুর রণিত হচ্ছে। তখন ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন মনে মনে—'অহোঃ অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মূর্ত হয়ে উঠে এর লীলায়িত অঙ্গ-সঞ্চালনে, অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণীতে, কটাক্ষের লাবণ্যে, ভাব-বিকাশের বিলোল বৈচিত্র্যে, মদিরতা মাখানো কণ্ঠস্বরে, পদবিক্ষেপের ললিত-লালিত্যে, হাস্য মধুর প্রসন্নতায়। চমৎকার, অতি চমৎকার! শিল্পীর করুণা হতে যেন বঞ্চিতা হয়নি এ নারীটি!'

তারপর

বিশাখা স্বামীকে ভক্তি করতেন, যত্ন করতেন। স্বামীকে সুখী করার জন্য, প্রীতি দানের জন্য সতত সচেষ্ট থাক্‌তেন। স্বামীর সেবা-ব্রত সবই সম্পাদন করতেন নিজ হস্তে। স্বামীর প্রতি ছিলো বিশাখার অপরিমেয় মৈত্রী-করুণা। একাধারে ছিলেন তিনি আহারে জননীর মতো বাৎসল্যময়ী, আদর-যত্নে ভগ্নীর ন্যায় প্রীতিদায়িনী, ভালোবাসায় সখীর মতো আনন্দদায়িনী ও পরিচর্য্যায় দাসীর মতো সুখদায়িনী।

বিশাখার এই অসীমতায় ডুবে যেতেন পুণ্যবর্ধন, ভুলে যেতেন জগৎ সংসার। সব কিছুতেই মহীয়সীরূপে দেখ্‌তে পেতেন তাঁর প্রিয়তমাকে। বিশাখাই যেন তাঁর অন্তরের আলো, প্রাণের শান্তি, হৃদয়ের আনন্দ। বিশাখাকে ধর্মপত্নীরূপে লাভ ক'রে পুণ্যবর্ধন সকল দিক দিয়েই সুখী হলেন।

বিশাখার শারীরিক শক্তি

বিশাখা অতীত জন্মে পঞ্চ গোরসাদি প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দান করেছিলেন। খাদ্য-ভোজ্য দানের প্রভাবে দাতা পঞ্চ সম্পদের অধিকারী হয়; যথা—আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞা। বিশাখা ছিলেন এ পঞ্চ সম্পদে সমৃদ্ধিসম্পন্না। এ নিবন্ধে তাঁর শারীরিক শক্তি সম্বন্ধেই বলা হবে।

বিশাখা পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করতেন। দানের ফল এম্‌নিই চমৎকার! যাঁরা পুষ্টিকর খাদ্য দান করেন, তাঁরা

মহাশক্তির অধিকারী হন্‌। তথাগত বুদ্ধ কোটি সহস্র হস্তীর বল ধারণ করতেন। মনুষ্য গণনায় দশ কোটি সহস্র পুরুষের বল ধারণ করতেন *। রাজবৈদ্য জীবক যিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সংঘের চিকিৎসা করেছিলেন, তিনি পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করতেন এবং বিশাখার প্রধান দাসী'ও পঞ্চ হস্তীর বল ধারণ করতো। পুণ্য প্রভাবেই তিনি এ দাসী লাভ করেছিলেন।

একদা কোশলরাজ শুনতে পেলেন বিশাখার শারীরিক শক্তির কথা। তা' কতদূর সত্য, প্রকৃষ্ট প্রমাণে জান্‌বার ইচ্ছা করলেন এবং তজ্জন্য তিনি সমধিক উৎসাহিত হলেন। একদিন

---

* উল্লেখ আছে –'তথাগতস্‌স বলং পকতি হত্থিগণনায হত্থি কোটি সহস্‌সানং বলং, পুরিসগণনায দসন্নং পুরিস কোটিসহস্‌সানং বলং হোতি। পকতি হত্থি কালাবকো। ছদ্দন্ত হত্থীনং দসন্নং বলং।'

'কালাবকঞ্চ গঙ্গেয্যং পণ্ডরং তম্ব পিঙ্গলং,
গন্ধ মঙ্গল হেমঞ্চ উপোসথ ছদ্দন্তিমে দস।'

তথাগতের শারীরিক বল প্রাকৃতিক বা সাধারণ হস্তী গণনায় কোটি সহস্র হস্তীর বল, মনুষ্য গণনায় দশ কোটি সহস্র পুরুষের বল ধারণ করতেন। সাধারণ হস্তী জাতির নাম কালাবক। বুদ্ধ দশটি ছদ্দন্ত হস্তীর বল ধারণ করতেন। তাঁর জ্ঞান বল কিন্তু অপ্রমাণ।

হস্তীজাতি দশ প্রকার, যথা—কালাবক, গঙ্গেয়্য, পণ্ডর, তম্ব, পিঙ্গল, গন্ধ, মঙ্গল, হেম, উপোসথ ও ছদ্দন্ত। 'কালাবক' শক্তিতে সর্ব নিম্নতম, 'ছদ্দন্ত' সর্ব শ্রেষ্ঠতম। একটি কালাবক হস্তী দশজন মনুষ্যের বল ধারণ করে এবং একটি ছদ্দন্ত হস্তী কোটি সহস্র মনুষ্যের বল ধারণ করে।

বিশাখা ধর্ম শ্রবণান্তে পঞ্চশত সখীসহ বিহার থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন কর্‌ছিলেন। এম্‌নি সময়ে রাজা একটি মদমত্ত হস্তী ছেড়ে দিলেন। শুণ্ড ঘুরায়ে হস্তী বিশাখার দিকেই ধাবিত হলো। সখীরা প্রাণভয়ে চীৎকার ক'রে পালাতে লাগ্‌লো। বিশাখা জিজ্ঞাসা করলেন – 'তোম্‌রা এরূপ কর্‌ছো কেন?'

'দেখছো না সখি, পাগ্‌লা হাতী আস্‌ছে?'

'তাতে কি হয়েছে, হাতী কি করবে?'

গজবর বিকট বৃংহিত-নাদে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত ক'রে আরো নিকটে আস্‌তে লাগ্‌লো। তখন সখীরা অত্যধিক বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে বিশাখাকে বল্‌লো—

'সখি, পালাও, শীগ্‌গির পালাও, এখনো যে তুমি দাঁড়ায়ে রয়েছো!'

বিশাখা মৃদু হেসে বল্‌লেন—'তোম্‌রা ভয় পেয়ো না, আমার পেছনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি চিন্তা করছি, পাঁচ আঙ্গুলে ধরলে হাতী এখানেই মরবে।' একথা বল্‌তে না বল্‌তেই করিবর বিশাখার সম্মুখে এসে পড়লো। তিনি হস্তীর শুঁড় দু' আঙ্গুলে ধরে বাধা দিলেন। গজবর ইহাও সহ্য করতে না পেরে তথায় চিৎ-কাত্‌ হয়ে পড়ে গেলো। এ দৃশ্য দেখার জন্য তথায় চতুঃপার্শ্বে বহুলোক সমবেত হয়েছিলো। বিশাখার জয়লাভে সকলেই আনন্দ-ধ্বনি ক'রে উঠ্‌লো। এই পুণ্যবতী নারীর অসাধারণ শক্তি দেখে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত

হলেন। দর্শকগণ উৎফুল্ল অন্তরে বিশাখার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর ক'রে তুল্‌লো।

(ধর্মপদার্থকথায় বিশাখার কাহিনী)

অষ্টবর লাভ

তখন বর্ষাকাল। তথাগত বুদ্ধ সশিষ্য বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন মানসে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কর্‌ছিলেন। সে সময়ে একদিন বিশাখা বিহারে ধর্ম শুনে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে সশিষ্য বুদ্ধকে আগামী দিবসের জন্য নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই অবিরল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হলো। দিব্যদর্শী বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহ্বান ক'রে বল্‌লেন—'ভিক্ষুগণ, জেতবনে এখন যেরূপ বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে, চার মহাদ্বীপেও তদ্রূপ বর্ষিত হচ্ছে। এই বৃষ্টি ধারায় তোমাদের শরীর সিক্ত করো। ইহাই অন্তিম চারদ্বীপ ব্যাপী মহামেঘ বর্ষণ।'

ভিক্ষুদের নিকট সিক্ত করার মতো তেমন স্নানবস্ত্র অথবা দ্বিতীয় পরিধেয় বস্ত্র ছিলো না। বুদ্ধ সে সময়ে তা' প্রজ্ঞাপ্তও করেন নি। সুতরাং ভিক্ষুগণ উলঙ্গ হয়েই বিহার প্রাঙ্গণে গিয়ে বৃষ্টি ধারায় দাঁড়ালেন। সশিষ্য বুদ্ধের সেদিন দ্বিপ্রহরের নিমন্ত্রণ ছিলো বিশাখার সেখানে। আহার্য্য-বস্তু প্রস্তুত হলে, তিনি দাসীকে পাঠালেন তাঁদেরকে আহ্বান করে আন্‌তে। দাসী বিহারে গিয়ে একজন ভিক্ষুরও দেখা পেলো না; যা' দেখ্‌লো

সবাই উলঙ্গ সন্ন্যাসী বিহার প্রাঙ্গণে বৃষ্টি ধারায় সিক্ত হচ্ছেন। দাসী ফিরে গিয়ে বিশাখাকে একথা বল্লো।

জ্ঞানবতী বিশাখা চিন্তা করলেন—'বোধ হয়, ভক্ষুদের সিক্ত করার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। তাই উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত হচ্ছেন। এই অজ্ঞ দাসীর এসব বুঝ্বার ক্ষমতা নেই। দাসীকে তিনি তিরস্কার ক'রে বল্লেন—'রে দাসি, তুই তো বড়ো মন্দবুদ্ধি পরায়ণ। বিহারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরকেই বল্বে—'ভন্তে, আহার্য্য-বস্তু প্রস্তুত হয়েছে, আপ্নারা আসুন।'

বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত হয়ে শরীর শীতল হলে, ভিক্ষুগণ সকলেই আর্দ্র-শরীরে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এ সময়ে দাসী এসে কাঁ'কেও দেখ্তে পেলো না। বিহার ভিক্ষুশূন্য মনে ক'রে ফিরে গিয়ে বিশাখাকে একথা জানালো। বিশাখা চিন্তা করলেন—'মনে হয়, ভিক্ষুগণ বৃষ্টিজলে দেহ শীতল ক'রে আর্দ্র-শরীরে আপন আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে অবস্থান করছেন।' দাসীর প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি বল্লেন—'রে দাসি, তুই বড়ো হতভাগিনী। তোর ঘটে একটুও যদি বুদ্ধি থাকে। এক্ষুণি আবার যা, ভগবানকে বল্বি—'ভন্তে, আহার্য্য-বস্তু প্রস্তুত হয়েছে, আপ্নারা আসুন।'

এদিকে সম্বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আদেশ করলেন—'ভিক্ষুগণ, তোম্রা পাত্র-চীবর নিয়ে প্রস্তুত হও।'

ভিক্ষুগণ প্রস্তুত হলে, সশিষ্য বুদ্ধ ধ্যান-শক্তির প্রভাবে নিমেষের মধ্যেই জেতবনে অন্তর্হিত হয়ে বিশাখার গৃহে

প্রাদুর্ভূত হলেন। বিশাখা হঠাৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে দেখে বিস্ময়ে হলেন অভিভূত। চিন্তা করলেন—'কি আশ্চর্য্য! এমন বৃষ্টিতে একজন ভিক্ষুর পায়েও জল স্পর্শ হয়নি, চীবরেও এক বিন্দু জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, অহোঃ, অচিন্তনীয় বুদ্ধের কী অচিন্তনীয় প্রভাব!' এ ভেবে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার হলো তাঁর অন্তরে। তিনি প্রীতি-ফুল্লান্তরে বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে বন্দনান্তর ভোজ্য-বস্তু পরিবেষণ করলেন। আহার-কৃত্যের অবসানে উপাসিকা মিগারমাতা সুগতকে বন্দনা ক'রে বল্লেন—'ভন্তে ভগবন্, ভবদীয় সকাশে আটটা বর যাচ্ঞা করছি, করুণা পরবশ হয়ে তা' আমায় প্রদান করুন।'

ভগবান বল্লেন—'বিশাখে, তথাগত বর প্রদানে অসমর্থ।'

'ভন্তে, যা' ন্যায়-সঙ্গত ও নির্দোষ, তেমন বরই প্রার্থনা করবো।'

'তা হলে বলো।'

বিশাখা সম্মতি পেয়ে সানন্দে বল্লেন—'ভন্তে, ভিক্ষুগণকে যাবজ্জীবন 'বর্ষা সাটিক' (বর্ষাকালীন স্নান-বস্ত্র) দান দিতে ইচ্ছা করি। আগন্তুক ভিক্ষু, গমনেচ্ছুক ভিক্ষু, রুগ্ন ভিক্ষু ও রোগীর সেবক ভিক্ষুকে আহার্য্য-বস্তু দান দিতে ইচ্ছা করি। রুগ্ন ভিক্ষুর ঔষধ পথ্য, ভিক্ষুগণকে নিত্য যাগু (যাউ) ও ভিক্ষুণীদিগ্কে স্নান-বস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।'

সুগত জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, বুদ্ধ-শাসনের কোন্ উপকার সন্দর্শন ক'রে তথাগতের নিকট এই অষ্টবর প্রার্থনা করছো?'

সবাই উলঙ্গ সন্ন্যাসী বিহার প্রাঙ্গণে বৃষ্টি ধারায় সিক্ত হচ্ছেন। দাসী ফিরে গিয়ে বিশাখাকে একথা বল্‌লো।

জ্ঞানবতী বিশাখা চিন্তা করলেন—'বোধ হয়, ভক্ষুদের সিক্ত করার দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। তাই উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত হচ্ছেন। এই অজ্ঞ দাসীর এসব বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই। দাসীকে তিনি তিরস্কার ক'রে বল্‌লেন—'রে দাসি, তুই তো বড়ো মন্দবুদ্ধি পরায়ণ। বিহারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরকেই বল্‌বে—'ভন্তে, আহার্য্য-বস্তু প্রস্তুত হয়েছে, আপ্‌নারা আসুন।'

বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত হয়ে শরীর শীতল হলে, ভিক্ষুগণ সকলেই আর্দ্র-শরীরে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রবেশ করলেন। এ সময়ে দাসী এসে কাঁ'কেও দেখ্‌তে পেলো না। বিহার ভিক্ষুশূন্য মনে ক'রে ফিরে গিয়ে বিশাখাকে একথা জানালো। বিশাখা চিন্তা করলেন—'মনে হয়, ভিক্ষুগণ বৃষ্টিজলে দেহ শীতল ক'রে আর্দ্র-শরীরে আপন আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ ক'রে অবস্থান করছেন।' দাসীর প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি বল্‌লেন—'রে দাসি, তুই বড়ো হতভাগিনী। তোর ঘটে একটুও যদি বুদ্ধি থাকে। এক্ষুণি আবার যা, ভগবানকে বল্‌বি—'ভন্তে, আহার্য্য-বস্তু প্রস্তুত হয়েছে, আপ্‌নারা আসুন।'

এদিকে সম্বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আদেশ করলেন—'ভিক্ষুগণ, তোম্‌রা পাত্র-চীবর নিয়ে প্রস্তুত হও।'

ভিক্ষুগণ প্রস্তুত হলে, সশিষ্য বুদ্ধ ধ্যান-শক্তির প্রভাবে নিমেষের মধ্যেই জেতবনে অন্তর্হিত হয়ে বিশাখার গৃহে প্রাদুর্ভূত হলেন। বিশাখা হঠাৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে দেখে বিস্ময়ে হলেন অভিভূত। চিন্তা করলেন—'কি আশ্চর্য্য! এমন বৃষ্টিতে একজন ভিক্ষুর পায়েও জল স্পর্শ হয়নি, চীবরেও এক বিন্দু জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, অহোঃ, অচিন্তনীয় বুদ্ধের কী অচিন্তনীয় প্রভাব!' এ ভেবে অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার হলো তাঁর অন্তরে। তিনি প্রীতি-ফুল্লান্তরে বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে বন্দনান্তর ভোজ্য-বস্তু পরিবেষণ করলেন। আহার-কৃত্যের অবসানে উপাসিকা মিগারমাতা সুগতকে বন্দনা ক'রে বল্‌লেন—'ভন্তে ভগবন্, ভবদীয় সকাশে আটটা বর যাচ্ঞা করছি, করুণা পরবশ হয়ে তা' আমায় প্রদান করুন।'

ভগবান বল্‌লেন—'বিশাখে, তথাগত বর প্রদানে অসমর্থ।'

'ভন্তে, যা' ন্যায়-সঙ্গত ও নির্দোষ, তেমন বরই প্রার্থনা করবো।'

'তা হলে বলো।'

বিশাখা সম্মতি পেয়ে সানন্দে বল্‌লেন—'ভন্তে, ভিক্ষুগণকে যাবজ্জীবন 'বর্ষা সাটিক' (বর্ষাকালীন স্নান-বস্ত্র) দান দিতে ইচ্ছা করি। আগন্তুক ভিক্ষু, গমনেচ্ছুক ভিক্ষু, রুগ্ন ভিক্ষু ও রোগীর সেবক ভিক্ষুকে আহার্য্য-বস্তু দান দিতে ইচ্ছা করি। রুগ্ন ভিক্ষুর ঔষধ পথ্য, ভিক্ষুগণকে নিত্য যাগু (যাউ) ও ভিক্ষুণীদিগ্‌কে স্নান-বস্ত্র দান দিতে ইচ্ছা করি।'

সুগত জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, বুদ্ধ-শাসনের কোন্ উপকার সন্দর্শন ক'রে তথাগতের নিকট এই অষ্টবর প্রার্থনা করছো?'

প্রত্যুত্তরে বিশাখা বল্‌লেন—

১। ‘ভন্তে, তথাগতপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে ডেকে আনার জন্য দাসীকে বিহারে পাঠিয়েছিলাম। তখন ভিক্ষুগণ বস্ত্রহীন অবস্থায় বৃষ্টির জলে সিক্ত হচ্ছিলেন। তাঁদিগ্‌কে দেখে দাসী মনে করলো, বিহারে কোনোও ভিক্ষু নেই, উলঙ্গ সন্ন্যাসীরাই বৃষ্টিজলে স্নাত হচ্ছেন। দাসী এসে একথা আমাকে বল্‌লো। ভন্তে, উলঙ্গ-শরীর বড়ো বিশ্রী দেখায় ও ঘৃণা বোধ হয়। তাই আমি ভিক্ষুগণকে যাবজ্জীবন ‘বর্ষাকালীন স্নান-বস্ত্র’ দান দিতে ইচ্ছা করেছি।

২। ভন্তে, আগন্তুক ভিক্ষুগণ ভিক্ষা-স্থান জানেন না, পথও চিনেন না। তাঁরা বড়ো কষ্টে ভিক্ষা অন্বেষণ ক’রে বিচরণ করেন। যদ্দিন তাঁরা ভিক্ষা-স্থান অবগত না হন এবং সুখে ভিক্ষাচরণ করতে না পারেন, তদ্দিন তাঁদের আমি আহার্য্য-বস্তু দান দিতে ইচ্ছা করি।

৩। ভন্তে, কোনো ভিক্ষু দূরদেশ গমনের ইচ্ছা করলে, তাঁকে যদি ভিক্ষা অন্বেষণ ক’রে খেয়ে যেতে হয়, তবে তাঁর গমনের অনেক অসুবিধা ঘটে এবং ভিক্ষা অন্বেষণেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছতে না পেরে অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং দীর্ঘ পথ হেঁটেও শ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাই বল্‌ছি, তিনি যদি আমা হতে আহার ক’রে যথাসময়ে যাত্রা করেন, তা’হলে যথাকালে তাঁর গন্তব্য স্থানে অক্লান্ত শরীরে পৌঁছতে পারবেন। এই উপকার দেখেই আমি গমনেচ্ছুক ভিক্ষুকে আহার্য্য বস্তু দান দিতে ইচ্ছা করেছি।

৪। ভন্তে, রুগ্ন ভিক্ষুর উপযুক্ত পথ্যের অভাবে রোগ বৃদ্ধি পায়, এতে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। অতএব রুগ্ন ভিক্ষু যদি আমা হতে উপযুক্ত পথ্য লাভ করেন, তবে আর তাঁর রোগ বৃদ্ধি পাবে না, মৃত্যুও ঘট্‌বে না। এ উপকার দেখেই রুগ্ন ভিক্ষুকে উপযুক্ত পথ্য দান করতে আমি ইচ্ছা করেছি।

৫। ভন্তে, রোগীর সেবক ভিক্ষুকে নিরন্তর সেবা কাজেই নিযুক্ত থাক্‌তে হবে। তাই তিনি ভিক্ষা করার সময় পাবেন না। ভিক্ষায় গেলে, রোগীর সেবা চল্‌বে না এবং যথাসময়ে রোগীর পথ্যও নিয়ে যেতে পারবেন না। সুতরাং রোগীর সেবক আমার এখানে আহার করলে, যথাসময়েই তিনি রোগীর পথ্য নিয়ে যেতে পারবেন। এ উপকার দর্শন করেই আমি রোগীর সেবককে আহার দানের ইচ্ছা করেছি।

৬। ভন্তে, রুগ্ন ভিক্ষু যথাসময়ে উপযুক্ত ঔষধ পেলে, সহসা আরোগ্য লাভ করবেন। অন্যথায় রোগ বৃদ্ধি পেয়ে মৃত্যুও হতে পারে। এ উপকার দর্শন ক’রেই রুগ্ন ভিক্ষুকে ঔষধ দানের ইচ্ছা করেছি।

৭। ভন্তে, আপ্‌নি অন্ধকবিন্দে অবস্থানকালীন ভিক্ষুগণকে দশবিধ গুণযুক্ত * যাগু (যাউ) পানের আদেশ দিয়েছিলেন।

---

* যাগু পানে—আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞার অভিবৃদ্ধি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, পিপাসার উপশম, উদর-বায়ুর নিরসন, বস্তি (তলপেট) শোধন ও অবশিষ্ট অপরিপক্ক সবই জীর্ণ হয়। যাগু দাতাও এই দশবিধ ফলের অধিকারী হয়।

(অঙ্গুত্তর নিকায়)

ভিক্ষুগণ এই দশপ্রকার উপকার লাভে সুখী হোন্, এ ইচ্ছা পোষণ করেই আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষুগণকে নিয়মিত যাগু দানের ইচ্ছা করেছি।

৮। ভন্তে, এখানে অচিরবতী নদীতে ভিক্ষুণীরা বারাঙ্গনাদের সহিত নগ্ন হয়ে এক ঘাটেই স্নান করেন। তখন গণিকারা ভিক্ষুণীদের এ ব'লে পরিহাস করে যে—'আর্য্যে, আপ্‌নারা এমন যুবতী বয়সে কেন ব্রহ্মচারিণী হয়েছেন? এখন তো আপ্‌নাদের কাম পরিভোগের সময়; বৃদ্ধা হলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে তো হয়।' গণিকারা এরূপ নানাকথা ব'লে উপহাস করলেও ভিক্ষুণীদিগ্‌কে নীরব থাক্‌তে হয়। প্রভো, নারী জাতির নগ্নদেহ বড়োই ঘৃণ্য। এ কারণেই আমি যাবজ্জীবন ভিক্ষুণীদিগ্‌কে স্নান-বস্ত্র দানের ইচ্ছা করেছি।'

তথাগত নীরবে শুন্‌লেন বিশাখার যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বিবৃতি। অতঃপর সুগত পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, এতে তোমার কি উপকার হবে মনে ক'রে আমার নিকট এই অষ্টবর প্রার্থনা করলে?'

বিশাখা প্রসন্ন-মুখে বল্‌লেন—'ভন্তে, এতে আমার উপকার যথেষ্ট আছে। বর্ষা-ব্রত উদ্‌যাপনের পর যে সব ভিক্ষু দেশ-বিদেশ থেকে ভগবানের দর্শন মানসে শ্রাবস্তীতে আস্‌বেন, তাঁরা আমার দান গ্রহণ করবেন। কোনো দেশের কোনোও ভিক্ষুর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেলে আপ্‌নি জান্‌তে পারবেন, সে ভিক্ষু স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী অথবা অর্হৎ ফল লাভী কি না। আমিও আপ্‌নাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌তে পারবো, সে ভিক্ষু ইতিপূর্বে শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন কি না। যদি এসে থাকেন, তা'হলে বুঝে নেবো, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রদত্ত বর্ষার স্নান-বস্ত্র, আগন্তুক দান, গমনকারীর দান, রোগীর ঔষধ-পথ্য, রোগীর সেবকের আহার্য্য-বস্তু ও যাগু প্রভৃতির যে কোনো একটা যে, পরিভোগ করেছেন, তা'তে কোনোও সন্দেহ থাক্‌বে না। এই পুণ্য-স্মৃতি স্মরণে আমার অন্তরে প্রমোদের সঞ্চার হবে, প্রমোদ হতে প্রীতি, প্রীতি থেকে প্রশান্তি, প্রশান্তি থেকে সুখানুভব হবে, সুখিত-চিত্ত হবে সমাধিস্থ। ইহাই আমার পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল ও সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনার সহায় হবে। আমার এসব উপকার দেখেই ভগবানের নিকট অষ্টবর যাচ্ঞা করেছি।'

বিশাখার মহান্ অন্তরের মহদুদ্দেশ্যের কথা শুনে ততোধিক উৎসাহের সঞ্চার করার ইচ্ছায় সপ্রশংস বাক্যে বুদ্ধ বললেন—'সাধু, সাধু বিশাখে, তুমি যে এসব গুণ সন্দর্শন ক'রে তথাগতের নিকট অষ্টবর প্রার্থনা করেছো, অতি উত্তম হয়েছে। তোমার সাধু-সঙ্কল্প পূর্ণতা লাভ করুক। তোমার প্রার্থিত অষ্টবরের অধিকার তোমায় দিলাম।' এ ব'লে সুগত বিশাখার প্রার্থিত অষ্ট মহৎ কর্মের মহান্ ফল সম্বন্ধে দেশনা করলেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বল্‌লেন—'বিশাখে, তথাগতের যেই আর্য্য শ্রাবিকা অখণ্ড-শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদার ও প্রসন্ন মনে মুক্তহস্তে অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও ভৈষজ্যাদি দানীয়-বস্তু অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান করে, সেই

পুণ্যচেতাঃ নারীর প্রভূত সুখ ও সৌভাগ্যের উদয় হয়। দিব্য আয়ু, দিব্য যশঃ, দিব্য ঋদ্ধি, দিব্য ঐশ্বর্য্য ও দিব্য সুখের অধিকারিণী হয়ে নিষ্পাপ-অনাবিল মার্গ-ফল লাভে সে সমর্থ হয় ও দেবলোকে সুদীর্ঘকাল পরম সুখে অভিরমিত হয়।' ইত্যাদি সারগর্ভ ধর্মের বিশদ বর্ণনায় বিশাখার অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার ক'রে সশিষ্য ভগবান চলে গেলেন বিহারে। এই অষ্টবর প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর মহানুভাবতা, ধর্ম-প্রাণতা ও বুদ্ধশাসনের কল্যাণকাম্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এই পুণ্যাবদানই তাঁর অমর-কীর্তি ঘোষণা করছে।

বুদ্ধ জেতবন বিহারে উপনীত হয়ে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন। বিহারবাসী সমস্ত ভিক্ষু সমবেত হলে, বিশাখার প্রার্থিত অষ্টবর সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা ক'রে এরূপ আদেশ-বাণী ঘোষণা করলেন—'ভিক্ষুগণ, আজ থেকে বর্ষার স্নান-বস্ত্র; আগন্তুক, গমনেচ্ছুক ও রোগীর সেবকের আহার্য্য-বস্তু; রোগীর ঔষধ-পথ্য, যাগু ও ভিক্ষুণীদের স্নান-বস্ত্র গ্রহণের জন্য আদেশ দিচ্ছি।'

(ধর্মপদার্থকথা ও বিনয়)

সুখিনী বিশাখা

বিশাখা ছিলেন সর্বতোভাবেই সুখিনী। কায়িক সুখ, মানসিক সুখ, আর্থিক সুখ, পারিবারিক সুখ, কল্যাণ-মিত্রের সংসর্গজনিত সুখ, ত্রিরত্নের সেবাজনিত সুখ, ধর্মাচরণজনিত সুখ, মার্গফল লাভ জনিত সুখ, নয়নাভিরাম নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান পুত্র-কন্যা লাভজনিত সুখ, সর্বত্র সকলের শ্রদ্ধা-গৌরব ও সম্মান লাভজনিত সুখ, চতুরার্য্যসত্যের উপলব্ধিজনিত সুখ, ত্রিবিধ মিথ্যা ধারণার নিরসনজনিত সুখ *, শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞার সম্যক আচরণ ও অনুশীলন জনিত সুখ, প্রার্থিত বিষয়ের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সুখ, যথেচ্ছিত বিষয় বা কার্য্য সম্পাদনে সুখ ইত্যাদি সর্বসুখেই তিনি ছিলেন সুখিনী। পুণ্যবতী নারী ঈদৃশ সুখেরই অধিকারিণী হয়ে থাকেন। সাংসারিক জীবনে এমন সুখ অতি দুর্লভ। তাই বিশাখাকে অচিন্তনীয় পুণ্যঋদ্ধি সম্পন্না, অনুপমা, অদ্বিতীয়া ও আশ্চর্য্য-নারী ব'লে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

দর্শকেরা বিশাখাকে যতো দেখ্‌তো, ততোই দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌তো। তাঁর গমন, স্থিতি, শয়ন ও উপবেশন যে কোনোও অবস্থাতে তাঁকে শোভা পেতো। দে'খে লোকের তৃপ্তি মিট্‌তো না। তাঁর লীলায়িত সুছন্দগতি কতো মাধুর্য্যপূর্ণ,

---

* (১) সৎকায় দৃষ্টি (আমিত্ব জ্ঞান), (২) সদ্ধর্মে সংশয় এবং (৩) মিথ্যাশীল ও মিথ্যাব্রতে শ্রদ্ধার নিরসন।

দেব-দুর্লভ সৌন্দর্য্যভরা স্থিতিভঙ্গি কতো কোমল, অপূর্ব শয়ন-শোভা কতো মনোহারিত্বময়! দেখে দেখে দর্শকেরা আশ্চর্য্য ও বিমুগ্ধ হয়ে যেতো। ইহাও তাঁর পুণ্যঋদ্ধি ও মহিমাব্যঞ্জক আশ্চর্য্য গুণ। তিনি সুখিনী হবার ইহাও অন্যতম কারণ।

প্রত্যহ তিনি পঞ্চশত ভিক্ষুকে আহার্য্য দান দিয়ে তারপর নিজে আহার কর্‌তেন, এতেই তিনি সুখী হতেন অপরিসীম। ভিক্ষুদের যে কোনোও অভাবপূর্ণ ক’রে উপভোগ করতেন অনুপম সুখ। দীন-দুঃখীর দুঃখ মোচন ক’রেও সুখী হতেন—অবর্ণনীয়। তাই তিনি সকল দিক দিয়েই সুখিনী।

মহালতা প্রসাধন দান

শ্রাবস্তীর যে কোনোও স্থানে মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হলে, সেখানেই বিশাখাকে নিমন্ত্রণ করা হতো। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। কারণ, তিনি ছিলেন বহু সদ্‌গুণে বিমণ্ডিতা। পুণ্যবতী, ভাগ্যবতী, শীলবতী, ধর্মপরায়ণা, বুদ্ধের প্রধান উপাসিকা, দায়িকা ও আর্য্যশ্রাবিকা এবং জন-গৌরবে ও ধন-গৌরবে গৌরবান্বিতা ছিলেন তিনি। একাধারে এতো গুণ আর কারও নিকট দেখা যায় না। এক কথায় বলতে গেলে তিনিই নারীকুলের উজ্জ্বল-রত্ন।

একদা কোনোও এক উৎসব দিবসে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা ক’রে প্রত্যাবর্তন সময়ে দেখ্‌লেন, দলে দলে নর-নারী ধর্ম শ্রবণ

মানসে বিহারে যাচ্ছেন। তিনিও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। তখন মহালতা প্রসাধন বিশাখার সর্বাঙ্গে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক’রে তাঁর সৌভাগ্যের গৌরব ঘোষণা কর্‌ছিলো। তিনি চিন্তা করলেন—‘মহালতা প্রসাধন ধারণ ক’রে বুদ্ধ সমীপে যাওয়া শোভনীয় হবে না।’ এ’ভেবে তা’ উন্মোচন ক’রে দাসীর হস্তে দিলেন। এই দাসীও পুণ্যবতীদের অন্যতম। সে ছিলো বিশাখার অতি প্রিয় এবং দাসীদের মধ্যে প্রধানা, স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পন্না। সেও পাঁচ হাতীর বল ধারণ করতো। এরূপ শক্তিশালিনী দাসী লাভ করার মধ্যেও বিরাজ করছে বিশাখার মহাপুণ্যের প্রভাব। বিশাখা স্নেহসম্ভাষণে বল্‌লেন—‘মা, ইহা এখন হাতে লও, ঘরে ফিরার সময় আবার পরবো।’ এ ব’লে তিনি মহালতা প্রসাধন দাসীর হস্তে দিলেন।

দাসী একখানা কাপড়ে প্রসাধন বেঁধে নিলো। ধর্ম শ্রবণের পর বিশাখা প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গিয়ে ভিক্ষু-শ্রামণদের দর্শন ও কাঁর কি প্রয়োজন, তা’ জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। ছোট শ্রামণগণ বিশাখার অত্যধিক স্নেহ পেয়ে, তাঁকে মায়ের মতোই জান্‌তো এবং মা ব’লে ডাক্‌তো। তিনি বিহারে উপস্থিত হলে ‘মা এসেছে, মা এসেছে’ ব’লে শ্রামণগণ গিয়ে তাঁকে পরিবেষ্টন ক’রে দাঁড়াতো। বিশাখাও হাসি-মুখে সকলকে মাতৃ-স্নেহো-পম আদর দেখায়ে কা’কে মিছ্‌রী, কা’কে মাখন, কা’কে গুড়, আর কা’কেও চতুর্মধু দিতেন। তা’ নিয়ে শ্রামণগণ আনন্দ-মনে চলে যেতো।

বিশাখার আদেশে প্রতিদিন অপরাহ্ণে এসব জিনিষ ও অষ্ট পানীয় বাড়ী থেকে চাকরেরা বিহারে নিয়ে আস্‌তো। বিশাখা তা' মনানন্দে দান করতেন। অদ্যও তিনি শ্রামণ ও ভিক্ষুগণকে অপরাহ্ণে সেবনোপযোগী ঘৃত-মাখনাদি পঞ্চ ভৈষজ্য ও অষ্ট পানীয়ের যাঁর যা' প্রয়োজন, তদনুযায়ী দান করলেন। যাবতীয় করণীয় কার্য্য সম্পাদনের পর এবার তিনি গৃহাভিমুখে ফির্‌লেন। বিহার-সীমা অতিক্রম ক'রে দাসীকে বল্‌লেন—'মা, আমার প্রসাধন দাও, এখন পরবো।'

বিশাখার কথা শুনে দাসী অপরাধিনীর মতো বিমর্ষ-মুখে বল্‌লো—'মা, আমার অপরাধ হয়েছে, তা' আমি ভুলে রেখে এসেছি, একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি।'

বিশাখা জিজ্ঞাসা করলেন—'কোথায় রেখে এসেছো?'

'ভগবানের গন্ধ কুটীরে।' *

'তা'তো অন্যায় করেছো। আচ্ছা, গিয়ে দেখো, কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি—আর্য্য আনন্দ স্থবির যদি তা' সাম্‌লায়ে রাখেন, স্পর্শ করেন, তবে এনো না।'

বিহার-সীমায় কেহ কিছু ভুলে রেখে গেলে, আনন্দ স্থবির তা' সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে থাকেন। তাঁর [প্রতি এটা বুদ্ধের আদেশ। বিশাখা চলে যাওয়ার পর আনন্দ স্থবির প্রসাধন-ভাণ্ড দেখে ভগবানকে জানালেন। তিনি আদেশ করলেন—

'নিরাপদ স্থানে রেখে দাও।' স্থবির তাই করলেন। দাসীকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'আবার কি জন্য এসেছো?'

'আমাদের আর্য্যার প্রসাধন ভুলে এখানে রেখে গেছি।'

'ওই সোপান পার্শ্বে আছে, নিয়ে যাও।'

'ভন্তে, আপ্‌নি কি তা' ছুঁয়েছেন?'

'হাঁ, আমার নিজ হাতেই তো রেখেছি।'

'তা' হলে, আর নেবো না, আর্য্যার নিষেধ।'

দাসী গিয়ে বিশাখাকে তা' জানালে, তিনি বল্‌লেন—'প্রসাধন যে আনো নি ভালোই করেছো। তা' আর ব্যবহার করা আমার উচিত হবে না, তা' দান করেই দেবো।' এ ব'লে তিনি সুগতের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনান্তে বল্‌লেন—'ভন্তে ভগবন্, আমার মহালতা প্রসাধন দাসী ভুলে গন্ধকুটীরে রেখে গিয়েছিলো। পূজনীয় আনন্দ স্থবির তা' তুলে রেখেছেন। গন্ধকুটীরে ভুলেও কোনো দ্রব্য রেখে গেলে, পুনঃ তা' গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ আর্য্য আনন্দও তা' স্পর্শ করেছেন। আমার পক্ষে তা' অপরাধ হয়েছে। এর দণ্ড স্বরূপ তা' আমি আর্য্যদের দান করছি।'

শাস্তা বল্‌লেন—'প্রব্রজিতের পক্ষে অলঙ্কার গ্রহণ করা উচিত নয়।'

বিশাখা—তা' জানি ভন্তে, ইহা বিক্রী ক'রে লব্ধ অর্থ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করার সঙ্কল্প করেছি।

---

* বুদ্ধের আবাস-কুটীর।

আপ্নাদের চতুর্প্রত্যয় * অথবা অন্য কিছুর প্রয়োজন থাক্লে আমায় বলুন।

বুদ্ধ—তা' হলে বিশাখে, শ্রাবস্তীর পূর্বদ্বারে ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য একখানা বিহার তৈয়ার ক'রে দাও, এটাই তোমার কর্তব্য।

তথাগতের অভিমত শুনা মাত্রই বিশাখার অন্তরে পুলক-শিহরণ জেগে উঠ্লো। সুগতবাক্য তিনি সানন্দে শিরোধার্য্য ক'রে নিলেন। তাঁর বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হতে চল্লো। তাই তিনি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বল্লেন—'প্রভু ভগবন্, আমি বহুদিন যাবৎ আশা পোষণ ক'রে আস্ছি—'কখন যে একখানা শুভ্র-সৌধ নির্মাণ ক'রে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে দান করতে পারবো।' ভগবানের আদেশ যখন হয়েছে, এবার নিশ্চয়ই আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।' এরূপে কিছুক্ষণ সন্তোষ জনক আলাপের মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত ক'রে তৎপর তিনি বুদ্ধকে বন্দনান্তে প্রসাধন নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

---

* (১) আহার্য্য বস্তু (২) চীবর (৩) শয্যা ও তদুপকরণ (৪) ঔষধ-পথ্য ও পানীয়।

পূর্বারাম নির্মাণ

বিশাখা গৃহে এসে প্রসাধনের মূল্য নির্ধারণ কল্পে স্বর্ণকারকে আহ্বান করলেন। স্বর্ণকার এসে মূল্য নির্ধারণ করলো—লক্ষাধিক নয় কোটি মুদ্রা। বিশাখা কর্মচারীকে আদেশ করলেন—'এ প্রসাধনখানা লক্ষাধিক নয় কোটি মুদ্রায় যে কারও নিকট বিক্রী করে এসো।' প্রসাধন শকটে নিয়ে কর্মচারী শ্রাবস্তীর সর্বত্র ঘুরে ফিরে দেখ্লো, কিন্তু এতো অধিক মূল্যে ইহা কেহই গ্রহণ করলো না।

মহালতা প্রসাধনে অলঙ্কৃতা হবার মতো পুণ্যবতী নারী জগতে বড়োই দুর্লভ। যে নারী আর্য্যকান্ত উপোসথ শীলাদি পূর্ণাঙ্গ-শীল অখণ্ডভাবে প্রতিপালন করেন এবং তিনিই যদি মহাসংঘের উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক মহার্ঘ চীবর অথবা প্রব্রজ্যার অষ্টোপকরণ দান করেন, সেই মহান্ পুণ্যের অন্তিম পুরস্কার হলো—মহালতা প্রসাধন লাভ। তখনকার দিনে সমগ্র জগতে মাত্র তিনজন রমণীই ঈদৃশ পুণ্যদ্যোতক প্রসাধন লাভ করেছিলেন। যথা—মহা উপাসিকা বিশাখা, কোশলরাজের সেনাপতি বন্ধুল মল্লের পত্নী মল্লিকা (১) ও বারাণসীর জনৈক শ্রেষ্ঠীকন্যা (২)। তন্মধ্যে বিশাখার প্রসাধনই শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান।

---

(১) মল্লিকার মহালতা প্রসাধনের মূল্য চারকোটি মুদ্রা।

(২) মতান্তরে দেবদানী নামক চোরের গৃহে মহালতা প্রসাধন ছিলো।

(দীঃ নিঃ অর্থঃ মহাপরিনির্বাণসূত্র বঃ)

এমন প্রসাধনে অলঙ্কৃতা হ'তে পারেন, সেরূপ ভাগ্যবতী নারী শ্রাবস্তীতে আর কেহ না থাকায়, অগত্যা বিশাখাই তা'নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ কর্‌লেন। সে' অর্থে ক্রয় কর্‌লেন বুদ্ধের নির্দেশমতে শ্রাবস্তীর পূর্বদ্বারে এক সুবৃহৎ ভূমিখণ্ড। অচিরে তথায় সংঘারাম নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হলো।

এম্‌নি সময়ে তথাগত দূরদেশ গমনের ইচ্ছায় সশিষ্য ভদ্রিয় নগরাভিমুখে যাত্রা কর্‌লেন। বিশাখা এ সংবাদ পেয়ে যথাশীঘ্র তদ্‌সমীপে উপনীত হয়ে বল্‌লেন—'ভন্তে, আপ্‌নি কোথা যাবার ইচ্ছা করেছেন ?'

'ভদ্রিয় নগরে।'

'প্রভো, এতো ব্যয় ক'রে আপ্‌নার জন্য বিহার তৈয়ার কর্‌ছি, অনুগ্রহ ক'রে এসময়ে একটু অপেক্ষা করুন।'

'উপাসিকে, এটা আমার অনিবার্য্য গমন।'

'তা'হলে ভন্তে, এ কাজের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ভিক্ষু রেখে যান।'

'তুমি যাকে ইচ্ছা করো, তার পাত্র গ্রহণ করো।'

'মহামোদ্‌গল্যাণ স্থবির মহতী ঋদ্ধিশক্তি সম্পন্ন, তিনিই উপযুক্ত হবেন' এ চিন্তা ক'রে বিশাখা স্থবিরের পাত্র গ্রহণ করলেন। স্থবির বুদ্ধের প্রতি নিরীক্ষণ করলে, তিনি আদেশ করলেন—'মোদ্‌গল্যাণ, তোমার পরিষদ পঞ্চশত ভিক্ষুসহ তুমি নিবৃত্ত হও।'

স্থবির তথাগতের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নিবৃত্ত হলেন। ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ সহ উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে অগ্রসর হলেন। এদিকে সংঘারাম নির্মাণ কার্য্য চলতে লাগ্‌লো। সর্বকার্য্য অতিদ্রুত, নির্বিঘ্নে, সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন হতে লাগ্‌লো। এতে রয়েছে মহামান্য মহামোদ্‌গল্যাণের মহাশক্তির অদৃশ্য-প্রভাব। যেমন, ষাট যোজন দূরে পাষাণ ও বৃক্ষের জন্য গমনকারী লোকেরা অতি সহজে ও নিরাপদে বড়ো বড়ো পাষাণখণ্ড ও বৃক্ষ নিয়ে দিনে দিনেই ফির্‌তে লাগ্‌লো। পাষাণাদি যতো বড়োই হোক্‌ না কেন, শকটে তুলে নিয়ে আস্‌তে কোনোও বেগ পেতে হচ্ছে না। স্থবিরের অনুকম্পায় অতি সহসা সহস্র প্রকোষ্ঠযুক্ত দ্বিতল প্রাসাদ নির্মিত হলো। নিম্নে পঞ্চশত ও উপরে পঞ্চশত প্রকোষ্ঠ সমন্বিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, চারুশিল্পবিমণ্ডিত ও রত্নরাজিসমলঙ্কৃত সুবৃহৎ শুভ্র-সৌধ নয়মাসে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলো। প্রাসাদ-চূড়ায় শোভা পেতে লাগ্‌লো ষাট্‌টি স্বর্ণ-মুকুট। বিহারের চতুঃপার্শ্বে শোভা পাচ্ছে চমৎকার পুষ্পোদ্যান। দর্শকের চিত্ত হরণ করছে সুষমা-মণ্ডিত পুষ্পনিচয়। কুসুম-সৌরভে বাতাস হচ্ছে আমোদিত।

শাস্তা নয়মাসান্তে আপন কর্তব্য সম্পাদনের পর শ্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন ক'রে জেতবন বিহারাভিমুখে অগ্রসর হলেন। বিশাখা এসংবাদ পেয়ে যথাসত্বর এসে পথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রার্থনা করলেন নব-নির্মিত পূর্বারামে পদার্পণ

করতে। উপাসিকার অনুরোধ সুগত রক্ষা করলেন। সশিষ্য তিনি উপনীত হলেন পূর্বারামে। বিশাখা-নির্মিত আরাম (বিহার) শ্রাবস্তীর পূর্বদ্বারে প্রস্তুত হয়েছিলো ব'লে, তা' পূর্বারাম নামেই অভিহিত হলো।

মহা উপাসিকা ভগবানকে বন্দনা ক'রে প্রার্থনা করলেন— 'প্রভো, আপ্‌নি অনুগ্রহ ক'রে চার মাস সশিষ্য এ বিহারে অবস্থান করুন। এর দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসব কার্য্যের অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছা করেছি।'

তথাগত প্রধান দায়িকার এ অনুরোধও রক্ষা করলেন। মহাসমারোহে উৎসব কার্য্য আরম্ভ হলো পূর্বারামে। সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হলো দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান। তা'তে যোগদান করলেন কোশলরাজ, মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক প্রমুখ শ্রাবস্তীর প্রসিদ্ধ জনগণ। উত্তম খাদ্য-ভোজ্য, চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় দান দিতে লাগ্‌লেন বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে। দীন-দরিদ্রের জন্য অন্নসত্র খুলে রাখ্‌লেন। চল্‌লো চার মাস যাবৎ মহোৎসব। তারপর পূর্বারাম দান করলেন আগত-অনাগত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে।

এই অনুষ্ঠানে দানীয় বস্তু-সম্ভার সজ্জিত করা হলো, প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য মহার্ঘ ক্ষৌম-বস্ত্রের ত্রিচীবর, এক এক পাত্রপূর্ণ ভৈষজ্য, বিহারের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের জন্য ভিক্ষুর ব্যবহারযোগ্য যাবতীয় উপকরণ, সর্বসমেত উপকরণের মূল্য নয় 'কোটি স্বর্ণমুদ্রা', বিহারের ভূমিখণ্ডের মূল্য 'নয় কোটি' ও বিহার নির্মাণের

ব্যয় 'নয় কোটি', সর্বমোট 'সাতাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা' ব্যয় করা হয়েছিলো। নারী হয়ে বিশাখার ন্যায় এরূপ দান ও বিবিধ পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করেছেন, তেমন উদার চেতাঃ, পুণ্যবতী ও মহীয়সী রমণী এই বুদ্ধ-শাসনে আর কা'কেও দেখা যায় না।

(ধর্মপদার্থকথা ও মনোরথপূরণী)

সখীর গালিচা দান

বিশাখার এক প্রিয় সখী চিন্তা করলো—'আমার সখীর নবনির্মিত বিহারে আমাকে কিছু দিতে হবে। কিন্তু কি দেবো ?' চিন্তা ক'রে ঠিক করলো, একখানা গালিচা (কার্পেট) দেবে। সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখানা সুন্দর চারুশিল্প বিমণ্ডিত গালিচা ক্রয় ক'রে এনে বিশাখাকে বল্‌লো—'সখি, তোমার বিহারের কোনোও এক প্রকোষ্ঠে ভূতলে পেতে দেবার উদ্দেশ্যে এই গালিচাখানা এনেছি। কোন্ প্রকোষ্ঠে দেবো, আমাকে তা' দেখিয়ে দাও।'

বিশাখা বল্‌লেন—'সখি, তা' তুমি দেখে নাও। আমি যদি বলি যে, তেমন খালি স্থান নেই, তবে তুমি মনে করবে, আমিই তোমায় অবকাশ দিচ্ছিনা। তুমি নিজেই গিয়ে দেখো, হাজার কাম্‌রার মধ্যে যেখানে স্থান পাও, বিছায়ে দাও গিয়ে, আমার কোনোও আপত্তি নেই।'

সখী সহস্র প্রকোষ্ঠ অন্বেষণ ক'রে দেখ্‌লো, কোথাও শূন্য স্থান নেই, বরং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বিছানো গালিচা এই

গালিচার চেয়ে মূল্যবান। সখী নিরাশ হয়ে দুঃখিত অন্তরে চিন্তা করলো—'এ বিহারে পুণ্যাংশ লাভের ভাগ্য আমার নেই।' এ'মনে ক'রে সে বিষাদ অন্তরে এক বৃক্ষমূলে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগ্‌লো।

আনন্দ স্থবির তাঁকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—'উপাসিকে, তুমি রোদন কর্‌ছো কেন?'

স্থবিরকে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জানালো। তিনি বল্‌লেন—'তজ্জন্য তুমি চিন্তা করো না, একটা স্থান আমি নির্দেশ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে এসো।' এ ব'লে তাকে সঙ্গে নিয়ে স্থবির বিহারালিন্দের সোপান মস্তকে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—'উপাসিকে, ভগবান ও ভিক্ষুসংঘ এই সোপান পাদদেশে পদধৌত ক'রে এ স্থানেই পা মুছ্‌বেন। তোমার গালিচাখানা এখানেই বিছায়ে দাও। প্রত্যেক ভিক্ষুই তোমার গালিচায় পা মুছে বিহারে প্রবেশ করবেন। ইহা প্রকোষ্ঠে দিলে এক জনেই ব্যবহার কর্‌তো, এখন কিন্তু সকলের ব্যবহারেই লাগ্‌বে। এতে তোমার অধিক পুণ্য হবে। মহাউপাসিকা বিশাখা ইহা লক্ষ্য করেন নি। না হয়, এ স্থানও পাওয়া দুষ্কর হতো।' উপাসিকা স্থবিরের নির্দেশ সানন্দে মেনে নিলো। গালিচাখানা সেখানেই বিছায়ে দিলো। এতেই প্রমাণ হচ্ছে পূর্বারাম বিহারে বিশাখার প্রদত্ত প্রত্যেক বস্তুই অতি মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট।

(ধর্মপদার্থকথা)

প্রীতি গাথা

বিশাখার মনোমত বিহার নির্মাণ ও তা' দান করতে পেরে আনন্দে আত্মহারা হলেন তিনি। তাঁর আবাল্য-বাসনার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে তাঁর অন্তর তরঙ্গায়িত হলো পঞ্চ প্রীতিতে *। দেহ হলো রোমাঞ্চিত ও কম্পিত। অন্তরে প্রীতি বেগ ধারণে অসমর্থ হয়ে তিনি পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ও সখীগণ পরিবৃতা হয়ে সুমধুর গীতস্বরে নিম্নোক্ত প্রীতি গাথায় মুখর ক'রে বিহারে বিচরণ করতে লাগ্‌লেন—

১। 'বাল্যকালাবধি বড়ো চিন্তায় ছিলাম, কখন যে
আমি শ্বেতভিত্তি- স্তম্ভ শোভিত রমণীয় শুভ্র-
প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে
দান করতে পারবো। সে আশা আমার পূর্ণ হয়েছে।

২। বাল্যকালাবধি বড়ো চিন্তায় ছিলাম, কখন যে
আমি মঞ্চ, পীঠ, গালিচা, মশারী, আস্তরণ ও
বালিশাদি শয্যোপকরণ সহ সমস্ত ব্যবহার্য্য
দ্রব্য সশিষ্য বুদ্ধকে দান করতে পারবো।
এখন সে বাসনা আমার পরিপূর্ণ হয়েছে।

---

* পঞ্চপ্রীতি—ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণা। (১) ক্ষুদ্রিকা প্রীতি রোমাঞ্চকর, (২) ক্ষণিকা প্রীতি বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায়, (৩) অবক্রান্তিকা প্রীতি চিত্তকে তরঙ্গের মতো উচ্ছ্বসিত করে, (৪) উদ্বেগা প্রীতি গগনচারী বিহঙ্গের মতো দেহকে উধাও করে, (৫) স্ফুরণাপ্রীতি সর্বশরীর ব্যাপৃত হয়ে দীপ্ত ও কম্পিত করে।

৩। বাল্যকালাবধি বড়ো চিন্তায় ছিলাম, কখন যে আমি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে আমার মনোমত উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য ও নিত্যদান দিতে পারবো। এখন আমার সে কামনা পরিপূর্ণ হয়েছে।

৪। বাল্যকালাবধি বড়ো চিন্তায় ছিলাম, কখন যে আমি কৌষিক, ক্ষৌম ও কার্পাসাদি মহার্ঘ বস্ত্র ও চীবর সশিষ্য বুদ্ধকে দান করতে পারবো। এখন আমার সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয়েছে।

৫। বাল্যকালাবধি বড়ো চিন্তায় ছিলাম, কখন যে আমি ঘৃত, মাখন, তৈল, মধু, গুড়, ভৈষজ্য ও অষ্ট পানীয় সশিষ্য বুদ্ধকে দান করতে পারবো। এখন আমার সে অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়েছে।'

ভিক্ষুগণ বিশাখার সুমধুর গীত-শব্দ শুনে অবাক হলেন। তাঁরা বুদ্ধের নিকট গিয়ে বল্‌লেন—'ভন্তে, মহা উপাসিকা বিশাখাকে কোনও দিন বিহারে গান করতে শুনি নি। কিন্তু, এখন তিনি পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে গান গেয়ে গেয়ে বিহারে বেড়াচ্ছেন। ভন্তে, তাঁর কি মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে?'

সম্বুদ্ধ প্রসন্ন কণ্ঠে বল্‌লেন—'ভিক্ষুগণ, বিশাখা একাধারে আমার কন্যা *, মহাউপাসিকা, প্রধান দায়িকা ও স্রোতাপন্না আর্য্যশ্রাবিকা। আর্য্যশ্রাবিকার কখনও মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘট্‌তে পারে না। ভিক্ষুগণ, সে গান করছে না, প্রীতি-গাথাই ভাষণ করছে। ইহা আর্য্য-ছন্দেঃ আর্য্যশ্রাবিকার অন্তরের প্রীতি-উচ্ছ্বাস। ওর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে অতীত জন্মের প্রার্থনা। তাই ওর অন্তরে এখন অসীম আনন্দ ও অফুরন্ত প্রীতির সঞ্চার হয়েছে। পঞ্চ প্রীতি-বেগ ধারণ করতে সে অসমর্থ হচ্ছে, তাই সুললিত-ছন্দেঃ বের হয়ে পড়্‌ছে ওর অন্তর্নিহিত প্রীতিপূর্ণ ভাবের উচ্ছ্বাস—প্রীতিগাথা।'

ভিক্ষুগণ অনুরোধ করলেন—'ভন্তে, আমাদের শুন্‌তে একান্ত ইচ্ছা হয়েছে, মহাউপাসিকার অতীত জন্মের প্রার্থনা কিরূপ ছিলো।'

পূর্বজন্ম

দিব্যদর্শী সম্বুদ্ধ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন বিশাখার অতীত জন্মের কাহিনী—'শুনো ভিক্ষুগণ, লক্ষকল্প পূর্বে সমৃদ্ধ নগর হংসবতীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন পদুমুত্তর নামক সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তাঁর পরমায়ু ছিলো একলক্ষ বৎসর। তখনকার দিনে সর্বসাধারণের আয়ুষ্কাল ছিলো সে পরিমাণ। এক পুণ্যশ্লোকা নারী ছিলো সম্বুদ্ধের মহা উপাসিকা ও প্রধান দায়িকা। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করতো সেই উপাসিকা। প্রাতঃ-সন্ধ্যা বুদ্ধ দর্শন, ধর্মশ্রবণ ও যথাসময়ে দানাদি পুণ্যকর্মে সে ব্যস্ত থাক্‌তো। তথাগতের নিকট সে 'অষ্টবর' লাভ করেছিলো।

---

* স্রোতাপত্তি ফলরূপ আর্য্য-ভূমিতে বুদ্ধ বিশাখাকেপুনর্জন্ম দান করেছেন, তাই তিনি তাঁকে কন্যা আখ্যায় আখ্যায়িত কর্‌ছেন।

শাস্তার প্রতি সে ছিলো মায়ের মতো মমতাপরায়ণা। উপাসিকার এক সখী সর্বদা তার সঙ্গেই বিহারে আসতো। সে সকল সময়েই দেখ্‌তো উপাসিকার সহিত বুদ্ধের বিশ্বস্ত ভাবের আলাপ হয়ে থাকে। বুদ্ধের প্রতি উপাসিকার প্রগাঢ় প্রীতি, আদর ও মমতাভাব। উপাসিকা যেন বুদ্ধকে মাতৃস্নেহের নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। সে এতো বুদ্ধগত প্রাণ যে, ক্ষণেকের তরেও বুদ্ধকে তার চক্ষের অন্তরাল করতে চায় না। উপাসিকার সখী একদিন বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলো—'প্রভো, এই উপাসিকা আপ্‌নার কে হন?'

উত্তর হলো—'প্রধান সেবিকা, দায়িকা ও মহাউপাসিকা।'

'প্রভো, কিরূপ গুণ থাক্‌লে, সম্যক্ সম্বুদ্ধের এমন মহাউপাসিকা হতে পারে?'

'লক্ষ কল্প পূর্বে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করতে হয়।'

'প্রভো, এখন প্রার্থনা করলে সিদ্ধ হবে কি?'

'হাঁ, হবে।'

'তা' হলে ভন্তে, সাত দিনের জন্য সশিষ্য আপ্‌নি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।'

তথাগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লেন। সেই রমণীটি সপ্তাহ কাল যাবৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে উৎকৃষ্ট আহার ও চীবর দান করলো। শেষদিন ভগবানকে বন্দনান্তে প্রার্থনা করলো—'ভন্তে ভগবন্, সপ্তাহ যাবৎ দানাদি পুণ্যার্জন যা' করেছি, তা' মনুষ্য অথবা দেব-সম্পদ লাভের জন্য নয়, আমি চাই লোকোত্তর সম্পদ, আমি চাই এ পুণ্য প্রভাবেই এই উপাসিকার মতো কোনোও এক সম্যক্ সম্বুদ্ধের মাতৃরূপিণী প্রধান দায়িকা ও উপাসিকা হতে। সেবা করতে পারি যেন চতুর্প্রত্যয়ে এবং হতে পারি যেন অষ্টবর লাভের অধিকারিণী; ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

পদ্মমুত্তর বুদ্ধ দিব্য-দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দর্শন ক'রে বল্‌লেন—'উপাসিকে, তোমার প্রার্থনা হবে ফলবতী। এক লক্ষ কল্প পরে গৌতমবুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। তখন তুমি বিশাখা নাম্নী মহা-উপাসিকা হয়ে তাঁর নিকট অষ্টবর লাভ করবে।'

ভিক্ষুগণ, তদবধি এ রমণী জন্ম-জন্মান্তর কুশল কর্ম সম্পাদন ক'রে দেব-মানব কুলে অপরিমাণ সুখ-ভোগের অধিকারিণী হয়েছে। পরিশেষে এ জন্মে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা হয়ে লোকোত্তর সম্পদ অধিগত হয়েছে এবং সুগত-শাসনেরও বহু উপকার সাধন করছে। ভিক্ষুগণ, আমার কন্যা গান করছে না, ওর প্রার্থনা ও বাসনার পূর্ণতা প্রাপ্তিতে আনন্দাতিশয্যে উদান গাথাই ভাষণ করছে।' এ ব'লে তথাগত নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ কর্‌লেন—

বিবিধ বর্ণের পুষ্পরাশি থেকে যেমন বিবিধ
প্রকার বহু মালা রচনা কর্‌তে সক্ষম হয়,
তথা মরণাধীন মানুষেরও বিবিধ প্রকার
বহু কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

পুণ্যদান

একদিন বিশাখা পাঁচশত সহচরী সঙ্গে নিয়ে নূতন বিহার পূর্বারামে উপনীত হলেন এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গিয়ে তাঁর শ্রদ্ধা-প্রদত্ত যাবতীয় বস্তু সম্ভার প্রীতি-নেত্রে সন্দর্শন কর্‌তে লাগ্‌লেন। সখীদের নিকট বর্ণনা কর্‌লেন প্রতিটি বিষয়। উদ্দেশ্য 'অপর চেতনা' জন্মিত পুণ্যার্জন করা। 'পূর্বচেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনা' এ ত্রিবিধ চেতনার মধ্যে প্রথম দ্বিবিধ চেতনার কার্য্য তাঁর সমাপ্ত হয়েছে। তারপর আমরণকাল চল্‌বে অপর চেতনার কর্ম। অপর চেতনায় রয়েছে অপ্রমাণ পুণ্যের সৃজনী-শক্তি। এর মাধ্যমে বিশাখা কুশলমূলক উপস্তম্ভক কর্মকে করতে চান শক্তিশালী

অপূর্ব চারুশিল্পে সুশোভিত সুবিশাল প্রাসাদের মনোরম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ক'রে সহচরীরা সানন্দে বিশাখার ভূয়সী প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো। বিহার দর্শন সমাপ্ত হলে, মহাউপাসিকা সকলকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—'প্রিয় সখীগণ, এ বিহার নির্মাণ ও দানজনিত যেই মহান্ পুণ্যরাশি অর্জন করেছি, সে সমস্ত পুণ্য প্রসন্নচিত্তে তোমাদিগ্‌কে দান করার ইচ্ছা করেছি। তৎপূর্বে শুনো আমার পুণ্যার্জনের পদ্ধতি কিরূপ এবং কতো অপরিমাণ পুণ্যের আমি অধিকারিণী হয়েছি।

আমার সাত বৎসর বয়স থেকে এই পুণ্যাবদানের স্বপ্ন দেখতাম, সকল সময় চিন্তা করতাম এবং তন্ময় হয়ে যেতাম তদ্ভাব-ভাবনায়, কখন যে কর্‌তে পারবো ঈদৃশ কুশলকর্ম। এ চিন্তায় ছিলো আমার অপার আনন্দ বিজড়িত এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ বর্জিত বিশুদ্ধতা। তাই এই পূর্বচেতনার প্রত্যেক চিত্তক্ষণেই আমার সঞ্চিত হয়েছে প্রভাবশালী কতো অনন্ত পুণ্য।

এ বিহার নির্মাণ কালে এবং ইহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে যাবতীয় ব্যবহার যোগ্য মহার্ঘ উপকরণ সহ দান করার সময়ে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহপরায়ণ বিশুদ্ধ মুঞ্চন বা ত্যাগ চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যেই অনির্বচনীয় প্রীতি-সৌমনস্যের সঞ্চার হয়েছিলো, তা' অনুপমেয়। তখন প্রতিচিত্তক্ষণেই আমার মহাকুশল উৎপন্ন হয়েছিলো, যা' অজেয় ও অচিন্তনীয় পুণ্যসম্পদ।

এসব কুশলকর্ম সম্পাদনের পরও প্রতি মুহূর্তে তা' সানন্দে স্মরণে ও মননে আমার অনন্ত পুণ্য উৎপন্ন হচ্ছে। যখন একাগ্রমনে আমার কৃতকর্মসমূহ চিন্তা কর্‌তে থাকি, তখন আমার অন্তরে প্রীতি উছলিয়ে পড়ে, হৃদ-সমুদ্রে প্রবল প্রীতি-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় 'অপর চেতনা'। আমার আনন্দ দায়ক এ চেতনা লোভ, দ্বেষ ও মোহবর্জিত। তজ্জনিত আমার যা' পুণ্যরাশি উৎপন্ন হচ্ছে, তা' অতি তেজোময়, ঋদ্ধিময় ও দুঃখান্তকারী।

প্রিয় সখীগণ, আমার অর্জিত সমস্ত পুণ্য সানন্দে তোমাদিগ্‌কে দান কর্‌ছি। তোম্‌রা প্রসন্নমনে অনুমোদন করো এ পুণ্য, ইহা যেন তোমাদের এনে দেয় পরা-শান্তি।'

সহচরীগণ প্রিয় সখীর প্রদত্ত পুণ্য 'সাধু সাধু' আনন্দ ধ্বনিতে পূর্বারাম মুখরিত ক'রে অনুমোদন করলো।

পুণ্যানুমোদনের ফল

পুণ্যানুমোদনের মধ্যেও বিদ্যমান থাক্‌তে হবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, প্রীতি ও গৌরব। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ কুশলকর্মের সমবায়ে পুণ্যানুমোদনই মহান্ তেজঃপূর্ণ ও শক্তিশালী পুণ্যের জনক। বিশাখার সহচরীদের মধ্যে এক শ্রদ্ধাবতী সহচরীর এই পুণ্যানুমোদনই হয়েছিলো মহাপুণ্যপ্রসূ। তিনি বিশাখার গৌরবোজ্জ্বল পুণ্যাবদান সন্দর্শন ক'রে এবং তাঁর আনন্দময় উচ্ছ্বাস-বাণী শুনে এই সখীর অন্তরে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতি উৎপন্ন হয়েছিলো। তিনি একাগ্রতায় তন্ময় হয়ে অতি প্রসন্ন মনে অনুমোদন করেছিলেন সখী বিশাখার প্রদত্ত পুণ্যরাশি। সেই অনুমোদনজনিত পুণ্যসম্পদ হয়েছিলো মহাশক্তিশালী ও দীপ্তিশালী।

এই পুণ্যবতী নারী পরমায়ু অবসানে দেহত্যাগের পর তাবতিংস স্বর্গে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পুণ্য-প্রভাবে তথায় উৎপন্ন হয়েছিলো স্বর্ণময় সুবৃহৎ বিমান (প্রাসাদ)। সেই দিব্যবিমান বহুশত কূটাগার পরিশোভিত। চারপাশে মনোরম উদ্যান ও পুষ্করিণী বিমানের সৌন্দর্য্য বর্ধন করেছিলো। ষোড়শ যোজন বিস্তৃত ও উচ্চতাবিশিষ্ট এবং বৈচিত্র্যময় চারুশিল্প প্রতিমণ্ডিত জ্যোতির্ময় এই বিমান অতি চমৎকার ও বিস্ময়জনক!

মহামান্য অনুরুদ্ধ স্থবির ছিলেন অর্হৎ, ঋদ্ধিমান্ ও শ্রেষ্ঠ দিব্যচক্ষু সম্পন্ন। একদা তিনি ধ্যানশক্তির প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে উপনীত হলেন। তথায় সন্দর্শন করতে লাগ্‌লেন দেবতাদের দিব্য-ঐশ্বর্য্য ও নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্যাবলী। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন, আর দেখ্‌ছেন বিস্ময়-নেত্রে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য-ভরা দেবলোকের দিব্য-বিমান ও দিব্যোদ্যান। উদ্যানের বৃক্ষ, পত্র, মঞ্জরী, বল্লরী ও বিচিত্র কুসুমনিচয় সবই জ্যোতির্ময় এবং বিমানসমূহ নয়ন তৃপ্তিকর স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে চতুর্দিক করছে আলোকিত। দেবলোকের সব কিছু থেকেই মণিরশ্মির মতো জ্যোতিঃ বের হয়ে দেবপুরী নিরন্তর চমৎকার আলোকে আলোকিত করছে। দেবগণও স্বয়ংপ্রভা বিশিষ্ট। এ ছাড়া অন্য আলো দেবলোকে নেই, নেই চন্দ্র-সূর্য্যও। দিব্য সুখে, দিব্য আলোকে ও দিব্য ভোগ-বিলাসে সতত অভিরমিত হচ্ছেন দেবগণ। সেখানে নেই মাতৃ-জঠরে জন্ম দুঃখ; নেই জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ; নেই অভাব-অনটনের দুঃখ। দেবগণ সর্ব-সুখেই সুখী। পুণ্যই সুখের উৎস। তাঁদের লালিত্যময় দিব্যরূপ অবর্ণনীয়, দিব্য-সম্পদেরও তুলনা নেই। ইহাই পুণ্যের জ্বলন্ত সাক্ষী।

স্থবির আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখ্‌তে পেলেন—এক দিব্য-সুন্দর দীপ্তোজ্জ্বল বিমানে এক অপরূপ জ্যোতির্ময়ী দেববালা বিরাজ করছেন। সেই বিমান থেকে নিঃসৃত হচ্ছে দিব্য-বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি। দিব্য-সুন্দরী অপ্সরাগণ সুর তান-

মানলয় ললিত-লালিত্যময় সুছন্দ নৃত্য-গীতে ইন্দ্রাণীর মতো সেই দেবকন্যার চিত্ত বিনোদন করছে। তাদের সর্বাঙ্গ ও বস্ত্রালঙ্কার হতে বিদ্যুৎ বিকাশের মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছে রশ্মিমালা। স্থবিরের ঔৎসুক্য জাগ্‌লো, দেখে এই বিস্ময়কর দৃশ্য। চিন্তা করলেন—'কতো সুন্দর এই দীপ্তোজ্জ্বল বিমান! তথায় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ ক'রে সমুজ্জ্বল রত্নাসনে সমাসীনা জ্যোতির্ময়ী কে এই দেববালা ? নিশ্চয়ই এই কান্তিমতী দেবী মহাপুণ্যবতী। স্থবির ধীরে উপনীত হলেন দেবকন্যার সম্মুখে। স্থবিরকে দেখে দেববালা আসন ত্যাগ ক'রে বন্দনা করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'দেবি, তোমার দেহের সমুজ্জ্বল দিব্য-প্রভা সকলদিক্ করছে আলোকময়, তোমার জোতিষ্মান্ এ প্রাসাদ বড়ো সুন্দর, বড়ো মনোরম! অপ্সরাগণ নেচে-গেয়ে তোমার মনোরঞ্জন করছে, নৃত্যের সময় তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্রালঙ্কার থেকে প্রাণারাম দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হচ্ছে, তোমার দিব্য-সম্পদ অতুলনীয়, সর্বসুখে সুখিনী তুমি! হে দেবি, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—ইহা তোমার কোন্ পুণ্যের প্রভাব ?'

প্রত্যুত্তরে দেবকন্যা দিব্য-মধুর কণ্ঠে বল্‌লেন—'ভন্তে, শ্রাবস্তীতে ভগবান তথাগতের মহা উপাসিকা বিশাখার আমি অন্যতম সখী ছিলাম। একদিন তাঁর নবনির্মিত বিহার দানের মহান্ পুণ্য আমাদিগ্‌কে দান করেছিলেন। তা' আমি অতি প্রসন্ন ও জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্তে অনুমোদন করেছিলাম। সেই বিশুদ্ধ অনুমোদনের ফলে আমার অর্জিত হয়েছিলো মহাশক্তিশালী পুণ্য,—যে পুণ্যের প্রভাবে আমি লাভ করেছি এমন আশ্চর্য্য-দর্শনীয় মনোময় সুবিশাল বিমান। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ষোড়শ যোজন বিশিষ্ট এই দিব্য-প্রাসাদ আমার ইচ্ছানুসারে আকাশ-পথে বিচরণ করে। যেন আমার চিত্তভাব জেনেই তরঙ্গায়িত বায়ুসাগরে নেচে নেচে ভেসে বেড়ায় এই আশ্চর্য্য ঋদ্ধিমান্ বিমান। বিমানের অপূর্ব আভা শত যোজন ব্যাপী আলোকময় করেছে। এই দিব্য-জ্যোতিঃ কতো মনোহর ও নয়ন-তৃপ্তিকর! আমার জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েছে দিব্য-সুন্দর স্বচ্ছ-সলিলা সরসী। নানা বর্ণের জ্যোতির্ময় দিব্য-পদ্ম প্রাণারাম দিব্য-সৌরভে করছে বাতাস আমোদিত। আম, জাম ও নারিকেলাদি বিবিধ দিব্য-পাদপরাজী ফল-ভরে নমিত হয়ে বিমানের সৌন্দর্য্য বর্ধন করছে। নিরন্তর বিমানে অদৃশ্য চমৎকার দিব্য-বাদ্যের সুতান-লহরী উত্থিত হচ্ছে। সেই দিব্য-রাগিণীর মধুর-স্পর্শে অপ্সরাগণ বিহ্বলা হয়ে নৃত্য-গীতে তন্ময় হয়ে পড়ে। অচিন্তনীয় পুণ্য-প্রভাবেই লব্ধ হয়েছে আমার এই ঋদ্ধিময় দিব্য-সম্পদ। তাই পুণ্যার্জন করা প্রত্যেকেরই একান্ত প্রয়োজন।

ভন্তে, আমার এ অনুরোধ, আপ্‌নি মানবগণকে বল্‌বেন—'উদধি নামক সাগর যেমন অপ্রমাণ, আর্য্য সংঘও অপ্রমাণ। সংঘ উদ্দেশ্যে দানই উত্তম দান, উত্তম ত্যাগ ও শ্রেষ্ঠ পূজা। তথাগতের শ্রাবকসংঘই অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। শ্রদ্ধাচিত্তে সংঘকে দান দিলে মহাফল প্রসূত হয়। প্রজ্ঞা-শীলে অলঙ্কৃত ও শান্তচিত্ত শ্রাবকসংঘ অতি মহান্। স্বকৃত কুশলকর্ম স্মরণে,

মননে ও আনন্দ উৎপাদনে হয় অনুপম পুণ্যের সঞ্চার। তাতেই সম্প্রাপ্ত হয় আনন্দময় স্বর্গরাজ্য।

(বিমানবত্থু ও তদর্থকথা)

উপোসথ তিন প্রকার

তখন ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে অবস্থান করছিলেন। কোনোও এক উপোসথদিবসে বিশাখা দিন-দুপুরে শাস্তার নিকট উপনীত হলেন এবং বন্দনান্তে উপবেশন করলে, সুগত জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, এই দিন-দুপুরে তুমি কোথেকে আস্‌ছো ?'

প্রত্যুত্তরে বিশাখা বল্‌লেন—'প্রভো, আজ উপোসথ দিবস, উপোসথ শীল পালন করবো।'

তখন সম্বুদ্ধ তাঁকে উপোসথ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত রূপ উপদেশ দিলেন—'বিশাখে, উপোসথ তিন প্রকার, যথা—গোপালক উপোসথ, নিগ্রন্থ উপোসথ ও আর্য্যোপসথ।

(১) শুনো বিশাখে, কোন্ কারণে 'গোপালক উপোসথ হয়—গোপালকেরা সন্ধ্যার সময় গৃহস্থকে গরুগুলি বুঝায়ে দিয়ে এরূপ চিন্তা করে—'আজ অমুক্ স্থানে গরু চরেছে, অমুক্ স্থানে জল পান করেছে। কাল্‌কে অমুক্ স্থানে চরবে এবং অমুক স্থানে জল পান করবে।' তদনুরূপ কোনো কোনো উপোসথিকও চিন্তা করে—'আজ আমি অমুক্ অমুক্ খাদ্য-ভোজ্য খেয়েছি, আস্‌ছে কাল অমুক্ অমুক্ খাদ্য-ভোজ্য খাবো, এরূপ লোভ সহগতচিত্তে দিন-যামিনী অতিবাহিত করে। ঈদৃশ উপোসথই 'গোপালক উপোসথ' নামে অভিহিত হয়। এরূপ উপোসথ মহাফল দায়ক হয় না এবং জ্যোতির্ময় বা সমুজ্জ্বল রূপেও বিকাশ প্রাপ্ত হয় না।

(২) শুনো বিশাখে, কোন্ কারণে 'নিগ্রন্থ' উপোসথ বলা হয়—নিগ্রন্থ নামধারী এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে। তাদের উপোসথিককে তারা নিম্নোক্ত রূপ উপদেশ দিয়ে থাকে—'ওহে, তোম্‌রা চতুর্দিকে শত যোজনের মধ্যে কোনোও প্রাণী হত্যা করবে না ; এর বাইরে করতে পারো।' এরূপ বাক্যে উপোসথধারীকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো কোনো প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুকম্পা, আর কোনো কোনো প্রাণীর প্রতি নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা।

সেই উপোসথধারীরা গুরুর শিক্ষানুযায়ী এবং নির্দেশ মতে তাদের দেহস্থ সমস্ত পোষাক-পরিচ্ছদ নিক্ষেপ ক'রে এরূপ বলে—'আমি কারো উপদ্রব বা বোঝা হবো না। এখন আমি যে কোনোও বস্তুর প্রতি তৃষ্ণাহীন ও উপদ্রবমুক্ত। আমার বলতে কিছুই নেই।'

উক্ত বাক্যে সত্যের অপলাপ করা হলো মাত্র। কারণ, ওর মাতা-পিতাও জানে যে—এ আমাদের পুত্র ; স্ত্রী-পুত্রও জানে যে—ইনি আমাদের ভর্তা ; সেও জানে যে—এরা আমার

স্ত্রী-পুত্র ; দাস-কর্মচারীরাও জানে যে—ইনি আমাদের প্রভু ; সেও জানে যে—এরা আমার দাস-কর্মচারী।

যেস্থলে সত্যের একান্ত প্রয়োজন, সত্য বাক্যের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে উপোসথশীল, সে স্থলেই মিথ্যা বাক্যের আশ্রয়েই সম্পাদন করা হলো উপোসথ গ্রহণ ও পালন। আমি বল্‌ছি, এ স্থলে ইহা একান্তই মিথ্যা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হলো--সে যখন বলেছে, 'আমার বল্‌তে কিছুই নেই', এ কথায় ওর মঞ্চ-পীঠ্, খাদ্য-ভোজ্য ও বস্ত্রালঙ্কারাদি স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পদই পরিত্যক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় উপোসথের সেই রাত্রি অবসানে সে ব্যক্তি আবার সমস্ত সম্পদই ভোগ-দখল করে, এতেই অদত্ত-বস্তু গ্রহণ ও ভোগ করা হলো। সুতরাং ইহা 'অদত্তগ্রহণ' বলেই আমি বল্‌ছি। বিশাখে, ইহাই নিগ্রন্থ উপোসথ নামে অভিহিত হয়। এরূপ উপোসথ পালন মহাফলদায়ক হয় না, তথা মহাজ্যোতিঃ সম্পন্নও হয় না, শ্রেষ্ঠ ফলের বিকাশ প্রাপ্তও হয় না।

(৩) বিশাখে, আর্য্যোপোসথ কিরূপ, শুনো --দশ প্রকার ক্লেশের দ্বারা * চিত্ত ক্লিষ্ট হয়। সেই ক্লিষ্ট-চিত্ত—প্রচেষ্টায় পরিশুদ্ধ হয়। এ প্রচেষ্টা হলো 'স্মৃতি-ভাবনা'। তা' কিরূপ ? —এই বুদ্ধ-শাসনে আর্য্যশ্রাবকগণ সম্যক্ সম্বুদ্ধের গুণাবলী স্মৃতিপথে জাগ্রত করে। যথা – সেই তথাগত—অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর পুরুষ-দম্য সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান, এসব অনন্যসাধারণ গুণে বিমণ্ডিত। তথাগতের গুণরাশি স্মরণে, মননে ও অনুশীলনে চিত্ত প্রসন্ন হয়, হৃদয়ে প্রীতি-আনন্দের সঞ্চার হয়, এতেই চিত্তের উপক্লেশ বা পাপমল প্রহীণ হয়। যেমন, মস্তকে ময়লা জন্মিলে উদ্যম ও প্রচেষ্টায় ক্ষার বা সাবান, জল ও হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ ইত্যাদির প্রয়োগে মস্তক পরিষ্কার হয়, সেরূপই বিশাখে, উদ্যম ও উৎসাহে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনায় নিযুক্ত হলে, চিত্তের উপক্লেশ (পাপমল) বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

আর্য্যশ্রাবকের এরূপ উপোসথ 'ব্রহ্মোপোসথ' নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মার আচরণ সমতুল্য হয়েই অবস্থান করার ন্যায় হয়, তাই আর্য্যোপোসথধারীদের চিত্ত স্বতঃই প্রসন্ন হয়। সুতরাং এরূপ উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় চিত্তের উপক্লেশ পরিশুদ্ধ হয়।

(৪) বিশাখে, আর্য্যোপোসথ পালনকারী উপাসক-উপাসিকাগণ ধর্মের গুণ স্মরণ করে, যথা—'ভগবানের প্রচারিত ধর্ম সু-আখ্যাত, সংদৃষ্টিক, অকালিক, এস-পশ্যিক, ঔপনায়নিক এবং বিজ্ঞদের স্বয়ং জ্ঞাতব্য ইত্যাদি ধর্মানুস্মৃতি ভাবনায় চিত্ত প্রসন্ন হয়, আনন্দোৎপন্ন হয়, এ কারণে চিত্ত-ক্লেশ প্রহীণ হয়। যেমন দেহের ময়লা সাবান, জল ও হস্ততালুর উদ্যোগাদির প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার হয়, তদ্রূপ উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে ধর্মানুস্মৃতি ভাবনায় চিত্ত সংযোগ করলে, উপক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। এরূপ উপোসথ ধর্মোপোসথ নামে অভিহিত হয়।

---

* লোভ, দ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, মিথ্যাদৃষ্টি, সদ্ধর্মে সন্দেহ, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, পাপে লজ্জাহীন ও ভয়হীন।

ঈদৃশ আর্য্যোপোসথ পালনকারীকে ধর্মবিহারী বলা হয়। ধর্মানন্দে তারা আনন্দিত হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, সে চিত্তে তখন ক্লেশ আর তিষ্ঠিতে পারে না, তাই চিত্ত হয় বিশুদ্ধ।

(৫) বিশাখে, আর্য্যোপোসথধারী সংঘের গুণ স্মরণ করে। যথা—ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, চতুর্বিধ পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্গল*, আহ্বানীয়, প্রাপণীয়, দাক্ষিণ্য, অঞ্জলি করণীয় ও ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সংঘের এসব গুণ স্মরণে, মননে ও অনুশীলনে চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়। এতেই হয় চিত্ত-ক্লেশ বিদূরিত। যেমন উত্তাপ, ক্ষার, জল ও ধৌতকরণাদি প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টায় যেমন ময়লাবস্ত্র পরিষ্কার হয়, তদ্রূপ উৎসাহ- উদ্যম সহকারে সংঘানুস্মৃতি ভাবনায় মনোনিবেশ করলে, চিত্তপ্রসন্ন ও আনন্দময় হয়, এতেই ক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। আর্য্যোপোসথিকের এ উপোসথ 'সংঘোপোসথ' নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাদিগ্‌কে সংঘবিহারী বলা হয়। সংঘগুণানন্দে তারা আনন্দিত হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন ক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

(৬) বিশাখে, আর্য্যোপোসথিক আর্য্যশ্রাবকগণ স্বীয় শীল সমূহ (অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল) স্মরণ করে। অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নিদাগী, অভগ্ন, তৃষ্ণার দাসত্ব মুক্তকারী, বিজ্ঞজন প্রশংসিত, পাপমলে অসংশ্লিষ্ট ও সমাধিপ্রাপক শীল সম্বন্ধে চিন্তা করে।

যেমন মলিন আয়না তৈল, ছাই, তৃণ ও মার্জনাদি প্রচেষ্টায় পরিষ্কার হয়, তেমন শীলগুণ যতোই স্মরণ করে, ততোই চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়, তৎসঙ্গে চিত্ত-ক্লেশও বিদূরিত হয়। আর্য্যোপোসথিকের এ উপোসথ 'শীলোপসথ' নামে অভিহিত হয়। তাই তা'দেরকে শীল-বিহারী বলা হয়। শীলানন্দে তারা প্রসন্ন ও আনন্দিত হয়, সে সঙ্গে চিত্তের উপক্লেশও বিদূরিত হয়।

(৭) বিশাখে, আর্য্যোপোসথিক দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে। যথা—চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণ-রতি ও পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ বিদ্যমান আছেন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মগণও আছেন। যেরূপ শ্রদ্ধা সম্পন্ন হলে মানুষ মৃত্যুর পর দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব লাভ করে, আমার নিকটও সেরূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। যেরূপ শীল, ত্যাগ, বহুশ্রুত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হলে, মানুষ দেহ [illegible] পর দেবত্ব-[illegible] লাভ করে, আমার নিকটও সেরূপ [illegible] জ্ঞান ও [illegible] বিদ্যমান আছে। এরূপ ভাবে [illegible] [illegible]মূলক চিন্তায় [illegible] ও আনন্দময় [illegible] চিত্তের [illegible]শও বিদূরিত [illegible] বিশাখে, [illegible] হলে, [illegible] গেরুমা[illegible] প্রচেষ্টার [illegible] বিশাখে, [illegible] সহিত দেবতানুস্ম[illegible] চিত্ত [illegible] এবং তৎসঙ্গে চিত্তের [illegible] প্রহী[illegible]

---

* স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ।

ঈদৃশ আর্য্যোপোসথ পালনকারীকে ধর্মবিহারী বলা হয়। ধর্মানন্দে তারা আনন্দিত হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, সে চিত্তে তখন ক্লেশ আর তিষ্ঠিতে পারে না, তাই চিত্ত হয় বিশুদ্ধ।

(৫) বিশাখে, আর্য্যোপোসথধারী সংঘের গুণ স্মরণ করে। যথা—ভগবানের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন প্রতিপন্ন, চতুর্বিধ পুরুষ যুগলই অষ্টপুরুষ পুদ্গল*, আহ্বানীয়, প্রাপণীয়, দাক্ষিণ্য, অঞ্জলি করণীয় ও ত্রিলোকের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সংঘের এসব গুণ স্মরণে, মননে ও অনুশীলনে চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়। এতেই হয় চিত্ত-ক্লেশ বিদূরিত। যেমন উত্তাপ, ক্ষার, জল ও ধৌতকরণাদি প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টায় যেমন ময়লাবস্ত্র পরিষ্কার হয়, তদ্রূপ উৎসাহ- উদ্যম সহকারে সংঘানুস্মৃতি ভাবনায় মনোনিবেশ করলে, চিত্তপ্রসন্ন ও আনন্দময় হয়, এতেই ক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। আর্য্যোপোসথিকের এ উপোসথ 'সংঘোপোসথ' নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাদিগ্‌কে সংঘবিহারী বলা হয়। সংঘগুণানন্দে তারা আনন্দিত হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। তখন ক্লেশ বিদূরিত হয়ে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়।

(৬) বিশাখে, আর্য্যোপোসথিক আর্য্যশ্রাবকগণ স্বীয় শীল সমূহ (অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল) স্মরণ করে। অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, নিদাগী, অভগ্ন, তৃষ্ণার দাসত্ব মুক্তকারী, বিজ্ঞজন প্রশংসিত, পাপমলে অসংশ্লিষ্ট ও সমাধিপ্রাপক শীল সম্বন্ধে চিন্তা করে।

---

* স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ মার্গস্থ-ফলস্থ।

যেমন মলিন আয়না তৈল, ছাই, তৃণ ও মার্জনাদি প্রচেষ্টায় পরিষ্কার হয়. তেমন শীলগুণ যতোই স্মরণ করে, ততোই চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়, তৎসঙ্গে চিত্ত-ক্লেশও বিদূরিত হয়। আর্য্যোপোসথিকের এ উপোসথ 'শীলোপসথ' নামে অভিহিত হয়। তাই তা'দেরকে শীল-বিহারী বলা হয়। শীলানন্দে তারা প্রসন্ন ও আনন্দিত হয়, সে সঙ্গে চিত্তের উপক্লেশও বিদূরিত হয়।

(৭) বিশাখে, আর্য্যোপোসথিক দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করে। যথা—চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ বিদ্যমান আছেন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মগণও আছেন। যেরূপ শ্রদ্ধা সম্পন্ন হলে মানুষ মৃত্যুর পর দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব লাভ করে, আমার নিকটও সেরূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান আছে। যেরূপ শীল, ত্যাগ, বহুশ্রুত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হলে, মানুষ দেহ ত্যাগের পর দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব লাভ করে, আমার নিকটও সেরূপ শীল, ত্যাগ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান আছে। এরূপ ভাবে দেবতার সঙ্গে নিজের তুলনামূলক চিন্তায় চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয়, এসঙ্গে চিত্তের উপক্লেশও বিদূরিত হয়। যেমন বিশাখে, অবিশুদ্ধ স্বর্ণ বিশুদ্ধ করতে হলে, উনান, অগ্নি, লবণ, গেরুমাটি, নল, চিম্‌টা, হস্তকর্ম ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন, সেরূপই বিশাখে, পুনঃ পুনঃ উৎসাহ-উদ্যমের সহিত দেবতানুস্মৃতি ভাবনা করলে চিত্ত প্রসন্ন ও আনন্দময় হয় এবং তৎসঙ্গে চিত্তের পাপমল ক্লেশও প্রহীণ হয়।

(৮) বিশাখে, উপোসথিক আর্য্যশ্রাবকগণ ইহাও চিন্তা করে যে—'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন প্রাণীহত্যা ত্যাগ করেন, প্রাণীদিগকে প্রহার বা হত্যার উদ্দেশ্যে দণ্ড বা অস্ত্র গ্রহণ করেন না। তাদৃশ পাপের প্রতি লজ্জাসম্পন্ন হন এবং সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ও হিতানুকম্পাপরায়ণ হয়ে অবস্থান করেন। আমিও সেরূপ আজ দিবা-নিশি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাক্‌বো এবং দণ্ড ও অস্ত্র ত্যাগ করবো। তাদৃশ পাপের প্রতি লজ্জাশীল ও সকল প্রাণীর প্রতি দয়ানুকম্পাপরায়ণ হয়ে অবস্থান করবো। আমি এরূপ শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে অর্হতের অনুসরণ কর্‌বো, এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা হবে।'

(৯) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন অদত্ত গ্রহণ বা চুরি থেকে প্রতিবিরত থাকেন; এমন কি, চৌর্য্য-চিত্তও তাঁদের উৎপন্ন হয় না। প্রদত্ত বস্তুই তাঁরা গ্রহণ ক'রে পবিত্র ভাবেই অবস্থান করেন। তদ্রূপ আমিও অদ্য দিবা-রাত্র অদত্ত গ্রহণ বা চুরি থেকে বিরত থাক্‌বো। অচৌর্য্য পবিত্র চিত্তে বিহরণ ক'রে অর্হতের অনুসরণ করবো; এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা হবে।'

(১০) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন অব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন। কামাচার থেকে দূরে অবস্থান করেন। আমিও আজ অহোরাত্র অব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করবো, স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবো। এই শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে অর্হতের অনুসরণ করবো, এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা হবে।'

(১১) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীনন মিথ্যাবাক্য ত্যাগ ক'রে সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্থিরবাদী, প্রত্যক্ষবাদী ও অবিসম্বাদী হন। আজ আমিও অহোরাত্র মিথ্যা কথন ত্যাগ ক'রে সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, স্থিরবাদী, প্রত্যক্ষবাদী ও অবিসম্বাদী হবো। এই শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে অর্হতের অনুসরণ কর্‌বো, এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করা হবে।'

(১২) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন প্রমাদস্থানীয় সুরা, মৈরেয় ও মদ্যসেবন ত্যাগ ক'রে তা' হতে সতত বিরত থাকেন। আমিও আজ দিবা-রাত্র প্রমাদস্থানীয় সুরা, মৈরেয় ও মদ্য সেবন পরিত্যাগ করবো। আমি এ শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে অর্হতের অনুসরণ করবো, এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করা হবে।'

(১৩) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন একাহারী, রাত্রিভোজন ও বিকাল ভোজন (দিবা মধ্যাহ্নের পর থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) থেকে বিরত থাকেন। আমিও অদ্য দিবা রাত্র একাহারী হয়ে বিকাল ও রাত্রি ভোজন থেকে বিরত থাক্‌বো। এই শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে আমি অর্হতের অনুসরণ করবো। এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা হবে।'

(১৪) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন নৃত্য, গীত ও বাদ্য (যা' বুদ্ধের নীতি-বিরুদ্ধ) দর্শন ও শ্রবণে বিরত থাকেন এবং বিভূষণ স্থানীয় মালা, সুগন্ধ ও বিলেপন-দ্রব্য ধারণ মণ্ডন থেকে বিরত থাকেন। আমিও আজ অহোরাত্র বুদ্ধের নীতি-বিরুদ্ধ নৃত্য, গীত ও বাদ্য

দর্শন-শ্রবণ এবং বিভূষণ স্থানীয় মাল্য-ধারণ ও গন্ধ-বিলেপন-দ্রব্য মণ্ডন থেকে বিরত থাক্‌বো। এই শীলাঙ্গ রক্ষা ক'রে আমি অর্হতের অনুসরণ করবো। এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা হবে।

(১৫) 'অর্হৎগণ যাবজ্জীবন উচ্চ শয়নম ও হাশয়ন * ত্যাগ্ ক'রে নীচ মঞ্চকে বা তৃণ-শয্যায় শয়ন করেন। আমিও আজ দিবা-রাত্র উচ্চ শয়ন-মহাশয়ন ত্যাগ ক'রে নীচ মঞ্চকে বা তৃণ-শয্যায় শয়ন করবো। এই শীলাঙ্গ ক্ষরা ক'রে অর্হতের অনুসরণ করবো, এতেই আমার পূর্ণাঙ্গ উপোসথ শীল পালন করা হবে।'

বিশাখা অভিনিবেশ সহকারে শুন্‌লেন উপোসথ পালনের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। তথাগতের এই সারগর্ভ বাণী সানন্দে তিনি অনুমোদন ও অভিনন্দন করলেন।

(অঙ্গুত্তর নিকায়ে তিকনিপাত)

---

* খাট বা পালঙ্কের উচ্চতা ঝলমের নিম্নভাগ হতে পায়ার পরিমাপ মধ্যম পুরুষের এক হাত, ততোধিক হলে উচ্চ, তা'তে শয়ন করলে উচ্চ শয়ন হয়। বিচিত্র পালঙ্কে তোষকাদি সুসজ্জিত বিলাসময় বিচিত্র শয্যায় শয়ন করলে মহাশয়ন বলা হয়।

আর্য্যোপোসথের অচিন্তনীয় ফল

অতঃপর ভগবান আর্য্যোপোসথ পালনের আশ্চর্য্য ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করলেন—'বিশাখে, অর্য্যোপোসথ মহাফলদায়ক, মহাজ্যোতিঃ সম্পন্ন ও মহাফল বিকাশক, তা' কিরূপ? যেমন মনে করো, সপ্তরত্ন পরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বর্জী, মল্ল, চেতিয়, বঙ্গ, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছা, সুরসেন, অস্‌সক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ এই ষোড়শ মহাজনপদের যিনি অধিশ্বর, যিনি এসব রাজ্যের একাধিপত্য-সুখে সুখী, তিনি যে কতো বড়ো ভাগ্যবান ও পুণ্যবান, তা' একবার চিন্তা ক'রে দেখো। কিন্তু বিশাখে, এ ঐশ্বর্য্য, এ সুখ অষ্টাঙ্গ উপোসথের তুলনায় অতি নগণ্য। এক অহোরাত্র উপোসথশীল পালনে যেই মহাপুণ্য অর্জন হয়, এর তুলনায় মনুষ্য-সম্পদ, এমন কি রাজচক্রবর্তীর সম্পদও অতি অকিঞ্চিৎকর।

বিশাখে, দিব্য-সুখের সঙ্গে মনুষ্য-সুখ তুলনা হতে পারে না। মানুষের পঞ্চাশ বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবতার পক্ষে তা' এক দিবারাত্র (২৪ ঘণ্টা)। সেই দিব্য ত্রিশ দিনে একমাস, বার-মাসে এক বৎসর। দিব্য গণনায় পাঁচশত বৎসর চতুর্মহারাজিক দেবতার পরমায়ু। যা' মানুষের গণনায় নব্বই লক্ষ বৎসর।

বিশাখে, অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল রক্ষার পুণ্য এতো মহান্ যে, সে পুণ্যের প্রভাবে কেহ কেহ মৃত্যুর পর চতুর্মহারাজিক, কেহ কেহ তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও পরনির্মিত বশবর্তী দেবকুলে উৎপন্ন হয়।

মনুষ্যের গণনায় যা' একশত বৎসর, তা' তাবতিংস দেবতার এক অহোরাত্র। সেই দিব্য দিন, মাস ও বৎসরে এক হাজার বৎসর তাবতিংস দেবতার পরমায়ু। মানুষের গণনায় তা' তিন কোটি, ষাট লক্ষ বৎসর।

মানবের দু'শ বৎসর যাম-দেবতার পক্ষে তা' এক দিবারাত্র। এই দিব্যগণনায় যাম-দেবতার পরমায়ু দু' হাজার বৎসর। মানুষের গণনায় চৌদ্দ কোটি, চল্লিশ লক্ষ বৎসর।

মনুষ্য গণনায় চারশত বৎসরে হয় তুষিত দেবতার এক দিবারাত্র। সেই দিব্য গণনায় তুষিত দেবতার পরমায়ু চার হাজার বৎসর। মানুষের গণনায় সাতান্ন কোটি, ষাট লক্ষ বৎসর।

মনুষ্য গণনায় আটশত বৎসরে হয় নির্মাণরতি দেবতার এক দিবারাত্র। এই দিব্যগণনায় নির্মাণরতি দেবতার পরমায়ু আট হাজার বৎসর। মানুষের গণনায় দু'শ ত্রিশ কোটি, চল্লিশ লক্ষ বৎসর।

মনুষ্য গণনায় ষোলশত বৎসরে পরনির্মিত বশবর্তী দেবতার এক দিবারাত্র। এই দিব্য গণনায় তথাকার পরমায়ু ষোল হাজার বৎসর। মানুষের গণনায় নয়শত একুশ কোটি, ষাট লক্ষ বৎসর।

বিশাখে, দেবগণ এই সুদীর্ঘকাল অনুপম দিব্যসুখে সুখী হয়, অভিরমিত হয়। এ কারণেই আমি বল্‌ছি যে, দিব্য সুখের

তুলনায় মনুষ্য-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর, দুর্গতিতুল্য।' এ ব'লে তথাগত নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করলেন—

১। 'প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা ভাষণ করো না,
কামাচার ত্যাগ ক'রে আচরণ করো
ব্রহ্মচর্য্য; বিকাল এবং রাত্রভোজন
ত্যাগ করো; মালাধারণ, সুগন্ধ-দ্রব্য
মণ্ডন-লেপন করো না; মঞ্চে বা তৃণে
শয়ন করো; ইহাই অষ্টাঙ্গসমন্বিত
উপোসথশীল নামে অভিহিত হয়।
করুণাময় বুদ্ধ প্রকাশ করেছেন—
এই উপোসথশীলই দুঃখান্তকারী।

২। অন্তরীক্ষচর তমোহর সুদর্শন
জ্যোতির্ম্ময় উভয় চন্দ্র-সূর্য্য সমগ্র
সৌরজগৎ সমুজ্জ্বল আলোক-মালায়
উদ্ভাসিত ক'রে নভোদেশে বিরোচিত
হয়ে আপন বীথিতে বিচরণ করে।

৩। এই সৌরজগতে যেসব মণি-মুক্তা,
বৈদূর্য্য ও সুবর্ণাদি রত্ন বিদ্যমান
আছে, তা' অষ্টাঙ্গোপোসথের পক্ষে এক
কলাও নয়। তাই সুশীল নর-নারী
অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল প্রতিপালন

ক'রে, সে পুণ্যের প্রভাবে সুখ-দায়ক
আনন্দময় দেবলোকে প্রাদুর্ভূত হন।'

সম্বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত আর্য্যোপোসথ পালনের আশ্চর্য্য ফল সম্বন্ধে শুনে বিশাখা চমৎকৃতা হলেন। তিনি এ ভেবে নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করলেন যে, যেই প্রণালীতে আর্য্যোপোসথ পালন করতে হয়, ঠিক্ সে নিয়মেই তিনি এযাবৎ উপোসথ পালন ক'রে মহান্ পুণ্যের অধিকারিণী হয়েছেন; এটাই তার অত্যধিক আনন্দের বিষয়।

(অঙ্গুত্তর নিকায়ে তিকনিপাত)

উপোসথিকের ভুল প্রার্থনা

তথাগত বুদ্ধ তখন বিশাখা-নির্মিত পূর্বারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে কোনোও প্রসিদ্ধ উপোসথ দিবসে বিশাখা প্রমুখ পঞ্চশত রমণী অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলে অধিষ্ঠিত হয়ে বিহারে এসেছিলেন। তাঁরা সকলেই ধর্মমণ্ডপে বসে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সেখানে যারা বয়োবৃদ্ধা তাদিগ্‌কে বিশাখা জিজ্ঞাসা করলেন—'মা, তোম্‌রা কোন্ উদ্দেশ্যে উপোসথ পালন করছো?'

প্রত্যুত্তরে বৃদ্ধারা বল্‌লো—'মা বিশাখে, আম্‌রা যেন দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্য-সম্পদ লাভ করি, এটাই আমাদের প্রার্থনা।'

অতঃপর বিশাখা মধ্যবয়স্কাদের জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিলো—'সপত্নীর সঙ্গে যেন বাস করতে না হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।' তৎপর তিনি যুবতীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উত্তর দিলো—'মা, আম্‌রা যেন প্রথমেই পুত্র সন্তান লাভ করতে পারি, এটাই আমাদের প্রার্থনা।' পরিশেষে জিজ্ঞাসা করলেন অবিবাহিতা কুমারীদেরকে। তারা উত্তর দিলো—'মা, আম্‌রা যেন তরুণী বয়সেই স্বামী লাভ করতে পারি, এটাই আমাদের প্রার্থনা।'

বিশাখা উপাসিকাদের এসব প্রার্থনা শুনে সুগত সমীপে উপনীত হয়ে তা' যথাযথ বর্ণনা করলেন। তা' শুনে শাস্তা বল্‌লেন—'বিশাখে, গোপালক যেমন দণ্ড-হস্তে গরু তাড়না ক'রে নিয়ে যায়, সেরূপ জগতে যারা জন্মগ্রহণ করে, সেসব প্রাণীকে গোপালক তুল্য জন্ম তাড়ন ক'রে নিয়ে যায় জরার নিকট। জরা নিয়ে যায় ব্যাধির নিকট, ব্যাধি পাঠিয়ে দেয় মৃত্যু-সমীপে। কুঠারী দিয়ে ছেদনসদৃশ মৃত্যুরাজ প্রাণীদের জীবন ছেদন করে। জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু কতো দুঃখাবহ; তবুও সকলে পুনঃ পুন: জন্ম নিতে চায়, বারম্বার এ অসহ্য দুঃখকে আলিঙ্গন করতে চায়। কিন্তু, বড়ো আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি কেহ অমর হতে চায় না।' এ ব'লে তথাগত নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন—

'রাখাল যেমন দণ্ড হস্তে গরুগুলিকে
তাড়না ক'রে গোচারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যায়,

সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ুকে
তাড়না ক'রে আয়ুক্ষয় প্রাপ্ত করায়।

(ধর্মপদার্থকথায় দণ্ডবর্গে)

বিশাখা ও সহায়িকাগণ

তখন মহামানব বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। একদা শ্রাবস্তীর পঞ্চশত কুলপুত্র চিন্তা করলো, তাদের ধর্মপত্নীগণ যেন ধর্মপরায়ণা হয়। তাদের জীবন হয় যেন সুন্দর, পুণ্যময় ও অপ্রমাদপরায়ণ। তাই তারা একদিন মহোপাসিকা বিশাখার নিকট উপনীত হয়ে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করলো এবং তাঁকে এ ব'লে অনুরোধ করলো যে —'তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে তাদের পত্নীদেরকে নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা হতে সাহায্য করেন, যে কোনোও সময়ে তিনি যেখানেই যান, উদ্যানে হোক্ বা বিহারেই হোক্, তাদেরকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যান এবং তাদের অন্যায় আচরণ কিছু দেখ্‌লে যেন সংশোধন করেন।' তদবধি এই পঞ্চশত কুলস্ত্রী মহোপাসিকার সহিতই বিচরণ করতো।

তখনকার দিনে শ্রাবস্তীতে 'সুরা উৎসব' নামক এক প্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। এ উৎসব সপ্তাহ কাল চলতো। তদ্দিন সকলেই সুরা পান করতো এবং আমোদ-প্রমোদে রত হতো। অনন্তর এক উৎসব সমাপ্তির পর এই পঞ্চশত কুলস্ত্রী

চিন্তা করলো—'আম্‌রা স্বামীর সম্মুখে সুরা পান করতে পারি না, সুতরাং তাঁদের অগোচরেই আম্‌রা পান করবো।' এরূপ তারা পরামর্শ ক'রে বিশাখার নিকট গিয়ে বল্‌লো—'আম্‌রা উদ্যান-ভ্রমণের ইচ্ছা করেছি।'

বিশাখা বল্‌লেন—'ভালো, তা' হলে প্রত্যেকের গৃহকর্ম সম্পন্ন ক'রে বের হওয়া যাক্।'

যথাসময়ে সকলেই বিশাখার সহিত উদ্যানে উপস্থিত হলো। বলা বাহুল্য তারা গোপনে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো সুরা পাত্র। কিছুক্ষণ উদ্যানের দৃশ্যাবলী দর্শনের পর রমণীগণ এক লতাকুঞ্জের অন্তরালে বসে বিশাখার অগোচরে সুরা পান করলো। এতেই তারা মদ-মত্ত হয়ে পড়লো। সকলেই নির্লজ্জার মতো অকারণে হাসি-ঠাট্টা ও অসঙ্গত বাক্য বল্‌তে লাগ্‌লো। এদের সুরাপান সম্বন্ধে বিশাখা জান্‌তে পেরে চিন্তা করলেন—'এরা বড়ো অন্যায় করেছে। বুদ্ধের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী সন্ন্যাসীরা এ ব'লে আমার দুর্নাম করবে—'শ্রমণ গৌতমের শ্রাবিকা বিশাখা সুরা পানে মত্ত হয়ে বিচরণ করছে।' এ চিন্তা ক'রে তিনি সঙ্গিনীদের বল্‌লেন—'মা, তোম্‌রা বড়ো অন্যায় করেছো। তোমাদের স্বামীরাও ক্রুদ্ধ হবে, আমাকেও নিন্দার কারণ করলে। এখন তোম্‌রা আত্মরক্ষার উপায় কি করবে?'

'অসুখের ভাণ করবো।'

'এটাও এক প্রকারের অসুখ বৈ কি।'

তারা ঘরে গিয়ে অসুখের ভাণ ক'রে শুয়ে পড়লো। প্রত্যেক স্বামীই স্ত্রীর চাতুরী ধরে ফেল্‌লো। প্রত্যেকে স্বীয় স্ত্রীকে প্রহার করলো এবং শাসালো—'আর যদি সুরা পান করো, মেরে ফেল্‌বো।'

তদনন্তর অন্য উৎসবের সময়ও তারা সুরা পানের লোভ সম্বরণ করতে পারলো না। স্বামীদের শাসন, প্রহার ও তিরস্কার সবই লোভের খরস্রোতে ভেসে গেলো। লোভ এম্‌নিই দুর্দমনীয়। বিশেষতঃ লোভ নারীর চিত্তকে সহজেই আত্মসাৎ করে। অসংযত চিত্তই লোভের লীলাক্ষেত্র। সে সুযোগেই লোভ নূতন নূতন পাপের সৃষ্টি করে, অগ্নির মতো দগ্ধ করে, ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিলুপ্ত করে, কুলক্ষয় ও মহানর্থের সৃষ্টি করে।

এই রমণীগণ বিশাখার নিকট গিয়ে অনুরোধ করলো—'আর্য্যে, আমাদিগ্‌কে উদ্যানে নিয়ে যান।'

বিশাখা তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রে বল্‌লেন—'তা' আর হবে না। আমি আর তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবো না। তোম্‌রা পূর্বেও একবার আমার অখ্যাতির কারণ ঘটায়েছো।'

'আর্য্যে, এখন আর সেরূপ করবো না। উদ্যানে না গেলেও চলুন বিহারে যাই, আম্‌রা বুদ্ধ-পূজা করবো।'

এতে বিশাখা সম্মত হয়ে বল্‌লেন—'আচ্ছা, তা' হলে প্রস্তুত হয়ে এসো।'

পঞ্চশত রমণীর প্রত্যেকেই এক একটা ঝুরি নিলো। তথায় সুরাপুর্ণ পাত্র রেখে তদুপরি গন্ধদ্রব্য ও পুষ্প-মাল্যাদিতে পূর্ণ ক'রে, তা' নিয়ে বিশাখার নিকট উপস্থিত হলো। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহা উপাসিকা জেতবন বিহারে উপনীত হলেন। তারা একান্তে গিয়ে অন্যের অগোচরে সুরা পান ক'রে ধর্মসভায় এসে শাস্তার সম্মুখে উপবেশন করলো।

বিশাখা বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন—'ভগবন্‌, এদেরকে ধর্মদেশনা করুন।'

তখন সেই পঞ্চশত রমণী অত্যধিক মদমত্ত হয়ে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে পড়লো, দেহ কম্পিত হতে লাগ্‌লো। তখন তাদের ইচ্ছা হচ্ছে, প্রাণ ভরে হাস্‌তে, আর নাচ-গান করতে। এ সুযোগে এক বুদ্ধ-বিদ্বেষী অপদেবতা চিন্তা করলো—'শ্রমণ গৌতমের সম্মুখে এদেরকে বিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত করাবো।' এ চিন্তা ক'রে দেবতার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে সেক্ষণেই বুদ্ধের সম্মুখে কোনো কোনো রমণী ব্যঙ্গ-ভঙ্গীমার সহিত করতালি দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লো, আর কেহ কেহ বিরূপ ভাবে নৃত্য-গীত করতে লাগ্‌লো।

সর্বজ্ঞ তথাগত নারীদের এমন অশোভন অবস্থা দেখে, এর কারণ চিন্তা ক'রে দিব্য-দৃষ্টিতে দেখ্‌লেন—হীন দেবতারই এ কাজ। অনন্যসাধারণ বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাঁর ভ্রূলোম থেকে এমন এক গাঢ় কালো-রশ্মি বিস্তার করলেন যে, তৎক্ষণাৎ অমানিশার তমিস্রা রজনীর মতো ঘনান্ধকারে আবৃত হলো রমণীগণ। তখনিই তারা ভীত, সন্ত্রস্ত ও মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল

হয়ে পড়লো। সেক্ষণেই সুরা জীর্ণ হয়ে গেলো, নেশা ছুটে গেলো, মৃত্যু-ভয়ে সকলেই চীৎকার করতে লাগ্‌লো।

তথাগত তাঁর মহাশক্তির প্রভাবে ধর্মাসন থেকে অন্তর্হিত হয়ে নিমেষের মধ্যেই সিনেরু পর্বত-মস্তকে গিয়ে স্থিত হলেন। সেখানে দাঁড়ায়ে ললাটস্থ উর্ণ-লোম থেকে দীপ্তোজ্জ্বল শ্বেত-রশ্মি বিচ্ছুরিত করলেন। এককক্ষণেই সহস্র চন্দ্র প্রাদুর্ভূত হওয়ার মতো অনুপম স্নিগ্ধ-সুন্দর আলোক-মালায় সে স্থান উদ্ভাসিত হলো।

তখন সম্বুদ্ধ রমণীগণকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—'হে মোহান্ধ নারীগণ, প্রমত্তাবস্থায় আমার নিকট আসা তোমাদের উচিত হয় নি। তোমাদের প্রমাদাবস্থার সুযোগ পেয়ে হীন-দেবতা তোমাদের দ্বারা এরূপ অন্যায় ও লজ্জাহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এখন তোমাদের কামাগ্নি, দ্বেষাগ্নি, মোহাগ্নি ও অবিদ্যাগ্নি নির্বাপণের চেষ্টা করা কর্তব্য।' এ ব'লে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথাটি ভাষণ করলেন—

> 'জীব-জগৎ কামরাগ, বিদ্বেষ, মোহ, জন্ম, জরা,
> মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, অসন্তোষ ও অনুতাপ
> এই একাদশ অগ্নিতে সতত প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে,
> তথা তোম্‌রাও। তবুও তোমাদের এরূপ হাসি
> ও আনন্দ কেন? অবিদ্যার ঘনান্ধকারে আবৃত
> হয়ে রয়েছো, তবুও কেন তোম্‌রা জ্ঞানালোকের
> অন্বেষণ করছো না?'

দেশনা-পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চশত নারী স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। সম্বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে তাঁদের চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে সুমেরু পর্বত থেকে পলকের মধ্যে এসে সেই ধর্ম-সভায় ধর্মাসনে সমাসীন হলেন। বিশাখা তাঁকে দুঃখের সহিত বল্‌লেন—'প্রভু ভগবন্, সুরা দেখ্‌ছি, মহাপাপের জনয়িত্রী। যেহেতু, আপ্‌নার ন্যায় এমন মহামানব সম্যক্ সম্বুদ্ধের সম্মুখে বসে এই কুলবধূগণ মদমত্তাবস্থায় পারলো না নিজকে সংবরণ করতে। লজ্জাহীনা হয়ে কতো অশ্লীল আচরণ করতে আরম্ভ করলো।'

মহোপাসিকার কথা শুনে বুদ্ধ বল্‌লেন—'হাঁ বিশাখে, তুমি যথার্থই বলেছো। সুরা পাপের জননী। এই মদ্য বহু দোষাবহ। সুরাপায়ীর মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, ইহা দেহের ক্ষয় সাধক, মদ্যপ হয় মাতাল, আরো হয় লজ্জা-ভয়হীন, শুচি-অশুচি বুঝে না, মাতা-পিতা ও ভ্রাতা-ভগ্নীর ভেদাভেদ্ জ্ঞান থাকে না, মৃত্যুর পর দুর্গতি কুলে উৎপন্ন হয়, তৃতীয় জন্ম হতে পাগল হয়, উলঙ্গ থাকে; আরো হয় নীচ স্বভাব সম্পন্ন, অজ্ঞানী, জটিল ব্যাধি-গ্রস্ত ও সকলের অবজ্ঞার পাত্র। অতীতে এই সুরার কারণেই বহু জন-প্রাণীর মহা অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিলো।' এ ব'লে বুদ্ধ অতীতের ঘটনা 'কুম্ভজাতক' বর্ণনা করলেন। *

(ধর্মপদার্থকথা)

---

* পুরাকালে হিমালয়ে এক জাতীয় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের চার হাত

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পৌত্রীর মৃত্যু—

তথাগত বুদ্ধ তখন অবস্থান করছিলেন শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে। একদা বিশাখা শোকগ্রস্ত হয়ে অশ্রুমুখে সুগত

উচ্চে তিনটা শাখায় বিভক্ত হয়েছিলো। যেখান থেকে শাখা তিনটি উদ্গত হয়েছিলো, সেখানে হয়েছিলো চাটি প্রমাণ একটা গর্ত। বৃষ্টি হলে উহা জলপূর্ণ হয়। নানা জাতীয় পক্ষী বিবিধ প্রকার ফল ও শালি ধান্যের শীষ নিয়ে এসে সে বৃক্ষে বসে খায়। পাখীর মুখ-ভ্রষ্ট ফল, ধান ও চাল এ গর্তে এসে পড়ে। কিছুদিন পরে উহা সূর্য্যতাপে পচে এক প্রকার মদ্যে পরিণত হয়। নিদাঘে তৃষ্ণাতুর পক্ষী ও মর্কটাদি প্রাণী ওই গর্তের জল পান ক'রে নেশায় বিভোর হয় এবং সে বৃক্ষের মূলদেশে প'ড়ে নিদ্রা যায়। নেশা ছাড়লে, আনন্দ মনে চলে যায়। 'সুর' নামক এক বনচর ইহা দেখে সেও কিছু জল পান করলো এবং মদমত্ত হয়ে নাচ-গান করতে আরম্ভ করলো। ওর নেশা ছেড়ে গেলে এমন স্ফূর্ত্তিজনক পানীর 'বরুণ' নামক এক তাপসকে পান করালো। তাপসও মাতাল হয়ে হাস্‌তে ও গান করতে লাগ্‌লো। সুর ও বরুণ এ দু'জনে প্রথম দেখেছিলো ব'লে এর নাম হলো 'সুরা' ও 'বারুণী'। সুরার জন্ম হলো এখানেই প্রথম।

তারা উভয়ে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে জেনে নিলো এ পানীয়ের উপাদান কি কি। তারপর নগরে-জনপদে এসে এই চমৎকার পানীয় বিক্রী করে অনেক লাভবান হলো। বারাণসীর রাজা-প্রজা সুরা পান ক'রে কার্য্যে অনবহিত ও দুর্দশাপন্ন হলো। তখন শৌণ্ডিকদ্বয় পলায়ন ক'রে শ্রাবস্তীতে গেলো। সে সময়ে তথায় সর্বমিত্র নামক রাজা রাজত্ব করছিলেন। সেখানে রাজার সাহায্যে বহু চাটিতে সুরা প্রস্তুত করার

(অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সন্নিধানে উপনীত হলেন। তিনি আস্‌ছেন শ্মশান থেকে শব-সৎকার ক'রে। তাঁর পৌত্রী কুমারী দত্তার অকাল-মৃত্যুতে তিনি প্রাণে বড়ো আঘাত পেয়েছেন।

দত্তা ছিলো সদ্ধর্মে বড়ো নিষ্ঠাবতী। বুদ্ধ আর ভিক্ষুসংঘ ছিলেন তার অতি প্রিয়। স্বভাব-সুলভ কোমলতাই ছিলো তার সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদক। সে যেমন বুদ্ধিমতী, তেম্‌নি ছিলো গৃহকর্মে সুনিপুণা। এসব নানা কারণে বিশাখা ওকে খুব পছন্দ করতেন। দত্তা তাঁর বড়ো আদরের ছিলো। ঠাকুরমার অন্তর সে দখল করেছিলো, হীরা-মুক্তা খচিত অলঙ্কারের সমুজ্জ্বল মধ্য-মণির মতো।

দ্রব্য পূর্ণ করা হলো। চাটিগুলির দ্রব্য পচে উথলে পড়তে লাগলো। বিড়াল তা' পান ক'রে মৃতবৎ পড়ে রইলো। লোকেরা ইহা দেখে রাজাকে জানালো—'বিড়াল সুরা পান ক'রে মরে গেছে, ইহা সুরা নয় বিষ। রাজা শৌণ্ডিকদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করালেন। এদিকে বিড়ালের নেশা অপগত হলে, আনন্দে খেলা করতে দেখে লোকদের ভুল ভাংগ্‌লো। অতঃপর রাজা সাড়ম্বরে অমাত্যগণসহ সুরা পানে প্রবৃত্ত হলেন। তখন গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি ব্রাহ্মণ বেশে এসে সুরার বহু প্রকার দোষ বর্ণনা করলেন। এতেই রাজা বুঝতে পারলেন সুরার অনিষ্টকারিতা। তৎক্ষণাৎ রাজা প্রমুখ সকলেই সুরা পান ত্যাগ ক'রে সুরা-ভাণ্ড ভেঙ্গে বিচূর্ণ করলেন। বুদ্ধ-সেবক আনন্দ ছিলেন তখন রাজা সর্বমিত্র।

৫১২—কুম্ভজাতক দ্রষ্টব্য।

মহোপাসিকা একদিন চিন্তা করলেন—'প্রায় সময় আমাকে স্থানান্তরে যেতে হয়। তখন মনে হয়, ভিক্ষুসংঘের আহারদান ও পরিচর্য্যার যেন একটু ব্যতিক্রম ঘটে থাকে।' তাই তিনি দন্তাকে এ কাজে নিযুক্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হলেন। সে সানন্দে ও সোৎসাহে অতি নিপুণতার সহিত পুণ্যচেতনায় এই কুশলকর্ম সম্পাদন করতে লাগ্‌লো। কিছুদিন অতীত হলে এক সময় সে রোগ-শয্যায় শায়িত হলো। ক্রমশঃ ব্যাধি জটিলাকার ধারণ করলো। অচিরেই সকলকে শোক-সাগরে ভাসায়ে সে ইহধাম ত্যাগ করলো। তার শব-সৎকারের কাজ সম্পাদনে পর বিশাখা শোক-সম্বরণ করতে না পেরে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। তাঁকে বন্দনার পর তিনি একান্তে উপবেশন করলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, তুমি রোদন করছো কেন?'

তিনি বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন—'প্রভো, আমার পৌত্রী কুমারী দন্তার মৃত্যু হয়েছে। সে আমার বড়ো প্রীতি-ভাজন ছিলো। ভগবান ও ভিক্ষুসংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও দান-ধর্মেও ছিলো তার খুব প্রীতি ও নিষ্ঠা। স্বভাব ছিলো বড়ো মধুর, বুদ্ধি ছিলো প্রখর, কাজেও ছিলো সুদক্ষ এবং প্রিয়ালাপে করতো সকলের চিত্ত বিনোদন। তাই আমার প্রাণ কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না।'

বিশাখার কথা শুনে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—'বিশাখে, শ্রাবস্তীতে কতো লোক আছে?'

'প্রভো, আপ্‌নার মুখে শুনেছি—সাত কোটি।'

'বিশাখে, যদি এতোগুলি লোক তোমার দন্তার মতোই গুণসম্পন্ন হয়, তা' হলে, ততো সংখ্যক পৌত্রী তুমি ইচ্ছা করো কি?'

'হাঁ প্রভো, ইচ্ছা করি।'

'শ্রাবস্তীতে দৈনিক কতো লোকের মৃত্যু হয়?'

'প্রভো, বহু লোকের মৃত্যু হয়।'

'বিশাখে, তা' হলে চিন্তা ক'রে দেখো, যদি সাত কোটি পৌত্রী তোমার হয়ে থাকে, দৈনিক বহু পৌত্রীর যদি মৃত্যু ঘটে, তবে কি কখনো তোমার ক্রন্দন-বিলাপের পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে? অহোরাত্র কেবল শোকাক্রান্ত হৃদয়ে অশ্রুমুখে বিচরণ করতে হবে নয় কি?'

সুগতের এতোটুকু কথাতেই স্রোতাপন্না বিশাখা সম্যক্ উপলব্ধি করলেন উদয়-ব্যয়ের স্বরূপ, সংস্কার একান্তই অনিত্য, ইহাই জগতের চিরন্তন প্রথা। তখনি তাঁর শোক-কান্না থেমে গেলো, স্নেহের প্রগাঢ় আকর্ষণ মৃদু হয়ে গেলো, শিথিল হয়ে গেলো আসক্তির নিবিড় বন্ধন। তখন তিনি প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন—'প্রভো, চমৎকার আপ্‌নার যুক্তিপূর্ণ কথা! এখন আমি বুঝেছি।'

বুদ্ধ স্নিগ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন—'তা' হলে বিশাখে, তুমি আর শোক করো না। প্রিয় এবং প্রেম থেকেই সংজাত হয় শোক আর ভয়।' এ ব'লে শাস্তা নিম্নোক্ত গাথা ভাষণ করলেন—

'স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াশয়াদি প্রিয় বস্তু হতেই
প্রেম সংজাত হয়, প্রেম থেকেই উৎপন্ন
হয় শোক আর ভয়। যাদের স্ত্রী পুত্র বিষয়
আশয়ের প্রতি প্রেম বা আসক্তি নেই, তারাই
সর্বতোভাবে হয় শোক ও ভয় থেকে বিমুক্ত।'
(ধর্মপদার্থকথা)

লোক বিজয়—

তখন ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে অবস্থান করছিলেন। একদিন বিশাখা বিহারে এসে তাঁকে বন্দনা ক'রে বসলে তিনি এরূপ উপদেশ দিলেন—'বিশাখে, চার কারণে মাতৃজাতি ইহলোক বিজয়ে সক্ষম হয়। সেই চার কারণ হলো—(১) সকল কর্মে সুনিপুণা, (২) পরিবারস্থ সকলের প্রতি কর্তব্য পরায়ণা, (৩) স্বামীর মনোজ্ঞ আচরণ, (৪) স্বামীর উপার্জিত সম্পদ সংরক্ষণ।

(১) বিশাখে, এখন শুনো কি প্রকারে নারী জাতি কর্মে সুনিপুণা হয়,—স্ত্রীলোক যদি স্বামীগৃহে পারিবারিক আভ্যন্তরীণ সকল কাজে সুদক্ষ ও অনলস হয়, প্রত্যেক বিষয়ে কি করা উচিত, আর কি করা অনুচিত, এর বিচার-মীমাংসায় নিপুণা হয়, তবেই বিশাখে, মাতৃজাতি সুষ্ঠুরূপে যথাবিহিত কর্ম সম্পাদনে সুনিপুণা হয়।

(২) বিশাখে, কিরূপে মাতৃজাতি পরিবারস্থ সকলের মনোজ্ঞ ও প্রিয় হতে পারে, তা' শুনো—যে নারী শ্বশুরালয়ের দাস, দাসী, পোষ্য ও কর্মচারীদের কৃতকর্মসমূহ দর্শন করে, কোন্ কাজ কিরূপ হয়েছে এবং কার্য্যনির্বাহকদের কিরূপ শারীরিক পরিশ্রম হয়েছে ইত্যাদি সকল বিষয় অবগত থাকে ; যা' অকৃত, তাও জ্ঞাত থাকে ; কার্য্যাকারকদের মধ্যে যারা অসুস্থ-শরীর নিয়ে কাজ করে, তাদের শক্তি ও কাজের মাত্রা জ্ঞান রাখে ; তাদের খাদ্যভোজ্য পরিবেষণ কালে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ যথাযথরূপে বিভাগ ক'রে দেয় ; এরূপ আচরণেই মাতৃজাতি পরিবারস্থ সকলের মনোজ্ঞ ও প্রিয় হতে পারে।

(৩) বিশাখে, স্ত্রীলোক কিরূপ আচরণে স্বামীর মনোজ্ঞ হতে পারে, তা' শুনো—যে নারী স্বামীর অমনোজ্ঞ কাজ প্রাণান্তেও করে না, সে নারীই স্বামীর মনোজ্ঞ হয়।

(৪) বিশাখে, কিরূপে স্ত্রীলোক সম্পদ রক্ষাকারিণী হয়, তা' শুনো—যে নারী স্বামীর উপার্জিত ধন, ধান্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি যাবতীয় সম্পদ সম্যক্‌রূপে রক্ষা করে এবং সে স্ত্রী যদি ধূর্তা না হয়, চৌর প্রকৃতির না হয়, চোষক-গর্তের ন্যায় দুর্ভর না হয়, বিনাশিনী না হয়, তবেই সে নারী হয় সম্পদ রক্ষাকারিণী।

বিশাখে, এ চার কারণেই মাতৃজাতি হয় ইহজগতে মহীয়সী এবং জয়মাল্যে হয় বিভূষিতা। এসব নারীই হয় সুগতি লাভের অধিকারিণী।

বিশাখে, অপর চার ধর্ম পরায়ণা হলে মাতৃজাতি পরলোক বিজয়ে সমর্থ হয়, উজ্জ্বল হয় তাদের ভবিষ্যৎ এবং যথেচ্ছিত সুখের হয় অধিকারিণী। সেই চার ধর্ম হলো—শ্রদ্ধা, শীল, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা।

(১) বিশাখে, মাতৃজাতি শ্রদ্ধাবতী কিরূপে হয় শুনো—যে নারী তথাগত বুদ্ধের বোধি-জ্ঞানকে শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) করে, যেমন—সেই তথাগত 'অর্হৎ, সম্যক্ সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-নরের শাস্তা, বুদ্ধ ও ভগবান' এ সব গুণ বা বোধি-জ্ঞানকে যদি শ্রদ্ধা করে, তবে সেই নারী হয় শ্রদ্ধাবতী।

(২) বিশাখে, কিরূপে মাতৃজাতি শীলবতী হয়, তা' শুনো—যে নারী প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, বৃথা, কটূ ভেদবাক্য, কথন ও সুরাদি মাদকদ্রব্য সেবন, এসব অকুশল ধর্ম হতে বিরত হয়, তা'হলে সে নারী হয় শীলবতী।

(৩) বিশাখে, কিরূপে মাতৃজাতি ত্যাগবতী হয়, তা' শুনো—যে নারী কৃপণতা বর্জন ক'রে মুক্তহস্ত, উদার, বদান্য ও দানীয় বস্তু বিতরণ কা [illegible] সমদর্শী হয়, সে নারী হয় ত্যাগবতী।

(৪) বিশাখে, কিরূপে মাতৃজাতি প্রজ্ঞাবতী হয়, তা' শুনো—যে নারী সম্যক্ দুঃখ-ক্ষয়-গামিনী আর্য্য-ধর্ম অধিগত হবার মানসে উদয়-ব্যয়ে (উৎপন্ন বস্তু ক্ষয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এতে) যদি প্রজ্ঞাসম্পন্না হয়, তবে সে নারী হয় প্রজ্ঞাবতী।

বিশাখে, এই চতুর্বিধ ধর্ম-পরায়ণা নারী পরলোক জয় করে, অর্থাৎ জন্ম নিরোধ ক'রে নির্বাণ সাক্ষাৎ করে।

(অঙ্গুত্তরনিকায়ে অষ্টম নিপাত)

পরিবারের জনসংখ্যা

তখনকার দিনে শ্রাবস্তীতে বিশাখাই একমাত্র বহুপুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রবতী ছিলেন। সকলেই স্বাস্থ্যবান, সুন্দর, সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, দর্শনীয় ও নীরোগ ছিলেন। পুণ্যবতীর গর্ভে হয় পুণ্যবান সন্তানের জন্ম। শ্রাবস্তীবাসীরা বল্‌তো—'মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে বিশাখার আগমনে কল্যাণময়ী দেবীর অধিষ্ঠান হয়েছে।' বিশাখার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সংখ্যা এক হাজার, একশ', দশজন (১১১০)। তন্মধ্যে এক জনেরও অকাল মৃত্যু হয় নি। বহু সন্তানের জননী হলেও তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী ষোড়শী যুবতীর ন্যায় দেখাতো।

বিশাখার দশটি পুত্র ও দশটি কন্যা। কালক্রমে তাঁর প্রত্যেক পুত্রের দশটি-দশটি পুত্র-কন্যা। তাঁদের আবার দশটি-দশটি পুত্র-কন্যা। এরূপে বিশাখার পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী ও প্রদৌহিত্র-প্রদৌহিত্রীতে আট হাজার, চারশ', বিশজন (৮৪২০)। ইহা বিশাখার মহা-পুণ্যের ফল, তথা গৌরবের বিষয়ও।

যিনি শ্রদ্ধাচিত্তে দান করেন, অপরকেও উৎসাহিত করেন ও দানকর্মে ব্রতী করান, যে কোনও পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সময় অপরকে বা গ্রামবাসীকে সেই পুণ্যানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সাদরাহ্বান জানান, সকলের সম্মিলিতাবস্থায় সম্প্রীতি ও মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সেই কুশল-কর্ম যদি সম্পাদন করেন, তা' হলে সেই কর্মের ফল হয় অতি মহান্ ও অচিন্তনীয় প্রভাবসম্পন্ন। তাদৃশ কৃতকর্মার ভবিষ্যৎ জীবন হয় সমুজ্জ্বল, প্রভূত ভোগ-সম্পদ ও পরিবার সম্পদেও হয় সমৃদ্ধ। পুণ্য-বিজড়িত সেই জন-বহুল পরিবার হয় শুচি-পরিবার ; পরস্পর মৈত্রী, করুণা ও মুদিতায় যেন ত্রিবেণী-সংগম। সেই পুণ্যবান জনই শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও পারিবারিক সর্ব সুখেই সুখী হয়ে উপভোগ করেন যেন স্বর্গীয় আনন্দ। মহাপুণ্যবতী বিশাখাও উক্তবিধ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁর মহাপুণ্যের প্রভাবে লব্ধ পরিজন বর্গের সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো—

বিশাখার	পুত্র-কন্যা —	১০ + ১০ =	২০ জন
„	পৌত্র পৌত্রী—	১০ × ২০ =	২০০ „
„	দৌহিত্র ও দৌহিত্রী—	১০ × ২০ =	২০০ „
„	প্রপৌত্র ও প্রপৌত্রী—	২০০ × ২০ =	৪০০০ „
„	প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রী—	২০০ × ২০ =	৪০০০ „
			৮৪২০

বিশাখার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও বধূগণের হিসাব—

পুত্র—		১০ জন
পৌত্র—	১০ × ১০ =	১০০ „
পৌত্রের ঔরসজাত পুত্র—	১০০ × ১০ =	১০০০ „
		১১১০
বধূ—		১১১০ „
		২২২০

(ধর্মপদার্থকথায় বিশাখার কাহিনী)

অন্তিম জীবন

মহাপুণ্যবতী বিশাখা ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবন তিনি অতি সুখে ও নিরাময়ে অতিবাহিত করেছিলেন। ব্যাধি-দুঃখ ও জরা-দুঃখ কেমন, তা' তিনি জীবনে কোনো দিন ক্ষণকালের জন্যও অনুভব করেন নি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁর মস্তকের একখানা কেশও পক্ক হয় নি, একটি দন্তও পড়ে নি, কোনোও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনোরূপ বৈলক্ষণ্যও দেখা যায় নি। ষোড়শী যুবতীর মতোই তাঁকে দেখাতো। আপন তনয়া ও পৌত্রীগণকে তাঁর চেয়েও অধিক বয়স্কা ব'লে প্রতীয়মান হতো। স্বীয় পরিজন পরিবৃত হয়ে তিনি কোথাও যাওয়ার সময় 'কোন্‌টি বিশাখা ?' একথা কেহ কা'কেও জিজ্ঞাসা করতে হতো না। পুণ্যশ্লোকা বিশাখার যেই দীপ্তোজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য,

পঞ্চ পুণ্যলক্ষণের যে' অপূর্ব বৈশিষ্ট্য, মুখমণ্ডলের অনির্বচনীয় পুণ্যপ্রভা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধুর্য্যময় কোমলতা, প্রতি পদবিক্ষেপের অপরূপ লীলায়িত স্বচ্ছন্দ গতি, এই অসাধারণতাই তাঁকে বহু জনের মধ্যেও দীপ্যমান ক'রে তুল্তো।

আপন সন্তান-সন্ততি হোক্ বা বুদ্ধ আর ভিক্ষু সংঘই হোক্ অথবা দীন-দুঃখীই হোক্, সকলের জন্যই বিশাখা ছিলেন মাতৃসমা। মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করতেন সকলকে। তাতেই তাঁর অপার আনন্দ। দান-শীলাদি বিবিধ পুণ্যকর্মে নিজকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে সতত উপভোগ করতেন তিনি অনুপম প্রীতি। স্রোতাপন্নের যে' অমৃতময় সুখ, যে' অনাবিল নৈর্বাণিক শান্তি এবং লোকোত্তর মার্গ-ফলের যে' অফুরন্ত আনন্দ, তাতেই তিনি নিরন্তর নিমগ্ন থাক্তেন আপন হারা হয়ে। বাস্তবিকই তিনি সর্বসুখে সুখিনী ছিলেন। স্বর্গের ইন্দ্রানীর ভাগ্যেও এতো সুখ সম্ভব নয়।

অনিত্যময় সংসারে চিরন্তনের অভাব। মরণশীল জগতে অমর কেউ নেই। একদিন মাতা-পিতা, আত্মীয় স্বজন সকলকে হাসায়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় মানবশিশু, আর একদিন সকলকে কাঁদায়ে ইহধাম থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে। কেউ লংঘন করতে পারে না জাগতিক এই অলংঘনীয় বিধান। পশু-পক্ষীই হোক্ বা মানবই হোক্ অথবা দেব-ব্রহ্মাই হোক, প্রাণী মাত্রই এই অজেয় শক্তির অধীন। তথা পরম সৌভাগ্যশালিনী

বিশাখাও হয়েছেন এই অনতিক্রম্য নিয়মের বশবর্তিনী। ১২০ বৎসর পূর্ণ হলে তিনি কৃতান্ত-কবলে পড়লেন। মাতৃরূপিণী মহোপাসিকা বিশাখা ভিক্ষুদের অন্তরে মহাসংবেগ উৎপাদন ক'রে পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন সকলকে শোকসাগরে ভাসায়ে, সমগ্র শ্রাবস্তীবাসীকে কাঁদায়ে সজ্ঞানে স্বকীয় ভাস্বর পুণ্যাবদান স্মৃতিপথে জাগ্রত রেখে, স্রোতাপত্তি ফল-চিত্তের অনাবিল আনন্দ নিয়ে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করলেন।

দেবলোকে

স্রোতাপত্তি ফল লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের গতি নির্দিষ্ট হয়। স্রোতাপন্নদের জন্য চার অপায়দ্বার রুদ্ধ হয়। সুগতি লাভই তাঁদের নিয়তি। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম বা দ্বিতীয় জন্ম অথবা অনুক্রমে সপ্তম জন্ম পর্য্যন্ত পরিগ্রহ ক'রে থাকেন। অষ্টম জন্ম গ্রহণ করা স্রোতাপন্নদের ধর্মতঃ নিয়ম নয়। এর মধ্যে সম্ভব না হলে, সর্বশেষ সপ্তম জন্মেই তৃষ্ণাক্ষয় ক'রে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন। এর কিছুতেই ব্যতিক্রম ঘট্তে পারে না।

বিশাখা অপরিসীম পুণ্য প্রভাবে মানবদেহ ত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করলেন। নির্মাণরতি দেবলোকে প্রাদুর্ভূত হলেন তিনি। তথায় নির্মাণরতি দেবরাজের হলেন প্রধানা মহিষী। পুণ্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি লাভ করলেন অবর্ণনীয়

বিস্ময়কর দিব্যসম্পদ। এই দেবপুরীর দেবতাগণের যথোচ্ছিত মনোময় দিব্যসম্পদ নির্মিত বা প্রাদুর্ভূত হয়, সেই অতুলনীয় দিব্যভোগ-বিলাসেই তাঁরা অভিরমিত হন। তদ্ধেতু এই দেবলোক 'নির্মাণরতি' নামেই অভিহিত হয়। এখানকার দেবতাগণের দিব্য আয়ু—দেব গণনায় আট হাজার বৎসর। তা' মনুষ্য গণনায় দু'শ ত্রিশ কোটি, চল্লিশ লক্ষ বৎসর (২৩০, ৪০, ০০০০০)। মনুষ্যের ৮০০ বৎসরে নির্মাণরতি দেবতার মাত্র এক দিবারাত্র (২৪ ঘণ্টা)।

পুণ্যশ্লোকা বিশাখা নির্মাণরতি দেবলোকের যথায়ুস্কাল তথায় দিব্যসুখে রমিত হয়ে পরমায়ুর অবসানে সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আবার সেখানে অথবা অন্য দেবলোকে প্রাদুর্ভূত হবেন। এরূপে সাত বার আবির্ভূত হবেন দেবলোক থেকে দেবলোকে। এটা তাঁর মহাদানের, তথা শ্রদ্ধা, শীল ত্যাগ ও প্রজ্ঞাজনিত বিবিধ অপ্রমাণ পুণ্যের অলঙ্ঘনীয় অসাধারণ পুরস্কার। তিনি মানবরূপে ধরাতলে আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তাঁর পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাতৃ-জঠরে কললরূপে জন্ম পরিগ্রহের কর্ম ও কারণ। সপ্তম জন্মে দেবলোকেই তিনি অর্হৎ হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করবেন।

* সমাপ্ত *

INDOLOGISCHES SEMINAR DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

JA 17

2u 7

সদ্ধর্মের পুনরুত্থান

K
INDO

ধর্ম্মাধার মহাস্থবির

ppn: 606826017

শাসন-বংশ সম্বন্ধে অভিমত

Shasana-Vansha.

This is a translation in Bengali of a Pali-book of the same name written by Prajnaswami of Sangharaj Vihar of Mandalay. It is a history of original Buddhism. The original author collected materials from various sources but dealt mainly with the spread of Buddhism at Burma. The translator is the head of Nalanda Vidya Bhavan, Calcutta, and a great Pali Scholar. He has rendered a signal service to the country by this translation. All who are interested in Buddhism will find the book useful.

Hindusthan Standard
26th April, 1964

"আপনার স্নেহোপহার প্রদত্ত 'শাসন বংশ' গ্রন্থখানি পাইয়াছি। আমি অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে প্রচুর শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ দিতেছি। বইখানি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ ও বড়ই কৌতুহল উদ্দীপক। আপনার সুনিপুণ হস্তে পরিয়া বইখানির বঙ্গানুবাদ অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"

স্বাক্ষর **শ্রীমহিমচন্দ্র বড়ুয়া**
১৬, নন্দন কানন ফার্ষ্ট লেন, চট্টগ্রাম।
১১-৯-৬৪ইং

'অধিমাস-বিনিশ্চয়' সম্বন্ধে অভিমত

"আপনার প্রেরিত 'অধিমাস বিনিশ্চয়' নামক অধিমাস বর্ষ পঞ্জিকা খানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিরল। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এ পর্যন্ত কেহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে বৌদ্ধদের ও সমগ্র বঙ্গীয় ভিক্ষুদের উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।"……

ডাঃ শ্রীপতি রঞ্জন বড়ুয়া
রেঙ্গুন, বর্মা।
১২।১২।৬৩ইং

বিঃ দ্রঃ—কভারের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

INDOLOGISCHES SEMINAR DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Ja
SUB Göttingen 7
221 373 268
IV 11591

সংঘরাজ নিকায়ের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ

সদ্ধর্মের পুনরুত্থান

রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, তত্বভূষণ, বহুশ্রুত,
সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম-বিশারদ, মৈত্রীপ্রদীপ
কর্তৃক সংকলিত

২৫০৮ বুদ্ধাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

●

Saddharmer Punarutthan

(Revival of Theravad Buddhism)

Edited by :
Rajguru Pandit Dharmadhar Mahasthavir
Tatwabhusan, Bahusruta, Suttra-Vinaya-Abhidharmma Visarada, Maitripradip

1964

Bauddha Dharmankur Vihar
1, Buddhist Temple Street
CALCUTTA-12

INDOLOGISCHES SEMINAR DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

প্রকাশক :
শ্রীশচীন বড়ুয়া
৫২।৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান :
১। শ্রীসুবিমল ভিক্ষু
১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
২। শ্রীলালেন্দ্রলাল বড়ুয়া
২১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল রোড
নন্দন কানন, চট্টগ্রাম
পূর্ব পাকিস্তান

মুদ্রক : দাস ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৮৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য : এক টাকা

পূর্বাভাস

'সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' প্রকাশিত হইল। আমরা ঐতিহাসিক নহি—ঔৎসক্য নিবারণকল্পে যাহা সন্ধান করিয়াছি, তাহার ফল উপস্থাপিত হইল। বৌদ্ধধর্ম প্রথমে থেরবাদ ছিল। ক্রমশঃ উহা পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক-ধর্মে পরিণত হয়। রাষ্ট্র-বিপ্লবে বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থরাজি ও ধর্মাচার্যগণ বিনষ্ট হইলে অনেক স্থলে মনগড়া ধর্ম বুদ্ধের নামে চলিতে থাকে। শেষের দিকে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মজ্ঞান-হীন রাউলী সম্প্রদায়ের হাতে এই ধর্মের চরম পরিণতি ঘটে। এই রাউলী সম্প্রদায় যে বংশপরম্পরা বৌদ্ধসমাজের পুরোহিত ছিলেন তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকিয়াবের সংঘরাজ সারমেধ মহাথের এই রাউলী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি শ্রদ্ধেয় রাধু মাথেকে 'বড়ুয়ারাউলী' ও শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার প্রভৃতিকে থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে মহাযানী পুরোহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। থেরবাদী ভিক্ষুর অনুকরণ করিলেও মূলতঃ তাঁহারা মহাযানী ছিলেন। সংঘরাজ সারমেধই তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে থেরবাদ উপসম্পদা প্রবর্তন করেন।

সংঘরাজ সারমেধ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে সন্নিবেশিত হইল। 'প্রজ্ঞালোক জয়ন্তী' উপলক্ষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি আকিয়াব গিয়াছিলাম। বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিবাদ-মীমাংসার বিষয়ে একদিন তথাকার সংঘরাজ বিহারে আচার্য উঃ সুন্দর মহাথেরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহার নিকট পরলোকগত সংঘরাজের জীবনী জানিবার প্রার্থনা জানাই। তিনি একটি বাঁধানো বই-এর শেষের দিক হইতে সংঘরাজের স্বহস্তে লিখিত আরাকানি ভাষায় জীবনী পাঠ করিয়া